আমিনা।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

কোচবিহার-বাসী।

শ্রী * * * প্রণীত।

১৮৮২। ১৭ ই আগষ্ট।

কলিকাতা।

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮০৪।

মুল্য ১৲ এক টাকা। *Price Re.* 1 *one.*

পরমার্চ্চনীয়া ৺মহারাণী বৃন্দেশ্বরী বড়আই দেবতী

চরণ-কমলেষু।

মাতঃ!

আপনি স্বর্গ-বাসিনী হইয়াছেন। আমাকে আপনি শৈশবকাল হইতে গর্ভধারিণীর ন্যায় যেরূপ যত্নে লালনপালন করতঃ বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছেন, আমি তদনুরূপ আপনার কোন প্রিয় কার্য্যই করিতে পারি নাই। এইক্ষণে কৃতজ্ঞতার অতি সামান্য পরিচয়-স্বরূপ আপনার চরণ-কমলোদ্দেশে আমার বহু-যত্নের ও আদরের "আমীনাকে" উৎসর্গ করিলাম।

জননি! আমি আজীবন আপনার গুণ-রাশি বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমার এই এক বিশেষ খেদ রহিল যে, আপনি যতদূর উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত আমার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছেন, আমি নিজকর্ম্মদোষে আশানুরূপ কিছুই শিক্ষালাভ করিতে পারি নাই।

কোচবিহার
১৮৮২। ১০ই আগষ্ট
১২৮৯ সাল।
রাজশকব্দা ৩৭৩।

শ্রী———

আমিনা।

প্রথম অধ্যায়।

মাধোবা নামক গ্রামের ঠিক মাঝা মাঝি দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে যে বর্ত্ম বিদ্যমান আছে তাহার পশ্চিম পার্শ্বে এক বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ আছে দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যে কি দাক্ষিণাত্য হইতে দিল্লী যাতায়াত করিতে হইলে দিবাপথশ্রান্তিজনিত ক্লান্তি দূর করণা শয়ে হউক, কি আতপতাপে তাপিত শরীরকে স্নিগ্ধ করিবার জন্যই হউক, কিংবা ঝঞ্ঝা বৃষ্টির উৎপাত নিবারণ মানসেই হউক, একবার না একবার এই অশ্বত্থবৃক্ষতলাশ্রয়ী হইতেই হয়। কালক্রমে বৃক্ষটী এরূপ বৃহৎ হইয়াছে যে, দূর হইতে দেখিলে হঠাৎ বোধ হয় যেন তরুলতাকীর্ণ একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতচূড়া মৃত্তিকার উপর স্থাপিত রহিয়াছে। উহার তলদেশের কোন না কোন পার্শ্ব অনবরত ছায়াচ্ছাদিত থাকে। ঠিক মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে বোধ হয় বিধাতা যেন বাস্তবিক পান্থনিবাস করিবার অভিপ্রায়ে এই বৃক্ষটীর সৃষ্টি করিয়াছেন। সর্ব্বদা পান্থগণের প্রবাস উপলক্ষে উহার নিম্নভাগ এত দূর পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছে যে, পরিপাটী মৃত্তিকা ভিন্ন তথায় কোন শুষ্ক পাতা কি অপ্রয়োজনীয় তৃণ কি কণ্টক কিছুই দৃষ্ট হয় না।

বৈশাখ মাস। বেলা প্রায় দুই প্রহর। আকাশে দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য, যেন মার্ত্তণ্ডদেবের শরীর হইতে অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই রৌদ্র, প্রখর রৌদ্র। আতপত্র এইরূপ রৌদ্রকালে পথিকের কিছুমাত্র উপকার করিতে পারে না, বরং উহা ক্রমে ক্রমে স্বয়ংই এত উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, রৌদ্র অপেক্ষা তাহাকেই অধিকতর তাপ অনুভবের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। কেবল বৃহৎ বৃক্ষের ছায়া, সুশীতল বায়ু, দুই একটী সুস্বর বিহঙ্গের কূজিত কণ্ঠরব, এমত সময়ে সুখদ ও হৃদয়তোষক বিবেচিত হয়। সকল পথিকই প্রখর রৌদ্র তাপে তাপিত হইয়া কোন না কোন ছায়ার আশ্রয় লইয়াছে। পথপার্শ্ববর্ত্তী উল্লিখিত বটবৃক্ষতল যে কিরূপ সুখদ স্থান এই-

রূপ নিদাঘমধ্যাহ্নরবিতেজোনিপীড়িত না হইলে তাহা কখন অনুভব করা যাইতে পারে না।

দেখিতে দেখিতে দুটী পথিক উক্ত অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়াতলে উপনীত হইল। উহাদের মধ্যে এক জন অধিক লাল আভামিশ্রিত গৌরবর্ণ, খর্ব্বছাঁদ। একবারে কদাকারও নহে সুন্দরও নহে। অপর পথিক উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। খর্ব্বাকৃতি বটে, কিন্তু প্রথম পান্থ অপেক্ষা দীর্ঘ। উভয়েরই মুখ গোলাকৃতি ও বৃহৎ হনুযুক্ত; শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ প্রথমটীর বয়স অনুমান চতুর্ব্বিংশতি ও দ্বিতীয়টীর অনুমান পঞ্চাশৎ বৎসর। পরিধেয় বস্ত্র একই প্রকার কেবল দ্বিতীয় জনের উষ্ণীষ কিছু অপরিষ্কৃত ও ছোট। উহাদের সঙ্গে দুইটী অশ্ব আছে। পান্থদ্বয় বটপাদপ মূলে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয়কেই সচকিত ও চিন্তাকুল বোধ হইল। শীতল ছায়ার সুখ বোধে যুবক পান্থের চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল; অপর জন জাগ্রত রহিল। সূর্য্যদেব অস্তমিত হইবার প্রাক্‌কালে জ্যেষ্ঠ, অপরটীকে ডাকিয়া চেতন করিল। এই কালে চারিদিকে ছায়া পতিত হই য়াছে। পক্ষিগণ ক্রমশঃ পার্শ্বস্থ মাঠে ও বৃক্ষে আসিয়া পড়িতেছে। দিঙ্মণ্ডল আরক্তিম বর্ণাচ্ছাদিত কিন্তু মধ্যাহ্ন সময়ের ন্যায় দাহনতেজোবিহীন। নিকটবর্ত্তী মাঠসকল যে দুরন্ত রৌদ্রতাপে ধূধূ করিতেছিল, সায়ংছায়ামণ্ডিত হওয়ায় তাহা সাতিশয় মনোরম হইয়া উঠিল। কাল একভাবে যায় না। এই যে প্রচণ্ড মরীচিমালী তপনদেব আপন রশ্মিদ্বারা সমস্ত জীবকে ক্লান্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, পান্থগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ছিলেন, মৎস্যকুলকে ব্যাকুল করতঃ তাহাদের আশ্রয় বারিরাশি শোষণ, চাষীদিগের পৃষ্ঠচর্ম্ম ভেদ করিতেছিলেন, পৃথিবীস্থ তরুলতা সমূহকে শুষ্কদেহ করিবার জন্য ভয় প্রদর্শন করিতেছিলেন ও বহুল তৃষ্ণাতুর প্রাণীকে মরীচিকাজালে বেষ্টিত করিয়া নিদারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছিলেন, সেই প্রতাপশালী অংশুমালীও সময়ের নিয়মে স্বল্প ক্ষণেই কিরণরাশি সংযত করিতে বাধ্য হইলেন। প্রদোষ কাল উপস্থিত দেখিয়া পক্ষিগণ আপন আপন নীড়ে প্রবেশ করতঃ নীরব হইল। শীতল সমীরণ ইতস্ততঃ বহিতে বহিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লব ও পত্র সকলকে সাদর গাত্রভঙ্গী দ্বারা সন্ধ্যার আগমন সম্ভাষণ করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতে লাগিল: রাত্রিচর জীবগণ আহ্লাদে স্ফীতদেহ হইয়া নিভৃত আবাসস্থল পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কলরবপূর্ণ জনপদ সকল জগন্মণ্ডলীর দিবাজনিত শ্রান্তি দূর করাইবার মানসে শনৈঃ শনৈঃ নিঃশব্দ হইয়া শান্তিদেবীর কোমল ক্রোড়-সন্নিহিত হইতে লাগিল। চিন্তা সুযোগ পাইয়া চিন্তা-

কুল নরের অন্তঃকরণে অদৃশ্যভাবে পদার্পণ করতঃ হৃদয়সরোবরে অনন্ত আলোড়নে চিন্তাতরঙ্গ বিস্তার করিতে লাগিল। শোভাময়ী প্রকৃতি দেবী সসজ্জায় দেখা দিলেন। আকাশে নির্ম্মল এবং প্রচুররশ্মিযুক্ত হীরকথালার ন্যায় শশিরাজ সমভিব্যাহারী নক্ষত্র গণ সহ উদিত হইয়া প্রথমতঃ এক বারে প্রকৃতি সুন্দরী সহ সম্মিলিত না হইয়া কিছু কিছু দেখা দিতে দিতে অবশেষে স্পষ্টরূপে জগতে ভাসমান হইলেন। নির্ম্মল নৈশগগনে সুবিমল শশধর, মন্দ মন্দ সুশীতল সমীরণ এবং গ্রীষ্মকাল, এই তিনের সহযোগে বিশ্ব-মণ্ডল যে কি আশ্চর্য্য রমণীয়রূপরাশি দ্বারা অঙ্গাবৃত করিল, সুবিধামত তাহা স্ব-চক্ষে দেখিয়া অনুভব করিলে বুঝা যাইতে পারে।

পথিকদ্বয় পাথেয় দ্রব্যাদি সহ অশ্ব পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া উত্তর পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিল। জনশূন্য প্রান্তর দেশ দিয়া গমন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইল না। অশ্বদ্বয় বেগে দৌড়িতে দৌড়িতে অনুমান এক প্রহর রাত্রির পর এক সরাইতে উপস্থিত হইল। সরাই গৃহটী খাপ্‌রা নির্ম্মিত। উহার পূর্ব্ব-দিকে এক বৃহৎ ইন্দারা আছে। গুটি-কত বকুল, পেয়ারা, খাজুর ও তালগাছ চারিদিকে সরাই ঘরটীকে বেরিয়া রহি-য়াছে। ঘরের দ্বার উত্তর দিকে, কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকে খোলা-বারাণ্ডা। পথিকেরা জল বৃষ্টি হইলে দক্ষিণের বারাণ্ডায় পাকক্রিয়া সম্পাদন করে এবং সময় বিশেষে উভয় বারা-ণ্ডাতেই শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করে। সরাইয়ের অনুমান পোয়াক্রোশ পশ্চিমে একখানি বসতিপূর্ণ গ্রাম দৃষ্ট হয়। অনেকগুলি ইষ্টকবিনির্ম্মিত গৃহ এবং নানাবিধ বৃক্ষাবলী ঐ বসতির সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে। পথিকদ্বয় আহা-রান্তে শয়ন করিল। পার্শ্বস্থ গ্রাম হইতে চারি জন শস্ত্রধারী বলিষ্ঠকায় পুরুষ সরাইয়ের অধ্যক্ষের নিয়োগ মত দস্যুভয়ে পথিকদিগের কোনরূপ অসু-বিধা কি রাত্রিবাসের অসুখ না হয় এই জন্য পাহারা দিতে আসিল এবং এক এক জন করিয়া জাগিতে লাগিল। সে রাত্রিতে দশ জন পান্থ সরাইতে উপস্থিত ছিল। সকলেই ক্রমে ক্রমে ঘোর নিদ্রাভিভূত হইল।

সরাইয়ের অধ্যক্ষ পার্শ্বস্থ গ্রামবাসী এক জন আগরওয়ালা বণিক্। গ্রামের ভিতরেও তাহার খাদ্য সামগ্রীর এক দোকান আছে। সরাই ও গ্রামের দোকান দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন হয়। ইহা ভিন্ন গ্রামিক অনেকেই আগর-ওয়ালার টাকা ধারে এবং তাহাকে সুদ দেয়। আগরওয়ালা প্রতিবৎসর আবশ্যকীয় ব্যয়বাদে অন্যূন দুই সহস্র মুদ্রা রোকড় জমা করিয়া থাকে। আগরওয়ালার বয়স বৎসর চল্লিশ, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, আকৃতি দীর্ঘ দোহারা,

পেটটী কিছু উচ্চ ও বৃহৎ। গাত্রে রোম অধিক, নাসিকা, চক্ষু এবং জ্রতে মুখচ্ছবি মানান হইয়াছে। তাহাকে দেখিলেই লক্ষ্মীযুক্ত বলিয়া বিবেচনা হয়। নাম মোহনলাল। মোহনের স্ত্রী বর্ত্তমান আছে। তাহার একটীমাত্র পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল, সে বিবাহের পরেই বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়। তাহার রূপ লাবণ্যের কথা ক্রমশঃ বিস্তার হইয়া উঠিলে বাদসাহের এক জন ফৌজদার বলপূর্ব্বক তাহাকে তাহার স্বামীর বাটী হইতে লইয়া যায়, এবং সে তদবধি অনুদ্দেশ হইয়াছে। মোহনের ঐ রূপবতী কন্যার নাম মতিয়া ছিল। মোহন ও তাহার স্ত্রী সময় সময় মতিয়ার শোকে অতিশয় কাতর হইয়া থাকে, কিন্তু বণিকজাতি অর্থকেই জীবনের জীবন, বুদ্ধির উৎস, সম্মানের আকর, বিদ্যার আধার এবং পার্থিব সুখের একমাত্র মূলীভূত কারণ বলিয়া বিবেচনা করে। তাহারা মাতা পিতা কি পুত্র কলত্র জনিত শোকে বিহ্বল হইয়া কখনও সাধ্যানুসারে অর্থোপর্জ্জন করিতে বিমুখ হয় না। তাহারা বাল্যাবস্থাতেই এই বাক্যটী হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকে।

"টাকা জাতি, টাকা কুল, টাকা ধনমান।
এজগতে নাহি কিছু টাকার সমান॥"

বাড়ীর ভিতর মতিয়ার মাতাও ছোলা ভাজা, রেউড়ী, এবং ছাতু প্রভৃতি দ্বারা প্রতিবাসিগণের নিকট বিলক্ষণ লাভ করিয়া থাকে। পুত্রবিহীন মোহনের এই অর্থ যে পরে কাহার হস্তে যাইবে ও কোন আচম্বিত সৌভাগ্যশালী উহা বিনাশ্রমে প্রাপ্ত হইয়া সুখভোগ করিবে তাহার বিষয় কোন চিন্তাই করে না। মোহন কোন রাত্রি সরাইতে, কোন রাত্রি বাটীতে বাস করিয়া থাকে। কিন্তু এ রাত্রি মোহন সরাইতেই আছে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর, চারি দিক্ নিঃশব্দ। কেবল মধ্যে মধ্যে শৃগালের পাদচারণ এবং রাত্রিচর পক্ষিগণের পক্ষধ্বনি শুনা যাইতেছে। নিশানাথ পূর্ণ জ্যোৎস্না বিকীরণ পূর্ব্বক ধরাধাম প্রদীপ্ত করিতেছেন। এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী মাঠে ধপ্ করিয়া একটী শব্দ হইল। বোধ হইল যেন কেহ কোন কোমল বস্তুকে কিছু উচ্চস্থান হইতে মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিল। মোহন অর্থচিন্তায় রাত্রিতে কেবল এপাশ ওপাশ করে। সময় সময় তাহার কন্যার দশা ও নিজের পুত্রবিহীনতা মনে হয়। নানারূপ ভাবনায় মোহনের চক্ষু মুদ্রিত ও শরীর শয্যায় মাত্র পড়িয়া থাকে। নিদ্রার সহিত কচিৎ কখন সাক্ষাৎ হয়। মোহন হঠাৎ "ধপ" এই শব্দ শুনিয়া প্রহরীকে ডাকিল। অমনি এক জন উত্তর করিল "স্বামিন্! হাজির আছি।" মোহন বলিল "মাঠে কি শব্দ হইল?" নিশার শীতল বাতাসে নিদ্রাবেশ হওয়ায় সে কিছু শুনিতে পায় নাই, কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যে পাছে শিথিলতা প্রকাশ পায় এই

ভয়ে বলিল একটা শব্দ শুনা গেল বটে, কিসের শব্দ বলিতে পারি না। মোহন বলিল অতি নিকটেই শব্দ হইল। ভাল দেখা যাউক ব্যাপারটা কি? প্রহরী বলিল যে আজ্ঞা। মোহন বলশালী ও সাহসী পুরুষ। এক খানা নিষ্কোশিত তরবারি ও প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া সরাই-য়ের পূর্ব্বদিকে কিছু দূর গিয়া দেখিল একটা হস্তী চলিয়া যাইতেছে ও মাঠে কি একটা পড়িয়া আছে। এই কালে দস্যু ভয় সর্ব্বত্র অতিশয় প্রবল ছিল। বাটীতে সামান্যরূপ ধন সঞ্চিত থাকিলে গৃহস্থকে বাধ্য হইয়া প্রহরী রাখিতে হইত ও প্রাণের জন্য শশব্যস্ত থাকিতে হইত। মোহনলাল পার্শ্ববর্ত্তী প্রধান প্রধান দস্যুদলের অধিপতিগণকে কিছু কিছু কর প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু তথাপি তাহাকে দূরস্থ ও অপরি-চিত দস্যুদের ভয়ে সর্ব্বদা ভীত থাকিতে হয়। মোহন লাল এত রাত্রিতে সরাইয়ের নিকট হস্তী দেখিয়া বিবেচনা করিল কোন দস্যুচর সরাই-য়ের তত্ত্ব জানিতে আসিয়াছিল হয়ত কিছু দূরেই উহার দলবদ্ধ সঙ্গিগণ অপেক্ষা করিতেছে। শীঘ্রই সর্ব্বনাশ হইবে! আবার ভাবিল দস্যুরা অশ্বই অধিক পরিমাণে রাখে, তাহাদের সঙ্গে হস্তীত অল্পই দেখা যায়। এস্থলে সাধারণ চর হস্তীতে কেন আসিবে? মাঠে কি ফেলিয়া গেল? পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল, হয়ত কোন দস্যুদল আজি রাত্রিতে কোন ধনীর গৃহে প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই হস্তী পৃষ্ঠে বহিয়া লওয়া কালে তন্মধ্যে কোন বস্ত্রের পুঁটলি কি অন্য সামগ্রী যাহা ভালরূপে বোঝাই হয় নাই তাহাই পড়িয়া গিয়া থাকিবে। রাত্রি শেষ হয় এবং বোঝাই হস্তী সকলের পশ্চাৎ পড়িয়াছে বলিয়াই ব্যস্ততা হেতু আর পতিত বস্তু তুলিয়া লইবার সুযোগ পায় নাই। অথবা উহা পড়িয়া যাওয়া কেহ জানিতে পারে নাই। মোহনের অন্তঃকরণে পর্য্যায়ক্রমে বিস্ময়, ভয় ও ভূপতিত বস্তুকে কোনরূপ মূল্যবান্ সামগ্রী বোধে তাহার লাভাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নানারূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। হস্তী কি অপর কেহ সরাই-য়ের দিকে আইসে কি না তাহা জানি-বার জন্য মোহন কত ক্ষণ মাঠের এদিক ওদিক পদচারণ করিল। পরে ভূপতিত সামগ্রীর নিকট যাইতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু একা প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিল না। সঙ্গী প্রত্যাশায় সরাইয়ের দুই এক জন লোককে ডাকিল। সকলের অগ্রে যে পান্থদ্বয় মাধোবা গ্রামস্থ পথপার্শ্ববর্ত্তী বটবৃক্ষতল হইতে আসিয়াছিল, তাহা-রাই জাগ্রৎ হইল। মোহন তাহা-দিগকে সমস্ত বিবরণ বলিলে তাহারা স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র সহ মোহনের পশ্চাদ্গামী হইল। সকলে কিছু দূর গিয়া দেখিল একটা বৃহৎ বস্তার ন্যায় কি যেন পড়িয়া

আছে। ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে হইতে দেখিল উহা মনুষ্যাকৃতি। সম্পূর্ণ নিকটে গিয়া বিশেষ মনোযোগ সহকারে অবলোকন করিয়া জানিতে পারিল ভূপতিত বস্তু একটী ক্ষতবিক্ষতাঙ্গী স্ত্রীলোক মৃতবৎ পতিত রহিয়াছে। সমুদায় শরীর রক্ত-প্লাবিত, কেশ-পাশ মুখের চারিদিকে আলুলায়িত ভাবে রহিয়াছে। চক্ষুঃ নিমীলিত, অঙ্গ সকল অবশ। পরিধানে অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র। কেশ সকল শিথিলভাবে বিস্তৃত আছে বটে কিন্তু তাহার ফাঁক দিয়া মুখের যে যে স্থান দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় যে বিধাতা পুরুষ এই কামিনীর মুখমণ্ডলে অতুল রূপলাবণ্য প্রদান করিয়াছেন। এই সুন্দরী যুবতী রক্তপ্লাবিতা ও অস্ত্রক্ষতা হইয়া বিরূপা ও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিমতী হইয়াছে, কিন্তু তথাপি ভালরূপে চাহিয়া দেখিলে তাহার সৌন্দর্য্যের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুন্দরীর বর্ণ অত্যন্ত গৌর এবং তাহাতে রক্তাভা অধিক পরিমাণে মিশ্রিত। নয়নদ্বয় যদিচ মুদ্রিত কিন্তু তাহা যে একান্ত রম্য ও মনোহর, তাহার প্রমাণ এই অবস্থাতেও বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। কামধনুঃসদৃশ ভ্রূযুগল মুখশ্রীর অধিকতর মাধুরী ও মোহন ভাব সম্পাদন করিতেছে। ওষ্ঠদ্বয় পাতলা, কিঞ্চিৎ ওলটান। বাহুদ্বয় সুগোল এবং শরীরের শোভাবর্দ্ধক। শরীর যদিও স্থূলাকার না হউক, কিন্তু অস্থিদৃশ্য নহে। স্ত্রীলোকটীর ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইতে অনবরত রক্ত মোক্ষণ হইতেছে। মোহন ভাবিল কোন আমীরের কন্যা হইবে। দস্যু কর্ত্তৃক এই অবস্থা ঘটিয়াছে। জীবিতা কি মৃতা তাহা নিশ্চয়রূপে জানিবার জন্য মোহন নাসিকার নিকট হাত রাখিল। অনেক ক্ষণ পরে অনুভব করিল একটু একটু শ্বাস বহিতেছে। মোহন জানিতে পারিল জীবন বায়ু এখনও দেহ হইতে একেবারে চলিয়া যায় নাই। হাত ধরিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। দেখিল হাত উষ্ণ আছে ও জীবনের চিহ্ন প্রতীয়মান হয়। যুবতী এমন সময়ে একবার নয়ন অর্দ্ধোন্মীলিত করিল। কিন্তু ক্ষত পীড়ায় অবসন্নতা জন্য আবার মুদ্রিত-নয়না হইল। মোহন অধিক বয়স্ক এবং অপত্য-বিহীন। তাহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হওয়ায় সে অনেক ক্ষণ মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

এইকালে রাত্রি অবসানোন্মুখ হইল। দিবাকরের পালা উপস্থিত দেখিয়া তারাপতি শশধর ক্রমশঃ ধূসরবর্ণ ও জ্যোৎস্নাহীন হইতে হইতে অস্তমিত হইল। পাদপস্থ পক্ষিনিচয় নানারূপ শব্দে উষার আগমন সংবাদ প্রচার করিবার জন্য যেন সকলের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে লাগিল। বিশেষতঃ শ্যামা, দৈয়াল, বুল্‌বুল্‌ প্রভৃতি গায়ক-পক্ষিগণ

আনন্দভরে এমনি সুস্বরে কূজন আরম্ভ করিল যে জগৎ একবারে পুলকিত হইয়া উঠিল। পেচক শৃগাল প্রভৃতি রাত্রিচরগণ রজনী দেবীকে অন্তর্ধান হইতে দেখিয়া দুঃখিত মনে ও ব্যস্ত ভাবে স্ব স্ব আশ্রয়স্থানে গমন করিল। প্রভাত সমীরণসহযোগে লতা পল্লবাদি হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে "নিশা অবসান" এই কথা স্বন্ স্বন্ রবে বসুন্ধরাবাসী জীবদিগের কর্ণকুহরে বলিয়া দিতে লাগিল। দিক্‌চতুষ্টয় তপ্ত কাঞ্চনমণ্ডিত হইল। নিশি-সঞ্চিত নীহারবিন্দুচয় বালার্ককিরণসম্মিলনে দূর্ব্বাদলোপরি মুক্তালহরীর ন্যায় শোভমান হইল। পান্থগণ গন্তব্যস্থানাভিমুখে চলিতে উদ্যোগ করিতে লাগিল। মোহন কিছু কালের জন্য প্রহরীকে মৃত্যুশয্যাশায়িনী কামিনীর নিকট রাখিয়া সরাইয়ে আসিয়া প্রবাসিগণের নিকট আপন প্রাপ্য বুঝিয়া লইতে আরম্ভ করিল। মোহনের সঙ্গীয় পান্থদ্বয় আপন আপন দেয় পরিশোধ পূর্ব্বক অশ্বারোহণ করিল। দেখিতে দেখিতে অতি দূরে গেল, ক্রমে অদৃশ্য হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিজয়পুর দক্ষিণ ভারতবর্ষের একটী বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ রাজ্য। মুসলমান, মহারাষ্ট্রীয়, জাঠ এই রাজ্যের প্রধান বাসেন্দা। কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা, গতপর্ব্বা এবং বিমা প্রভৃতি স্রোতস্বতী এই রাজ্যে প্রবাহিত হইতেছে। রাজধানী বিজয়পুর মহম্মদ আদিল সাহের প্রাসাদভূমি। সাহ মহম্মদ আদিল বিজয়পুরের স্বাধীন ভূপতি। দাক্ষিণাত্যে ভামিনী বংশ উচ্ছেদের পর আবুল মজফর আদিল সাহ বিজয়পুর রাজ্য স্থাপন করেন। বিজয়পুরের রাজারা সীয়া মতাবলম্বী মুসলমান। তাঁহারা আরব দেশীয় ভাষা এবং ধর্ম্ম বিষয়ে ঐ দেশীয়দের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের পদোচিত উপাধি প্রদান কালে এবং রাজকীয় অধিকাংশ কার্য্যে সংস্কৃত ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষার শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বিজয়পুর দুর্গ অতিশয় বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ। নগরপ্রাচীরের মধ্যেই বিজয়পুর দুর্গ স্থাপিত। প্রাচীর এবং দুর্গ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অনায়াসে পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী শিবির সংস্থাপিত করিয়া থাকিতে পারে। নগরমধ্যভাগ প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী ও আঢ্য ব্যক্তির অট্টালিকায় পরিপূর্ণ।

পথসমূহ যদিও পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত নহে তথাপি লোকের গমনাগমন পক্ষে সুবিধাজনক। প্রাচীরের প্রত্যেক পার্শ্বে এক একটী করিয়া বৃহৎ সিংহ-দ্বার, তৎপর ক্রমশঃ অনাবৃত মাঠ, পরিখা, পণ্যশালা ও ব্যবসায়ী এবং ধনী জনের আবাসমন্দিরসকল শ্রেণী মতে সংস্থাপিত। দুর্গের অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদ। তাহা অতিশয় মনোহর। স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট উদ্যান, পুষ্করিণী, বৃহৎ ইন্দারা ও কৃত্রিম প্রস্রবণসকল নগরের রমণীয়তা বৃদ্ধি করিতেছে। নগরের প্রত্যেক বিভাগে এক একটী মস্জিদ আছে। তন্মধ্যে কয়েকটা এরূপ বৃহৎ ও উচ্চ যে পঞ্চক্রোশ দূর হইতেও তাহাদের শিরোভাগ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। দুর্গের ভিতরে বহুসংখ্যক অস্ত্রাগার। লৌহ অস্ত্রসকল মরিচা ধরিয়া অকর্ম্মণ্য না হয় ও বারুদ, সোরা গন্ধক প্রভৃতি কোন প্রকারে নষ্ট হইতে না পারে তজ্জন্য অস্ত্রাগারসমূহে অনবরত শত শত লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। অধীশ্বর মহম্মদ আদলসাহ প্রতি-মাসে দুই বার করিয়া দুর্গরক্ষক সহ অস্ত্রাগার সকল পরিদর্শন করিয়া থাকেন। নগর ও দুর্গে আনুমানিক দশ লক্ষ লোক বাস করে। মস্জিদ সংখ্যা প্রায় ষোড়শ শত। দুর্গের প্রাচীর প্রায় দ্বাদশ হস্ত উচ্চ এবং উহার নীচে চারি দিক্ ব্যাপিয়া প্রায় একশত হস্ত প্রশস্ত একটী গড়খাই। তাহার জলের গভীরতা নির্ণয় করা সুকঠিন। ফলতঃ দুর্গে প্রবেশ করিবার জন্য যে দুইটী পথ প্রস্তুত আছে, তদ্ভিন্ন গড়খাইয়ের জল পার হইয়া দুর্গে প্রবেশ করিবার উপায়ান্তর নাই। দুর্গের প্রাচী-রের উপরে সারি সারি কামান বসান আছে। তদ্দ্বারা বহু দূরস্থ ব্যক্তিব্যূহ-কেও অনায়াসে আক্রমণ করা যায়। ঐ সকল কামান এরূপ ভাবে স্থাপিত যে বহির্দ্দিক্ হইতে অন্য কোন অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে উহাদের উপর চালনা কার্য্যে কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না।

বিজয়পুর অধিপতির অধীনে সাহজি একজন যোগ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী। পূর্ব্বে এ ব্যক্তি আহম্মদ নগরাধীন মালি-কাম্বরের জনৈক কর্ম্মসচিব ছিলেন। তিনি যদিও রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নহেন, তথাপি বুদ্ধি ও পারদর্শিতায় মহম্মদ-আদিলের সকল সচিব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিজয়পুরাধিপতিও ইহাঁকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। মহ-ম্মদ আদিল সাহেব রাজত্বসময়ে জাহা-ঙ্গীরের পুত্র সাজেহান সাহ দিল্লীর অধিপতি। দাক্ষিণাত্যে বহু যুদ্ধের পর, বিশেষতঃ স্বীয় পুত্র চতুষ্টয়ের রাজ্য-লাভাশাজনিত নানারূপ ষড়যন্ত্র হেতু সাজেহান কিছু নিস্তেজ হইয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্যে নানামত গোলযোগ চলিতেছিল। মহম্মদ আদিল নিষ্কণ্টক ও নিরুদ্বেগে আপন রাজ্যের শাসন করিতেছিলেন।

এক দিবস মহম্মদ আদিল সাহ দিবাভাগে আপন অন্তঃপুরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এমত সময়ে একজন খোজা সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইল।

মহম্মদ আদিল তাহাকে দেখিয়া ঈষৎ বিরক্ত ভাবে বলিলেন, মোবারিক আলি, অসময়ে কি মনে করিয়া? মোবারিক জানু নত করিয়া উভয় হস্তে সেলাম করিতে করিতে বলিল, স্বামিন্! আপনার রাজ্যে এক বিষম বিভ্রাট্ উপস্থিত! বিজয়পুর রাজ্যের শেষ সীমায় ঘাট পর্ব্বতের নিকট যে সকল বন প্রদেশ আছে তাহা ও কঙ্কণ বিভাগের সমস্ত উত্তরখণ্ড আপনার মহারাষ্ট্রীয় সচিবপুত্র আত্মসাৎ করিতে উদ্যত। দিন দিন তাঁহার সেনাবল বৃদ্ধি পাইতেছে; না জানি কি বিপদ ঘটিয়া উঠে। এ সমস্ত বিষয় অনেকে আপনাকে অবগত করাইতে সাহসী হন না। কেননা যাহার বিরুদ্ধে বলিবেন তিনি আপনার এক জন সচিবপুত্র। সকলেই আপন আপন স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলে।

মহম্মদ আদিল সাহ বলিলেন, মোবারিক, সাধারণে যে সকল বিষয় সহজে অবগত হইয়া থাকে, আমরা অনেক সময় তাহা জানিতে পারি না। কেননা আমরা সর্ব্বদাই মন্ত্রী-পরিবেষ্টিত থাকি। মন্ত্রীগণের অনভিমতে অন্য কেহই কোন বিষয় আমাদিগকে জানাইতে পারে না।

মোবারিক বলিল, রাজা ও বাদসাহদিগের এই অবস্থা। নগর লুট হয়, রাজ্য অপরের হস্তে ছারখার হইতে থাকে তথাপি মন্ত্রীদিগের অনভিপ্রায়ে তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন না।

মহম্মদ আদিল সাহ বলিলেন, ভাল, প্রধান মন্ত্রীত আমাকে সকল বিষয়ই জানাইয়া থাকেন এবং রাজ্যের হিতসাধনে যাহা করা আবশ্যক তাহা সর্ব্বদা বিনা ক্রটিতে সম্পাদন করিয়া থাকেন। তিনি কেন আমাকে এসকল বিষয় অবগত করাইলেন না? এটী বড় আশ্চর্য্য!!

মোবারিক বলিল হুজুর! এ গোলামের বিবেচনা হইতেছে যে মন্ত্রী তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে অবশ্যই বিশেষ উদ্যোগী আছেন এবং যাহা করা আবশ্যক তাহা করিয়া থাকিবেন। আপনাকে সর্ব্বদা সুখ ও স্বচ্ছন্দে রাখা মন্ত্রীর কর্ত্তব্য। আপনাকে সকল বিষয় বলিলে পাছে আপনি অসুখী হন, এই জন্য বোধ হয় আপনাকে জানান নাই। কিন্তু তিনি ইহাও ভাবিয়া থাকিবেন যে এ উপদ্রবের তাঁহা হইতেই শান্তি হইতে পারিবে। আপনাকে তত্ত্ব দেওয়া অনাবশ্যক জ্ঞানে তিনি তাহা দেন নাই। কিন্তু আমি বাধ্য হইয়া এই বিষয়টি আপনাকে জানাইলাম। আমি না জানাইলে আমার বিশেষ অপকার হয় এই জন্য ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। হুজুরের স্মরণ থাকিতে পারে,

কঙ্কণ প্রদেশের সুবাদার আমার একজন পরমাত্মীয়। প্রথমে আমি তাহাকে হুজুরের চরণে পরিচয় দেওয়াইয়াছিলাম এবং তাহাতেই সে চাক্‌লে কঙ্কণের সুবাদার নিযুক্ত হয়। কঙ্কণ প্রদেশ উৎসন্ন হওয়াতে আপনার সেই দাসের দিনপাতের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। আমি অদ্য উপস্থিত বিপদের বিষয়ে তাঁহার এক পত্র পাইয়াছি। সুহৃদের জীবনোপায়ে বাধা জন্মিয়াছে বলিয়া হুজুরকে এ সকল বিষয় না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভয় হইতেছে পাছে ইহা দ্বারা আপনার মন্ত্রীগণের বিষদৃষ্টিতে পতিত হই। আপনি বাল্যাবধি এ গোলামকে যথেষ্ট অনুগ্রহ ও বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং নানাবিষয়ে প্রশ্রয় দিয়াছেন তজ্জন্যই এই অসময়ে হুজুরের সম্মুখে আসিতে সাহসী হইয়াছি। ভরসা করি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমার আর একটী প্রার্থনা এই যে আমি যাহা বলিলাম তাহা এক্ষণে অন্যের নিকট কিছু প্রকাশ করিবেন না। কালে আবশ্যক মতে প্রকাশ করিতে পারেন। মহম্মদ আদিল বলিলেন আচ্ছা তুমি কোন বিষয় ভয় করিও না; নিশ্চিন্ত থাক। যদি তোমার সুহৃদ সুবাদার ইমান্ হোসনের উপজীবিকার ব্যাঘাত শীঘ্র দূর না হয় তবে তাহার বিষয় আর একবার আমাকে মনে করিয়া দিও। মোবারিক উভয় হস্তে সেলাম করিতে করিতে অপসৃত হইল।

মোবারিক মহম্মদ আদিলের পিতার সময়ের ক্রীত খোজা। স্পাহান দেশীয় একজন বণিক্ মিসর দেশ হইতে মোবারিককে ক্রয় করিয়া আপন ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করে। মোবারিককে সুন্দর ও চতুর দেখিয়া বণিক্ তাহাকে বিদ্যা এবং বাদসাহ ও ওমরাহ প্রভৃতির নিকট যাতায়াত ও কথোপকথন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করে। সওদাগর একবার বহুবিধ পণ্যদ্রব্য সহ বিজয়পুর নগরে উপস্থিত হয়। বিজয়পুরাধিপতি ক্রমনয়ে স্পাহান দেশীয় বণিকের নিকট হইতে বহুমূল্যের ননাবিধ সামগ্রী ক্রয় করেন। তিনি সেই সময়ে মোবারিককে দেখিয়া বড় প্রীত হন ও তাহার আচার ব্যবহার দেখিয়া মনে করেন তাঁহার পুত্রের রাজত্ব কালে এই যুবক প্রধান খোজার পদ প্রাপ্ত হইলে সন্তোষের কারণ হইবে। তিনি মোবারিককে বিক্রয় করিতে অনুরোধ করেন। বণিক্ প্রথমতঃ অস্বীকৃত হয়। পরিশেষে নানা কারণে বাধ্য হইয়া মোবারিককে বিক্রয় করিতে স্বীকার করে। মোবারিক পঞ্চসহস্র মুদ্রায় বিক্রীত হয়। এইকালে তাহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর অপেক্ষা অধিক হয় নাই। তখন মহম্মদ আদিল সাহের দশ কি দ্বাদশ বৎসর মাত্র বয়স। তিনি ও মোবারিক উভয়ে রাজ ভবনে অনেক সময়ে একত্র থাকিতেন ও উভয়ে সময়ে সময়ে প্রিয়

বয়স্যের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের সহিত নানারূপ ক্রীড়া ও আমোদ করিতেন। একত্র বাস জনিত স্নেহ বশতঃ রাজপুত্র দ্বারা মোবারিকের অর্থসাহায্য বিষয়ে বিলক্ষণ সুযোগ হইয়াছিল। মোবারিক চাতুরী পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মহম্মদ আদিলের এমনি প্রিয়পাত্র হইয়াছিল যে নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য হইয়াও সময়ে সময়ে অনেক বিষয়ে আপনাকে প্রধান দেখাইত। পিতার মৃত্যুর পর মহম্মদ আদিল সাহ বিজয়পুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে তিন বৎসর পর প্রধান খোজার মৃত্যু হয়। তখন ঐ পদ মোবারিকের হইল। মোবারিক বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্। মনে করিলেই অন্য উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু নিজে খোজা এবং অন্য অন্য কার্য্যে নানামত ঝুঁকি থাকা সম্ভব বিবেচনায় প্রধান খোজার পদ পাইয়াই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল।

কাণ পাত্‌লা একটী রোগ নির্ব্বিশেষ। ইহার অপর নাম পিশুনবাক্যপ্রিয়তা। এ রোগ রাজা, মন্ত্রী, বিচারক, সাধারণ ভূম্যধিকারী ও অন্য অন্য প্রকার ক্ষমতাশালী অনেক ব্যক্তিরই মনে প্রায় সাধারণ ভাবে হইয়া থাকে। নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের সচরাচর এই রোগ হওয়ার কোন কারণ নাই। কেননা তাহারা এই রোগাক্রান্ত হইলে, তাহার যে সকল উপসর্গ অবশ্যম্ভাবী ফল তাহা তাহাদের মনে স্থান পাইতে পারে না। কিম্বা উক্ত ফল দ্বারা কাহারও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। এ রোগের যে ধর্ম্ম তদ্দ্বারা অন্যের অপকার হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের এ রোগ ঘটিলে তাহাদের দ্বারা কাহারও অণুমাত্র অহিত হইতে পারে না। পরের গুর্হ্যানুশীলনে অধিকার গ্রহণ এ রোগের জাতীয় ধর্ম্ম। রাজা, কি তাঁহার সচিববর্গ, কি অন্য অন্য প্রধান ব্যক্তি যাঁহারা এই রোগাক্রান্ত হইয়া উঠেন, তাঁহাদের নিকট ক্রমে ক্রমে নীচাশয় ব্যক্তিরা এতদূর প্রশ্রয় পাইয়া থাকে যে রাজ্য মধ্যে কালে তাহারা প্রভূত ক্ষমতাশালী বলিয়া পরিচিত হয়। এই নীচাশয়দিগের উৎপাতে অনেক ভদ্র ও নিরীহ ব্যক্তির স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করা দুরূহ হইয়া উঠে। অসত্যতৎপর নিন্দুকেরা আপনার স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মনোবাদ সাধনার্থ অন্যের অমূলক দোষরাশি বর্ণনা দ্বারা পিশুনতাপ্রিয় মহাত্মাগণের কর্ণ সচকিত করিয়া তুলে ও তাহার ভাবীফল এইরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী হইয়াও অনেকে নিষ্পীড়িত হইতে থাকে। উচ্চ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি আপন অপেক্ষা অধমের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে তাহার কি অপকার না হইতে পারে? নির্দ্দোষী নিরীহ ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ অন্যায়

শাস্তি প্রদত্ত হইলে তাহা যে কি ভয়াবহ ও দুঃখ জনক ব্যাপার, নির্দ্দোষ হইয়া ঐরূপে শাস্তি ভোগ না করিলে অনুভব করা যায় না। রাজা প্রভৃতি ভূম্যধিকারীগণ ও রাজকীয় ক্ষমতাশালী পুরুষেরা প্রথমতঃ রাজ্যবাসী প্রজাগণের প্রকৃত তত্ত্ব সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়ার জন্য সমুৎসুক হন। এই ইচ্ছা অতিশয় মঙ্গলকর। ইহা দ্বারা দেশের বহু উপকার সাধিত হইতে পারে। কেন না আপন অধিকারস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহার কি ইচ্ছা, কাহার কি কর্ত্তব্য ও প্রজাগণের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ এবং কে কে তাহাদের উপর দৌরাত্ম্য করে, সাধারণের কি কি বিষয়ে দুঃখ ও অসুবিধা আছে, কাহার কি অভাব তাহা রাজা কি অন্য অন্য ভূম্যধিকারী ও রাজকীয় কার্য্যকারকগণের জ্ঞাত হওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। তাহা হইলেই দেশের সর্ব্বপ্রকার অসুখ, অসুবিধা ও অভাব দূরীকরণে যাঁহাদিগের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা ঐ সকল আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন এবং ইহাতে দেশের প্রকৃত সুখসমৃদ্ধি সাধিত হয়। কিন্তু প্রজা ও অধীনস্থ ব্যক্তিগণের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব পরিজ্ঞানেচ্ছার বিকার ঘটিলেই পিশুনপ্রিয়তা অর্থাৎ কাণ পাত্‌লা রোগ জন্মিয়া থাকে। তখন ক্রমশঃ যথার্থ ও উপযুক্ত বিষয় অবগত হইতে হইতে অনেকের গুহ্য বিষয়ে অনধিকার চর্চা করিতে ইচ্ছা জন্মে, সুযোগ পাইলেই দ্বিজিহ্ব ব্যক্তিরা এই ইচ্ছা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অনবরত পরনিন্দা ও যেরূপ বিষয় জানাইলে বিনা কারণে পর পীড়া হইতে পারে, তাহা কর্ণে প্রবেশ করাইয়া দিয়া আপন স্বার্থ সিদ্ধি করিতে থাকে। মনুষ্য হৃদয় সহসা দুর্ব্বলতাকেই আশ্রয় করে। সুতরাং অনেকেই অধীনস্থ ব্যক্তিগণের নানা বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ হইতে গিয়া উহার গুণসীমা অতিক্রম করতঃ দোষ সীমায় পতিত হন। যিনি পিশুনবাক্যপ্রিয়, তিনি সর্ব্বদাই খলপরিবেষ্টিত থাকেন, ও ধূর্ত্ত দ্বিজিহ্বেরা তাঁহার মুখপাত্র হইয়া উঠে। উহারা সর্ব্বদাই অপরের সহিত কোন মনোবাদ থাকিলে কি ক্রোধের কারণ ঘটিলে অমনিঐ নিরীহ ও নিঃসহায়দিগকে বিনা কারণে আপন আপন আশ্রয় দাতাগণের দ্বারা নিষ্পীড়ন করাইয়া বিলক্ষণ রূপে প্রতিশোধ লইতে থাকে। যাঁহারা খলের চাতুরী জালে পড়িয়া বিনা কারণে প্রকুপ্ত হইয়া নির্দ্দোষী নিরীহের অপকার ঘটান্‌ তাঁহারা চিরকাল অপরের অভিশম্পাত গ্রস্ত হইয়া থাকেন এবং জগতে সাধারণ চক্ষে ঘৃণার্হ হইয়া কালাতিপাত করেন।

তোষামদ প্রিয়তা অপর একটী রোগ। ইহার ধর্ম্ম আরও অদ্ভুত ও অহিতজনক। পিশুনপ্রিয়তা আশু অপরেরই মন্দ ঘটায় কিন্তু তোষামদ প্রিয়তা নিজেরই সম্পূর্ণ হানি জন্মায়। ইহা

কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিতে বাধা দেয় এবং মনুষ্য দেহকে চির জীবনের তরে অন্যের বাক্ চাতুরীর অধীন করিয়া রাখে। এই রোগাক্রান্ত পুরুষ আপনাকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। কেবল আপনি শুদ্ধ, শান্ত, বিজ্ঞ, ধনী, মানী, কুলীন এবং সর্ব্বদোষ শূন্য, এরূপ জ্ঞান হওয়া এই রোগের একটী আশ্চর্য্য ধর্ম্ম! এ পীড়ায় পীড়িত মন কেবল চাটুকারগণের দাস্যবৃত্তি করিয়া থাকে। চাটুকারেরা যে দিকে চালায় সেই দিকেই চলে। তোষামদপ্রিয় ব্যক্তি চাটুকার ব্যাধের বধ্য পশুনির্ব্বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার হৃদয়ে তোষামদই আনন্দের একমাত্র কারণ বলিয়া ব্যুৎপত্তি জন্মে। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরাই এই রোগাক্রান্ত হওয়ার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু ইহা অতিশয় পরিতাপের বিষয় যে অনেক সুবোধ ব্যক্তিও সময়ে সময়ে আপন শরীর মনে এই রোগের আশ্রয় দাতা হইয়া উঠেন। চাটুকারেরা বুদ্ধিমান্ ধূর্ত্ত। উচ্চ শ্রেনীর তোষামোদকারীরা বুদ্ধিমান্। নির্ব্বোধ রাজা, বা রাজকর্ম্মচারী এবং অন্য অন্য প্রকার ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে অনেকেই বিশেষ বিদ্যাবান্ এবং বুদ্ধিশীল হইলেও সময়ে সময়ে চাটুকারিতার একান্ত অধীন হইয়া পড়েন। সুপটু চাটুকারী তাঁহাদের মনোরঞ্জনের পাত্র হইয়া বহুকার্য্য সম্পাদন করায়। এরূপ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমানের কি আখ্যা হওয়া উচিত ভাবিয়া স্থির করা সুকঠিন। সর্ব্ব সাধারণে এইরূপ মহাত্মাগণকে অনেক বিষয়ে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু আবার যখন তাঁহারা চাটুকারের চক্রে পড়িয়া তাহাদিগের প্ররোচনামত আপন বুদ্ধি ও কর্ত্তব্যের বিপরীত কার্য্য করিয়া ফেলেন, তখন তাঁহাদিগকে সকলে নির্ব্বোধ বলিয়া অনুভব করে। এই কারণেই উক্ত মহাত্মাদিগের আখ্যা বুদ্ধিমান্ নির্ব্বোধ রাখা বিবেচনা সিদ্ধ। তোষামোদ প্রিয়তা যথার্থ বাদীর বিপদ্ ঘটায়, নীচাশয়কে প্রশ্রয় প্রদান করে, এবং আরও বহুবিধ অপকারের মূল প্রস্তুত করিয়া থাকে। যে রোগে এত উপসর্গ যাঁহারা ইচ্ছা করিয়া তাহাকে মনে ধারণ করিতে চান তাঁহারা মনুষ্যোচিত কার্য্য করেন কি না তাহা সাধারণের বিবেচ্য। ফলতঃ যতদূর দেখা যায় উহা একটী ঘৃণার্হ প্রবৃত্তি বই আর কিছুই নহে। প্রকৃত জ্ঞানী তোষামোদকে বিষতুল্য জ্ঞান করেন, চাটুকারকে শত্রুসম ভয় করেন, এবং উহাদিগকে কদাচ সাধ্যানুসারে নিকটবর্ত্তী হইতে দেন না। দুঃখের বিষয় এই ইহা অনেক প্রভু বুঝিয়াও বুঝেন না। চাটুবাক্যকে সুমিষ্ট বোধ না করেন জগতে এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল।

মহম্মদ আদিল সাহের যৌবনের প্রারম্ভাবধি উক্ত দুইটী রোগ তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়াছে, এবং সেই জন্যই

তাঁহার রাজত্ব সময়ে মোবারিকের অতিশয় প্রাধান্য জন্মিয়াছে। সে সময়ে সময়ে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর উপরেও আপন প্রভুত্ব দেখাইয়া থাকে। তোষামোদ ও পিশুন বাক্যপ্রিয় মহম্মদ আদিল এই সুচতুর খোজার নিতান্ত বাধ্য ও অনুগত। তিনি সমুদায় বিজয়পুর মধ্যে আধিপত্য করেন বটে, কিন্তু সুকৌশলী মোবারিকের প্রতি তাঁহার আধিপত্য খাটে না। তবে মোবারিক রাজতন্ত্রে বাধ্য হইয়া এবং ইচ্ছা করিয়া আপনাকে মহম্মদ আদিলের অধীন দেখায় এই মাত্র। ফলতঃ সে মনে মনে বিলক্ষণ বুঝে যে বিজয়পুরাধিপতি তাহার হস্তগত। মোবারিক আপন পদের নিয়মে অন্তঃপুরে যাতায়াতে স্বাধীন। বিজয়পুরের অনেক প্রধান কর্ম্মচারী খোজা মোবারিক আলির অনুগ্রহ লাভ জন্য সর্ব্বদা বিশেষ যাত্নিক থাকে। মহম্মদ আদিল সাহের নিকট নির্জ্জন সময় ভাল মন্দ বলা বিষয়ে মোবারিক ভিন্ন অন্যের অধিক সাহস নাই। অনেকের নিকট মোবারিকের মাসিক পুরস্কার নির্দ্ধারিত আছে। মোবারিক বিদায় হইয়া গেলে মহম্মদ আদিলসাহ সুষুপ্ত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অদ্য মহম্মদ আদিলসাহ দেওয়ান্ আমে * বাহির হইবেন। নহবত্‌খানায় সাদিয়ানা বাজিতেছে, কাতারে কাতারে তীরন্দাজ, বল্লমবরদার, আশাবরদার, সোটাবরদার, প্রভৃতি দাড়াইয়া কতক্ষণে মহম্মদ আদিলসাহ বিজয়পুর রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওতঃ উহার উজ্জলতা সম্পাদন করিবেন এই প্রতীক্ষায় অন্দর মহল হইতে বাহির হওয়ার পথে প্রতীক্ষা করিতেছে। আমীর ওমরাওগণ আপন আপন পদোচিত আসনে আসীন থাকিয়া সভার শোভাবৃদ্ধি করিতেছেন। চামর ব্যজক সুবর্ণদণ্ড চামর লইয়া শূন্য সিংহাসনকে ও এক একবার ব্যজন করিতেছে। তাম্বুলপাত্র ও সুরাহীবাহক হীরকখচিত সুবর্ণ তাম্বুল পাত্র ও সুরাহী ধারণ করতঃ শশব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেওয়ান আমের সম্মুখে সেনা-নিচয় বন্দুক, তরবারী, শূলফী প্রভৃতি

* সভাগৃহ। বৈটকখানার ঘর।

অস্ত্রসহ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহাদের পরস্পরের বস্ত্র বা অস্ত্রের অধিক ঐক্য লক্ষিত হয় না। অশ্বারোহীগণ অশ্বপৃষ্ঠে বক্ষোদেশ স্ফীত করিয়া ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছে। কিছু দূরে কতকগুলি মত্ত মাতঙ্গ মস্তক ও কর্ণ দোলাইতেছে। সময়ে সময়ে অতীব কর্কশস্বরে চিৎকার করিয়া মাহুতের নিকট অবাধ্যতা জানাইতেছে। ভিক্ষুক, দরিদ্র প্রার্থনাকারী, ফকির, সন্ন্যাসী এবং মধ্যে মধ্যে দু এক জন ছিন্নবস্ত্রধারী উন্মাদ, সকলেই একচিত্তে বিজয়পুর রাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। চতুর্দ্দিক অতিশয় লোকারণ্যময়। ভাটগণ সভায় উপবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে যে যে কবিতা পাঠ করিলে সময়োচিত কার্য্য হয় হিন্দী ও পারস্যভাষায় নানারূপ সুরে তাহাই পাঠ করিতে লাগিল। সকলে একমনে সুস্বরযুক্ত কবিতা শ্রবণ করিতে লাগিল।

বিজয়পুরাধিপতি মাসের মধ্যে দুদিন কেবল দেওয়ান আমে শুভাগমন করিয়া থাকেন। নতুবা অধিকাংশ দিনই অন্তঃপুরে অতিবাহিত করেন। কোন কোন দিন মৃগয়া কি কোন তৌর্য্যত্রিক ক্রিয়া উপলক্ষ্যে তাঁহাকে সাধারণে দেখিতে পায়। সচরাচর তিনি অদৃশ্য থাকেন বলিয়াই এই দিনে আরও লোকের ভিড় হইয়াছে। বেলা ছয়দণ্ড উত্তীর্ণ হইলে মহম্মদ আদিলসাহ দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রধান প্রধান আমীর ও সচিবগণ সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন এবং সেলাম করিতে করিতে তাঁহাকে আসনের নিকটে আনিলেন। তিনি প্রধান মন্ত্রী ও অন্য অন্য সচিব ও আমীরগণকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অমনি দুর্গের ভিতর হইতে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। বিজয়পুরের তোপের ন্যায় বৃহৎ তোপ ভারতবর্ষের কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। তন্মধ্যে ৩ তিনটী এতবৃহৎ যে একটী লোক সোজাভাবে দাঁড়াই ভিতরে বেড়াইতে পারে। যাহা হউক, এই তিনটী তোপ দাগা কখন কেহ দেখে নাই। বোধ হয় লোকের কৌতুহল পূর্ণ করিবার মানসেই কি শত্রুকে ভয় প্রদর্শন জন্যই উহা রাখা হইয়াছে। ফলতঃ কার্য্যকালে অন্য তোপদ্বারাই কার্য্য চলে। মহম্মদ আদিল সিংহাসনে উপবেশন করিলে নানারূপ কথা চলিতে লাগিল। সকলে আদরের সহিত আবশ্যকীয় বিষয় সকল প্রভুকে জানাইলেন, এবং তাহার যে যে উপযুক্ত উত্তর তাহা প্রদত্ত হইল। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন এ যাত্রায় বোধ হয় বহুদিন যাবৎ সৈন্যদিগের বাসগৃহ সকল পরিদর্শন করা হয় নাই। তাহাদের সকল বিষয়ই তত্ত্বাবধান করা হুজুরের কর্ত্তব্য। তাহাদের কাহার কি অভিলাষ এবং অবস্থা তাহা প্রত্যেক

সেনা নিবাসে গিয়া জাঁহাপানা দৃষ্টি করিলে সৈন্যগণ উৎসাহিত ও বাধিত হইবে। আপনি ইতিপূর্ব্বে বরাবর পুরাতন নিয়মানুসারে প্রতিমাসে দুই বার করিয়া সেনানিবাস সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কিন্তু কি কারণে যেন এবার একমাসযাবৎ উহা হইতেছে না, ভরসা করি চিরাগত-নিয়ম কখনই আপনা হইতে রহিত হইবে না। হুজুরকে এবিষয় আমার বলা বাহুল্য মাত্র। মহম্মদ আদিল বলিলেন, হুঁা আমি প্রায় একমাস যাবৎ সেনানিবাস পরিদর্শন করি নাই। যাহাহউক অদ্য তাহা করিব। আমি পুরাতন চলিত নিয়ম পরিত্যাগ করার বাসনা কখনও করি না। এইবার নানা কারণে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে আর হইবে না। তোমার হিতজনক আবেদনে প্রীত হইলাম। তদনন্তর সাহ মহম্মদ আদিল সভাভঙ্গের পূর্ব্বে একবার প্রত্যেক অমাত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাদর সম্ভাষণে বিদায়সূচক অনুমতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে সাহজিকে না দেখিয়া প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন, যে, সাহজিকে দেখিতেছ না কেন? উজির উত্তর করিলেন তাহা পরে জানিতে পারিবেন। এই কথা বলার পরে সভাভঙ্গ সূচক ইঙ্গিত হইল ও সকলে আপন আপন আলয়ে চলিয়া গেল।

প্রধান মন্ত্রী ও সাহ মহম্মদ আদিল আটজন শরীররক্ষক অশ্বারোহী সহ সেনানিবাসের দিকে চলিলেন। দুর্গ যদিও সেনানিবাসেরই স্থান বটে কিন্তু তথাপি রাজবাটী, সৈনিক রাজাও ওমরাওগণের আবাস মন্দির জন্য উহার মধ্যে আবার পৃথক্ পৃথক্ স্থান আছে। মহম্মদ আদিলসাহ সেনা গৃহের সম্মুখীন হওয়ামাত্র * কেল্লাদার বিলোল খাঁ করদ্বয় দ্বারা আদাব্ জানাইতে জানাইতে সমীপে আসিল এবং চলিত প্রথানুযায়ী মহম্মদ আদিলসাহ তাহার নিকট সেনানিবাস প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। বিলোল খাঁ অনুমতি দিলে মহম্মদ আদিলসাহ সেনানিবাসে প্রবেশ করিলেন।

বিলোল খাঁর জন্মভূমি আফ্গানিস্তান।

---

* পূর্ব্বতন বাদসাহ কি অন্য অন্য ভূপতিদিগের কেল্লাদার অর্থাৎ দুর্গ রক্ষকের ভার বিশেষ বিশ্বাসী ও হিতৈষী লোক না হইলে অন্যে প্রাপ্ত হইতে পারিত না। দুর্গের মধ্যে কেল্লাদারদিগের অসীম ক্ষমতা ছিল, যে প্রভুর অধীনে কেল্লাদার নিযুক্ত থাকে ঐ নৃপতি কেল্লামধ্যে প্রবেশ করিয়া যতক্ষণ থাকিতেন, ততক্ষণ কেল্লাদারের একান্ত অনুগতের ন্যায় চলিতেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক দুর্গবাসী সৈন্যগণ ভিন্ন যিনি স্বয়ং কেল্লাদারের নিয়োগ কর্ত্তা ও প্রভু তিনিও কেল্লাদারের বিনা অনুমতিতে কেল্লায় প্রবেশ করিতে পারিতেন না। কেল্লাদারের মৃত্যু হইলে সচরাচর তাহার প্রধান উত্তরাধিকারী ঐ কার্য্যভার প্রাপ্ত হইত।

এ ব্যক্তি বিজয়পুরাধিপতির অতিশয় বিশ্বস্ত ও অনুগত ভৃত্য। বিজয়পুরাধিপতির সরকারে ইহার ন্যায় বীরপুরুষ অতি বিরল। একদা কাবুলনদতটে তিনজন বৃদ্ধ মৌলবি একত্রে কোন কার্য্যবশতঃ দাঁড়াইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন একটী বস্ত্রাচ্ছাদিত বৃহৎ মৃদ্ভাণ্ড ভাসিয়া আসিতেছে। উহা ক্রমে ক্রমে তাঁহারা যে স্থানে ছিলেন তথায় আসিয়া লাগিল। সকলে কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে ঐ ভাণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইয়া আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন তন্মধ্যে একটী পরমা-সুন্দরী নবপ্রসূতা বালিকা জীবিত অবস্থায় রহিয়াছে। ভাণ্ডের যে আচ্ছাদন বস্ত্র ছিল, তাহা পাত্‌লা ও আল্‌গা থাকায় শ্বাস প্রশ্বাস চলিবার সুবিধা বশতঃ বালিকাটীর জীবনের কোন অপকার হয় নাই। মৌলবিদের মধ্যে একজন সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি ঐ বালিকাটীকে দেখিয়া বলিলেন যে আমার একান্ত ইচ্ছা, উহাকে লালন পালন করি। অপর মৌলবিরা সম্মত হইলে মৃৎভাণ্ডটী ঐ মৌলবি আপন আবাসে লইয়া গেলেন এবং গৃহিণীর হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন এই বালিকাটীকে অতিযত্নে লালন পালন করিবে। মৌলবির গৃহিণী আগ্রহাতিশয় সহকারে গ্রহণ করিয়া তাহাকে তদবধি অতি স্নেহের সহিত পালন করিতে লাগিলেন। মৌলবির পত্নীর অন্য সন্তান নাই। উহাকে আদরে ও সযত্নে পালন করিতে করিতে পরিশেষে তাঁহার মনে এরূপ সংস্কার জন্মিল যে ঐ কন্যা তাঁহারই গর্ভজাত কন্যা। বালিকাটী ও একান্ত হৃদয়ে মৌলবির পত্নীকেই গর্ত্তধারিণী বলিয়া জানিত। বালিকাটী কিঞ্চিৎ বড় হইলে মৌলবি তাহার নাম ফিরোজা রাখিলেন। ফিরাজার বয়োবৃদ্ধি সহকারে রূপ লাবণ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে কাবুল নগরে একটী বিখ্যাত সুন্দরী বলিয়া পরিগণিতা হইল। তাহার রূপলাবণ্যের কথা বহুস্থানে প্রচার হইলে অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তির সন্তান তাহার পাণিগ্রহণ জন্য লোলুপ হইলেন। অবশেষে বেলুচিস্তানের একজন সর্দারের পুত্র তাহাকে বিবাহ করেন। এই কালে ফিরোজা মৌলবির আত্মজা বলিয়া তাঁহার সংস্কার ছিল। কয়েক বৎসর পরে ফিরোজার স্বামী জানিতে পারিলেন যে মৌলবি ফিরোজার প্রকৃত পিতা নহেন। তাহার পিতাকে নিশ্চয় নাই। তখন ফিরোজার প্রতি তাঁহার আন্তরিক অশ্রদ্ধা জন্মিল। সর্দ্দারপুত্র এই কারণে অপর একজনের পাণিগ্রহণ করিলেন। কিন্তু ফিরোজাকে তখন পর্য্যন্তও একবারে পরিত্যাগ করেন নাই। ক্রমে ক্রমে ফিরোজার সপত্নী ফিরাজাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল ও নানামত মর্ম্মবেদনা প্রদান

করিতে আরম্ভ করিল। পতিবিমুখা ফিরোজা যারপর নাই কষ্টে পতিত হইল ও অবশেষে সপত্নীযন্ত্রণা সহ্য করিতে অপারগ হইয়া কাবুল নগরে পালকপিতার গৃহে গমন করিল। ফিরোজা স্বামীর আলয় পরিত্যাগ করিলে তাহার স্বামী পুনরায় তাহাকে আপন বাটীতে আনিতে চাহেন নাই। সে তদবধি মৌলবির গৃহে থাকে। যে সময়ে ফিরোজা স্বামীর বাটী হইতে পালক পিতার আলয়ে যায় তখন সে অন্তঃসত্বা ছিল। মৌলবির গৃহেই তাহার এক পুত্র সন্তান জন্মে। সেই পুত্র এই বিলোলখাঁ। বিলোল। যুবাবয়সে কাবুলাধিপতির জনৈক সেনারূপে নিযুক্ত হয়। তদনন্তর সে বিজয় পুরে আইসে এবং মহম্মদ আদিলের অধীনে পুনরায় সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সে আপন দক্ষতা ও বীরত্ব দেখাইয়া ক্রমে একজন প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারী হইয়া উঠে। গোলকুণ্ডার অধিপতির সহিত বিজয়পুর রাজ্যের এক বিবাদ ঘটনা হওয়ায়, যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে বিলোল অতিশয় সমরপটুতা ও বুদ্ধি প্রাখর্য্য প্রদর্শন করে। তাহাতে বিজয় পুরাধিপতি তাহার প্রতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হন। কিয়দ্দিবস পরে বিজয় পুরের কেল্লাদারের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয়। তখন বিলোল খাঁর পরিশ্রম ও শূরত্বের পারিতোষিক স্বরূপ দুর্গরক্ষকের পদ তাহাকেই প্রদত্ত হয়। বিলোল খাঁ বহু দিবস যাবৎ সপরিবারে বিজয় পুরে বাস করাতে অনেকেই তাহাকে কাবুলবাসী বলিয়া জানিত না। সে বৃদ্ধবয়সে দুর্গ-রক্ষণ ভার প্রাপ্ত হয় এবং তদবধি স্বামীর প্রতি বিলক্ষণ অনুরক্ত ও বিশ্বস্তভাবে আপন পদোচিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে।

সাহমহম্মদআদিল বিলোলখাঁর সহিত প্রথম যে সেনাগৃহে প্রবেশ করিলেন, তাহা প্রস্তর বিনির্ম্মিত এবং দীর্ঘে প্রায় চারিশত হস্ত। প্রশস্তে ত্রিশহস্ত। উহাতে বিস্তর বড় বড় দুয়ার ও খিড়্‌কী আছে। ভিতরে এক পার্শ্বে সেনাগণের বিছানা, অপর দিকে কেবল বারুদ, গোলা, বন্দুক, তরবার, বল্লম, শূল, ধনুক, জাঠা, খড়্গ, প্রভৃতি যুদ্ধসামগ্রী সকল সজ্জিত রহিয়াছে। মহম্মদআদিল অপর গৃহে যাইতে উদ্যোগী হইয়া বিলোলের সম্মতির জন্য তাহার মুখ পানে তাকাইলে অমনি বিলোল অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অপর এক সেনানিবাসে লইয়া চলিল। সাহ মহম্মদ আদিল ঐ সেনানিবাসে প্রবেশ করিয়া দেখেন সাহজি এক দিকে অধোমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। দুই পার্শ্বে দুইজন বলিষ্ঠ সিপাহী সশস্ত্রে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কয়েদ অবস্থায় রাখিয়াছে। বিজয় পুরপতি দেখিবামাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, সাহজি এ অবস্থায় কেন? সাহজির মুখে বাক্য নাই। বোধ হয় আবদ্ধ অবস্থা হেতু প্রহরীদের

ভয়ে কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। কেল্লাদার উত্তর করিল ইনি রাজ বিদ্রোহী বলিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রধান মন্ত্রীর হুকুমে আবদ্ধ হইয়াছেন। মহম্মদ আদিলসাহ বলিলেন সাহজির ন্যায় কর্ম্মচারীকে আবদ্ধ করিতে আমার অনুমতি লওয়া আবশ্যক। কেল্লাদার বলিল রাজ্য মধ্যে যে কেহ রাজদ্রোহী হউক সরকারের বিনা হুকুমে তাহাকে ধৃত ও আবদ্ধ করার জন্য প্রধান মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষের ক্ষমতা আছে। জাহাপনা একবার আপনার পিতৃব্যের রাজত্বকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যাপহরণ জন্য বিদ্রোহিতাচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখন সরকারের দপ্তর হইতে এই হুকুম জারি হইয়াছিল যে, রাজার পুত্র কি ভ্রাতা কি প্রধান সচিববর্গের যে কেহ হউক না কেন, রাজদ্রোহী হইলেই সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রধানমন্ত্রী তাহাকে হুজুরের বিনা আদেশে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করিতে পারিবেন। সেই অবধি এই আজ্ঞা প্রচলিত আছে। মহম্মদ আদিল সাহ শুনিয়া ধৃতকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপরে অন্য সেনানিবাসে চলিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল সেনানিবাস দেখিয়াও সৈনিক প্রধানগণের সহিত শিষ্টালাপ করতঃ আপন প্রাসাদাভিমুখে গমন করিলে পথি মধ্যে প্রধান মন্ত্রী আসিয়া যোগ দিলেন।

মন্ত্রী বলিলেন জাহাপনা সাহজির বিষয় আপনাকে অবগত না করায় বোধ হয় আমাদের উপর কিছু বিরক্ত হইয়াছেন। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, সহজে শান্তি স্থাপিত হয়। সাহজিদ্বারা রাজ্যে উৎপাত হওয়া কখন সম্ভবপর নহে। কেবল তাঁহার অবাধ্য পুত্র শিবজি কয়েক খানা গ্রাম লুণ্ঠন করিয়াছেও কতকগুলি দস্যুর সহিত যোগ দিয়া আপনার রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশের কয়েকখানি জঙ্গলময় ও পার্ব্বত্য গ্রাম আত্মসাৎ করিয়াছে। শিবজিকে নিস্তেজ ও বাধ্য করার মানসেই কেবল সাহজিকে আটক করিয়াছি। এখনও শিবজির সহায় বলবৎ হয় নাই। সে এই সংবাদে বাধ্য হইতে পারে। সে যেরূপ গোঁড়া তাহাতে মুসলমানের হস্তে তাহার পিতার এই দুরবস্থা কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহার এত সৈন্য কি অর্থ নাই যে বল দ্বারা পিতাকে উদ্ধার করিবে। সুতরাং বল প্রকাশ করিতে না পারিলেই নম্র হইবে। বাধ্যতা স্বীকার করিলে তাহার থর্ব্বতার অন্য ২ উপায় করা যাইতে পারে। সাহজি অনুমান সপ্তাহ কাল আবদ্ধ থাকিলেই সহজে দেশে শান্তিস্থাপন হইবে। এই বিষয় অগ্রে জাহাপনাকে জানাইলে হয়ত কোন গুরুতর আজ্ঞা করিতেন ও সহজে যে কার্য্য হয়, বোধ হয় তাহা সিদ্ধ হইতে অধিক

আড়ম্বর হইত। কার্য্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত। হুজুর নিশ্চয় জানিবেন, আমি বাঁচিয়া থাকিতে এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে স্বয়ং হুজুরকে কখন কোন চেষ্টা করিতে হইবে না। আপনি সুখ ও স্বচ্ছন্দে থাকুন, অধীন রাজ্যবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য প্রাণপণে তাহা করিবে। তবে কোন বৃহৎ কি অসাধ্য ব্যাপার ঘটিলে অবশ্যই হুজুরের পরামর্শ-সাহায্য লইব। সম্ভবতঃ সাহজি বর্ত্তমান ঘটনায় এক বারে নির্দ্দোষী। তাঁহার পুত্রের দোষ সম্বন্ধে আপনাকে অগ্রে এই জন্যই জানাই নাই যে, পাছে আপনি সাহজিকে রাজ্য হইতে একবারে উচ্ছিন্ন করেন। আমার ইচ্ছা যে শিবজিও বাধ্য হয় অথচ সাহজিও এ সরকারে আপন জীবিকাহীন না হন! বহুদিন যাবৎ সাহজি কার্য্য করিয়া ক্রমে পদোন্নতি পাইয়াছেন, ও রাজ্যের নানারূপ গূঢ়বিষয় সকল অবগত হইয়াছেন। হঠাৎ তাঁহাকে হাতছাড়া করিলে কোন রূপ বিপদ ঘটিতে পারে। এখন সাহজি একজন যৎসামান্য লোক নহেন। তিনি সংপ্রতি বহুবিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছেন, সহসা তাঁহাকে এ সরকার হইতে উচ্ছিন্ন করা উচিত নহে। হয়ত সাহজি নির্দ্দোষী হইয়াও চিরকালের জন্য এই রাজ্য হইতে অপসৃত হইয়া যাইতে পারেন। এই কারণ বশতঃ আমার ইচ্ছা যে সহজে সকল নিষ্পত্তি হইয়া যাউক। সাহজি ধনে জনে এক-জন পদস্থ ব্যক্তি। তিনি যদি এই মন্দ অবস্থায় পতিত হইয়া সরকারের অন্নে নিরাশ হন, তবে পার্শ্বস্থ কোন ভূপতির আশ্রয় লইয়া নানারূপ উৎপাত ঘটাইতে পারেন। রাজ্যের বহিঃসীমার রাজারা আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতার চিরবৈরী। তাঁহারা সুযোগ পাইলেই এই বিশালরাজ্য ও মণিমাণিক্যের আগার আয়ত্ত করিতে কখনও ত্রুটি করিবেন না। এই সকল ভাবিয়া আপনাকে আর সাহজির বিরুদ্ধে কোন বিষয় জানাই নাই। আজি চারি দিবস হইল সাহজি আবদ্ধ আছেন। শুনিতে পাই এই কয় দিবসের মধ্যে রাজ্যের কোন স্থানে কোনরূপ দৌরাত্ম্য হয় নাই। শিবজি পলায়ন করিয়াছে কিন্তু তাহাকে বিলক্ষণরূপে নিরস্ত না করিলে ক্ষান্ত হইব না। তাহার অনুসন্ধান পাইলেই হয়।

মহম্মদ্ আদিল সাহ বলিলেন। মন্ত্রীবর! তোমার সহিত একমত হইলাম। আমিও সাহজিকে তাহার পুত্রের দোষে একেবারে নষ্ট করিতে চাহি না। তাঁহার দমন হউক এই মাত্র আমার ইচ্ছা।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে রাজপ্রাসাদসমীপে উপস্থিত হইলে মহম্মদ আদিল অন্তঃপুর ও মন্ত্রী আপন বাটী অভিমুখে চলিলেন।

মন্ত্রী আপন ভবনে পঁহুছিবার কিছু

পূর্ব্বে পথিমধ্যে প্রধান সেনাপতিকে দেখিতে পাইলেন। প্রধান সেনাপতি মন্ত্রীকে বলিলেন আমরা যে সাহজিকে আবদ্ধ করিয়াছি এবিষয়ে আমাদের সুলতান্ বাহাদুর অসন্তুষ্ট হন নাই ?

মন্ত্রী বলিলেন। অসন্তোষের ত কোন কারণ নাই, তবে আমরা তাঁহাকে না জানাইয়া ঐ কার্য্য করাতে তাঁহার অসন্তোষ হওয়ার এক কারণ বটে কিন্তু সে বিষয় আমি তাঁহাকে নানারূপ বুঝাইয়া একবারে মিটাইয়া দিয়াছি, তাঁহাকে সকল বিষয় বলিলে তিনি অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইয়া থাকেন। আমরা চাতুরী করিয়া সাহজিকে না ধরিলে তিনি কি সহজে ধরা দিতেন ? আমাদের সুলতান্ শুনিলে হয়ত আড়ম্বর করিয়া সাহজির বিরুদ্ধে আজ্ঞা প্রচার করিতে করিতে তিনি এ নগর হইতে চলিয়া যাইতেন, কি অন্য কোনরূপ গোলযোগ বাধাইতেন, রাজাকে না জানাইয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছি।

প্রধান সেনাপতি বলিলেন যখন সাহজিকে আমার সেনারা ঘেরিয়া আবদ্ধ করে তখন তাঁহার শরীর ক্রোধে ও অপমানে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি রাগে থর থর কাঁপিতেছিলেন, কিন্তু কি করেন হঠাৎ আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন বলিয়া মনের ক্রোধ মনেই সংবরণ করিলেন। আহা! কৌশলে কার্য্য করা কেমন সুখ ? সাহজির মুখে আর বাক্য নিঃসরণও হইল না, কেবল আমার দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, আপনার সহিত সেনাদিগের কৃত্রিমযুদ্ধ কৌতুক দেখাইবাব জন্য ভদ্রভাবে আমাকে আহ্বান করিয়া আবদ্ধ করা বীরত্বের কার্য্য হইল না। আমি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম, "আপনার সহিত আমার কোনরূপে অবর্গ ঘটে ইহা কখনও ইচ্ছা করি না; কিন্তু কি করা আমাদের প্রভুর প্রতি আপনি যে রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন ইহাতে আমরা আপন কর্ত্তব্য কার্য্য না করিয়া কিরূপে ক্ষান্ত থাকিতে পারি ?" সাহজি তাহাতে বলিলেন; আমাকে আবদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগের সুলতানের আদেশ হইয়াছে কি না জানিতে ইচ্ছা করি। আমি বলিলাম এইরূপ কার্য্যে আমার ক্ষমতা আছে। বিজয় পুরাধিপতির আজ্ঞার কোন আবশ্যকতা নাই। সাহজি আর কিছু বলিলেন না। ভাল, শুনিতে পাই শিবজি অদুদ্দেশ হইয়াছে। সে কোথায় গেল অনুসন্ধান পাইয়াছেন ?

মন্ত্রী। তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। বোধ হয় সে কোন বনের ভিতর লুকায়িত ভাবে আছে। উহার সাহস ধন্য ? সে যে এত অল্প বয়সেই এরূপ সাহসী ও চতুর হইয়া উঠিল এ বড় আশ্চর্য্য! উহাকে যদি এই সময় দমন করা না যায় ও যদি এই ভাবে কিছু দিন স্বাধীন অবস্থায় থাকিতে পারে, তবে না জানি কাল্‌ল কি ঘটাইয়া

ফেলে। সে অনেকগুলি দস্যুর সহিত মিশিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের প্রভু হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে যে, দস্যু-দলপতি হইয়াছে তাহা এ রাজ্যের অনেকেই অজ্ঞাত আছে। লোকের নিকট এমনি প্রকাশ যে দস্যুদিগের সহিত শিবজির কোন সংস্রব নাই। সকলে শিবজিকে একজন ভক্ত হিন্দু ও ধার্ম্মিক বীরপুরুষ বলিয়া বিবেচনা করে। লোকের এরূপ সংস্কার জন্মান সাধারণ বুদ্ধির কার্য্য নহে। শিবজির এই চাতুর্য্য বিলক্ষণ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক এইক্ষণ সে কোথায় গেল, তাহার নিরাকরণ সত্বরেই করা আবশ্যক।

প্রধান সেনাপতি। আমি এবিষয়ে অনেক চেষ্টা করিতেছি কিন্তু এখনও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কেহ কেহ বলে শিবজি দিল্লী গমন করিয়াছে। কিন্তু এই তত্ত্ব নিশ্চয়রূপে কেহই বলিতে পারে না। ভাল, দেখা যাউক সে ধরা পড়ে কি না।

মন্ত্রী। আমিও এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত নহি। আমি সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়াছি শিবজিকে ধরিতে পারিলে ধৃত-কারীকে বিলক্ষণরূপে পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। ইহাতে অনেকেই তাহার অনুসন্ধানে ফিরিতেছে। যখন যাহা হয় আপনাকে জানাইব।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর মন্ত্রী প্রধান সেনাপতির নিকট পথিমধ্যে বিদায় লইয়া আপন বাটী এবং প্রধান সেনা-পতিও গন্তব্য স্থানে গমন করি-লেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বর্ত্তমান দিল্লীনগরীকে নূতন দিল্লী বা সাজাহানবাদ বলা যায়। সাজাহান বাদসাহ সচরাচর এই নগরীতেই বাস করেন। ইহা যমুনা নদীর পশ্চিমতীরে স্থিত। পূর্ব্বে এই নগরী যমুনার পূর্ব্ব-তীরে ছিল। সাহাজান বাদসাহ আপন রাজত্বকালে ইহাকে যমুনার পশ্চিম তীরে আনয়ন করেন। প্রায় চারি ক্রোশ পরিমাণ ভূমি ব্যাপিয়া এই নগরী স্থাপিত। ইহার তিন পার্শ্বে প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত বৃহৎ প্রাচীর বেষ্টিত। অপর পার্শ্বে যমুনা স্রোতস্বতী সংলগ্ন। নগরী মধ্যে প্রবেশ জন্য অতিশয় বৃহৎ ও সুদৃশ্য সাতটী তোরণ দ্বার আছে। এই সাতটীর নাম—লাহোর দ্বার, আজমীর দ্বার, * তুর্কমান

* আজমীর দ্বারের নিকট আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার জন্য নিজাম উল্মু-লের ভ্রাতুষ্পুত্র গাজিউদ্দীন এক বৃহৎ মাদ্রাসা স্থাপিত করিয়াছিলেন।

দ্বার, দিল্লী দ্বার, মোহর দ্বার, কাবুল দ্বাব, এবং কাশ্মীর দ্বার। এই নগরে সম্রাটের প্রাসাদ ব্যতীত আরও বহুতর উৎকৃষ্ট গৃহ আছে। তন্মধ্যে গাজিউদ্দীন খাঁ, কুমারুদ্দীন খাঁ এবং সাফদর জঙ্গের প্রাসাদমন্দিরই সমধিক প্রসিদ্ধ। ঐ সকল প্রাসাদ নানা বর্ণযুক্ত বহুমূল্য প্রস্তর বিনির্ম্মিত এবং প্রত্যেক গৃহ প্রাচীর কারুকার্য্য পরিশোভিত। নগরীস্থ বৃহৎ বৃহৎ মন্দির সমূহের নিকট এক একটী পুষ্পোদ্যান আছে। তদ্ভিন্ন নগরের বহির্ভাগে ওমরাও এবং আঢ্য ব্যক্তিগণের অনেক মনোহর উদ্যান আছে। নগর মধ্যে কুসীদা বেগম, সাদৎ খাঁ ও দারাসেকোর উদ্যানই প্রধান। শালীমার নামক নগর বিভাগে অনেক গুলি উদ্যান আছে। উহার প্রত্যেকটীই প্রাচীর বেষ্টিত এবং নানাবিধ সুমিষ্ট ফলপ্রসূ-তরু-লতা দ্বারা পরিপূরিত। ঐ সকল উদ্যান প্রস্তুত করিতে সাজাহান সাহ প্রায় দশলক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। দিল্লীর অধিকাংশ উদ্যানেই এক একটী রঙ্গমন্দির, কেলী-গৃহ ইন্দারা ও কতকগুলি ফোঁয়ারা আছে। নর্গীস্, চামেলী, যাঁহী, জুহী, বেল, নাফর্ম্মা, গোলাব প্রভৃতি পুষ্প এবং আঙ্গুর, সেব, কালসা, সবজানু, আলুব খারা, প্রভৃতি মধুররসযুক্ত ফল প্রায় সকল উদ্যানেই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নানারূপ লতা ও বৃক্ষ এরূপ পারিপাট্য ও সর্কতার সহিত সারি সারি রোপিত যে, উদ্যান সমূহকে নিতান্তই মনোহর ও শোভমান করিয়া রাখিয়াছে। বোধ হয় যেন প্রত্যেক উদ্যানেই বসন্ত চির-বিরাজিত। কুসিদাবেগম প্রভৃতির যে সকল প্রসিদ্ধ উদ্যান আছে তাহার বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকলে কোকিল, পাপিয়া, হীরামন, লালমন, কাকাতুয়া, ভৃঙ্গরাজ, দৈয়াল, বুল্‌বুল্, ময়না, শ্যামা প্রভৃতি বিহঙ্গমনিচয় স্বর্ণপিঞ্জর মধ্যে সাতিশয় যত্ন সহকারে রক্ষিত থাকে। উদ্যানস্থ চৌবাচ্চা সকলের চারিদিক্ উৎকৃষ্ট ধবল ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর খচিত। নাগরিক আঢ্যদিগের বাস ভূমিতে স্নানাগার, পুষ্পোদ্যান, পশ্বালয়, বিহঙ্গমবাটীকা এবং কেলি গৃহের অভাব নাই। দিল্লীতে অনেক বৃহৎ বৃহৎ মস্‌জিদ্ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ। এই মস্‌জিদ সাজেহান সাহের রাজত্বের দশম বৎসরে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার প্রাঙ্গণ প্রদেশ বহুদূরব্যাপী ও সংমর্ম্মর—বিনির্ম্মিত। সচরাচর অনেকে মস্‌জিদের অভ্যান্তরে প্রবেশ না করিয়া ঐ সুরম্য প্রাঙ্গণেই উপাসনা ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। সম্রাটের প্রাসাদ-সান্নিধ্যে রোসনদ্দৌলার মস্‌জিদ্ *।

* ১৭৩৯ খ্রীঃঅব্দে নাদিরসাহ এই মস্‌জিদের উপর বসিয়া দিল্লীবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতাগণের নিষ্ঠুর ও ভয়ানক হত্যাকাণ্ড দেখিয়াছিলেন।

ইহাও বিলক্ষণ মনোহর ও বৃহৎ। রাজপথ সকল অধিকাংশই সঙ্কীর্ণ ও অপরিষ্কৃত। কেবল দিল্লীতোরণ হইতে রাজপ্রাসাদ প্রবেশের এবং রাজ প্রাসাদ হইতে লাহোর তোরণ পর্য্যন্ত গমনের যে পথ ঐ দুই পথ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত। নগর ছত্রিশটী অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশ এক একজন বিখ্যাত ওমরাওএর নামে উক্ত হয়। বাজার সকলে নানা প্রকার মেওয়া, বিবিধ মণি ও জড়াও বসন অধিক পরিমাণে বিক্রীত হয়। কিন্তু এমন পণ্যদ্রব্য নাই যাহা ইচ্ছা করিলে নগরস্থ বাজারে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নগরে ন্যূনাধিক শত বাজার আছে। তন্মধ্যে চাঁদনী চক ও মোগলপাড়ার বাজার সর্ব্বপ্রধান। নবাব আলিমর্দ্দান খাঁ যমুনা হইতে নগরাভ্যন্তর পর্য্যন্ত একটী পয়ঃপ্রণালী খনন করাইয়া ছিলেন। এই প্রণালী দ্বারা নগরস্থ বহু লোকের জলকষ্ট নিবারিত হইয়াছে। ইহা খনন করাইয়া আলীমর্দ্দান খাঁ আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। সাজাহানের প্রাসাদ মন্দির সকল সুবর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তর খচিত। ঐ প্রাসাদের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় তাহাই সাতিশয় মনোহর ও আশ্চর্য্য বলিয়া অনুভূত হয়। প্রাসাদে অনুমান দুইশত অট্টালিকা ও পঞ্চবিংশতি প্রকোষ্ঠ।

পাঁচটী উৎকৃষ্ট তোরণ রাজ প্রাসাদ সংলগ্ন রহিয়াছে। প্রত্যেক তোরণের উপরিভাগে নহবৎখানা ও ঘড়ীখানা এবং নিম্নভাগে নানা প্রকার প্রহরীদল শস্ত্রপাণি হইয়া নিযুক্ত থাকে। পুষ্পোদ্যান, ফোয়ারা, ইঁদারা, চৌবাচ্চা প্রভৃতি যথাস্থানে বিদ্যমান থাকিয়া প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। প্রাঙ্গন প্রদেশ সমস্ত উৎকৃষ্ট সংমর্ম্মর প্রস্তরময়। অট্টালিকা সমূহের দ্বার চন্দনকাষ্ঠ বিনির্ম্মিত। কোন কোন অট্টালিকার দ্বার ও বাতায়ন দর্পণময়; তাহার প্রান্ত দেশ সকল সুবর্ণ, হীরক, পান্না, চুনি, প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তর খচিত। অট্টালিকার প্রাচীর সকলের মধ্যদেশ নানা বর্ণের ঝাড় ও লতা-চিত্রিত। কোন কোন অট্টালিকার মধ্যভাগ স্বর্ণ ও রৌপ্য তবক দ্বারা এরূপভাবে মোড়ান হইয়াছে যে, বোধ হয় উহা স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনির্ম্মিত। যদি কোন ব্যক্তি এই কালের পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রধান প্রধান রাজপ্রাসাদ দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি দিল্লীর রাজপ্রাদকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।"

যে পথিকদ্বয় বটবৃক্ষতল হইয়া মোহনলালের সরাইতে প্রবাসী হইয়াছিল তাহারা আজি এই নগরীতে উপস্থিত, সায়ং সমীরণ সেবন জন্য যমুনার তীরে বেড়াইতেছে। আষাঢ় মাস। যমুনা বেগে প্রবাহিত হইয়া পার্শ্বস্থ নগরীর রূপরাশি বিস্তার করিতেছে। লালডিঙ্গী বজরা, ময়ূরপাঙ্খী প্রভৃতি শত শত নৌযান যমুনার নীলবর্ণ তরঙ্গোপরি ভাস

মান হইয়া উহার অঙ্গাভরণের কার্য্য করিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একখানি ডিঙ্গী ধীবরগণকে বক্ষে লইয়া যমুনার হিল্লোলিত বারিসহযোগে তর তর করিয়া এদিকে ওদিকে যাইতেছে সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়াছেন। যমুনার স্ফীত ক্রোড়দেশ মনোরমরূপ ধারণ পূর্ব্বক তটস্থব্যক্তি বৃাহের শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে। হিল্লোলিত তরঙ্গ নদীবক্ষে মৃদু সমীরণ সহযোগে কেলি করিতে করিতে যেন অপরিণামদর্শী মানবকে বলিয়া দিতেছে—"তুমিও আশা প্রলোভনতাড়িত, বিষয়-বায়ু দ্বারা চালিত হইতেছ বটে কিন্তু মনে রাখিও আমার ন্যায় অনন্ত সংসার সাগরে ক্ষণেকেই লয় পাইতে হইবে। কেবল মুহূর্ত্তকালের জন্য উন্নতশিরাঃ হইতে চেষ্টা করিয়া মুহূর্ত্তকে বহুযুগ পরিমাণ জ্ঞান করিতেছ।" আমাদের চক্ষুঃ আছে, আমরা তথাপি অন্ধ। যমুনার তরঙ্গ সামান্য জড়পদার্থের ক্রীড়া বই নয়। উহার প্রদত্ত উপদেশ কি আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে?

দেখিতে দেখিতে একখানি সুদৃশ্য বৃহৎ বজরা ভাঁটী মুখে হেলিতে দুলিতে ঘাটে আসিয়া লাগিল। দুই চারিটী পুরুষ উহার ছাদে উঠিয়া দাঁড়াইল। বজরার ভিতর হইতে সময়ে সময়ে বামাকণ্ঠ স্বর নির্গত হইতেছে। খিড়্কী দিয়া বজরার মধ্যভাগ অল্প অল্প দেখা যায়। তন্মধ্যে দেখা গেল একটী রমণী খিড়্কীর দ্বার সন্নিহিত হইয়া নয়ন দুইটী তটের দিকে স্থিরভাবে রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা অতিবাহিত হইল। উজ্জ্বল প্রদীপরশ্মি বজরার মধ্যদেশ আলো করিয়া তুলিল। তীরে অনেক রসিক-যুবক পদচালন করিতেছে। বজরার নিকট ক্রমে ক্রমে দুই একটী করিয়া লোক জুটিতে আরম্ভ করিল। অনেকেই ঘাড় ফিরাইয়া সুকৌশলে বজরার ভিতর দিক্ দেখিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল। যাহার ভাগ্যে সুযোগ ঘটিল, খিড়্কীর দ্বার যোগে কি অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারের ফাঁক দিয়া এই মাত্র দেখিতে পাইল যে ভিতরে একটী পরম সুন্দরী সুলোচনা নবীনা নারী আছে। যে রূপরাশি দৃষ্ট হইল তাহাতে অনেকেই মোহিত হইয়া গেল। রাত্রি দণ্ড চারি অতীত হইল কিন্তু বজরার নিকট পুরুষদের ভিড় কমিল না। কেহ কেহ আমোদভরে সুস্বরে গুন্ গুন্ করিয়া গলদেশের অভ্যন্তরে সুর ফিরাইতে লাগিল। দেশীয় সভ্যতা ও রসিকতা প্রকাশ করিতে কোন পুরুষই সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিল না।

যমুনাতটে লোকারণ্য। তখন সুন্দরীটী কিছু ব্যতিব্যস্ত ও বিরক্তভাবে বজরার ভিতরে একদিকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নৌকার আরোহীদিগের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ পুরুষ

কর্কশ-স্বরে বলিয়া উঠিল "এত নির্লজ্জ মানুষ আর কোন সহরে নাই। নৌকার নিকট কি বাজার লাগিয়াছে? এত ভিড় কেন?"

তীরস্থ একজন নির্লজ্জ রসিক বলিল "বাজার লাগে নাই বাজারের সওদা ঘাটে পৌঁছিয়াছে, দোকানদারেরা অনুগ্রহ করিয়া বোঝাই নৌকার ভিতর হইতে মাল বাহির করিলে আরও খরিদদার ও তামসগীর যুটিবে এবং পুরা বাজার লাগিবে। সওদার মুল্য ঠিক হইতে থাকিবে।" আর এক জন ষণ্ডা পুরুষ হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল 'যে খানেই ফুল সেই খানেই ভ্রমর যে খানে মধু সেই খানেই মাছি" এতে এত রাগ কেন? বজবার বলিষ্ঠ পুরুষ নিঃশব্দ হইল।

কিঞ্চিৎপরে দুই জন যুবা বজরার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে একজন বজরায় চড়িল এবং খানিক পরে বজরা হইতে তীরে উঠিল। বজরার মাল্লারা যমুনার পূর্ব্ব পারে পাড়ী দিল। যে দুইটী পুরুষ তীরে আসিলে বজরা অপর পারে চলিয়া গেল। তাহারা সুন্দরাকৃতি কিন্তু চপল স্বভাব। ইহার এক জন সাজেহান বাদসাহের পুত্র মোরাদের প্রিয়বয়স্য। নাম আমীন খাঁ। অপর একজন ঐ আমীন খাঁর বান্ধব ও সহচর। উহারা উভয়ে যমুনার তট-দেশ হইতে নগর-মধ্যে গমন করিতে করিতে চাঁদনী চকের পূর্ব্ব দিকে একটী বৃহৎ সুন্দর বাটীতে প্রবেশ করিল। ঐ বাটীর সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র তোরণ আছে। ভিতরে দুই প্রকোষ্ঠ। শেষ প্রকোষ্ঠের একটী গৃহ অতিশয় পারি-পাট্য সহকারে সজ্জিত। মন্দিরমধ্যে বহুল ঝাড়, দেওয়ার গীর, ফানস্ প্রভৃতিতে কর্পূরবর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। প্রতিদ্বারে চিক ও ঐ সকল চিকের স্থানে স্থানে নানারূপ কারুকার্য্য আছে। ফুলদান ও ফুলের চাঙ্গারী ফুলসহ সুসজ্জিত হইয়া সমুদায় প্রকোষ্ঠ সেই পুষ্পপরিমলে আমোদিত করিতেছে। মধ্যস্থলে একটী জড়াও মছনদ বিস্তৃত। গাতকেয়া চাক্‌বালাশ কোলবালীশ, কাণবালীশ সকল শ্রেণীমত সজ্জিত আছে। মধ্যস্থানে তকেয়া ঠেস দিয়া একজন যুবাপুরুষ বিদরীর নল মুখে করিয়া বসিয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে বিদরীর অভ্যন্তর হইতে ঘড় ঘড় শব্দ নিঃসরণ হইতেছে। তাম্রকূটধূম এমনই সুগন্ধযুক্ত যে মছনদে উপবেশন-কারীর মুখ হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্গত হইবামাত্রই সমুদায় অট্টালিকা উৎকৃষ্ট সৌরভে পরিপূরিত হয়। যুবা পুরুষদ্বয় যমুনার তীর হইতে একেবারেই ঐ অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিল। তোরণ দ্বারে চারিজন প্রকাণ্ড কায় দ্বারবান্ ছিল। তাহারা ইহাদের কোন-রূপ প্রতিবন্ধক জন্মাইল না। যুবকদ্বয় মছনদের নিকট উপস্থিত হইয়া আদরের

সহিত নতজানু হওতঃ উপবেশন করিল। এক জন বলিল জাঁহাপনা! হীরা ত ঘাটে উপস্থিত। কল্য ছোট খোজা যে সংবাদ আনিয়াছিল তাহা ঠিক। আমি এখনই হীরাকে হাজির করিয়া হুজুরের উদ্বিগ্ন চিত্ত শান্ত করিতে পারিতাম কিন্তু যখন ঘাটে গিয়াছিলাম তখন সেখানে বড় ভিড় দেখিলাম। আমি সেই জন্য হীরাকে বজরা হইতে উঠাইয়া আনা সুবিধা জ্ঞান করিলাম না। হীরার বজরা অপর পারে পাঠাইয়া দিয়া আসিলাম। তীরস্থ লোক সকল চলিয়া গেলে সুবিধামত ঘাটের ডিঙ্গীতে হীরাকে লইয়া আসিব। কিয়ৎ কাল অপেক্ষা করুন, উতালা হইবেন না। অধীন বাঁচিয়া থাকিতে আপনার কোন কার্য্য সাধনেই ত্রুটি হইবে না। তকেয়া ঠেস দিয়া যিনি বসিয়া আছেন তিনি বলিলেন আমিন! তুমি বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছ। এ সময়ে হীরাকে আনিলে কোনরূপ গোলযোগ হইতে পারিত। নগরের লোক যেরূপ ধূর্ত্ত ও অবাধ্য তুমি এইরূপ কার্য্য না করিলে নানারূপ অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। যখন হাতে আসিয়াছে তখন হীরার জন্য আর আমি অধিক ব্যস্ত নহি। এই বলিয়া বিদরী টানিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে নানারূপ খোষগল্প ও হাসির গর্‌রা চলিতে লাগিল। মছনদে উপবেশনকারী সাহাজাদা মোরাদ। রাত্রি অনুমান দেড় প্রহর গত হইলে, মোরাদ বলিলেন আমিন্! হীরাকে দেখিবার জন্য মন বড় উৎকণ্ঠিত হইতেছে। বোধ হয় ঘাটে এখন অধিক লোক নাই। তুমি একবার মনে করিলেই আজিকার শুভ নিশাকে উজ্জল করিতে পার। আমিন উভয় হস্তে সেলাম বাজাইয়া যমুনার ঘাটে গেল। চারি দণ্ড অন্তে আমিন একটী যুবতী ললনাকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় মোরাদের আবাসগৃহে উপস্থিত হইল। যুবতীটীর গঠন সুঠাম, আনন মনোহর, চক্ষু দুইটী চঞ্চল কিন্তু প্রশংসার উপযুক্ত। মোরাদ দেখিবামাত্র উঠিয়া যুবতীর হাত ধরিয়া মছনদে বসাইলেন। যুবতী ঈষৎ হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া মোরাদের বামপার্শ্বে বসিল। মোরাদ আহ্লাদ ভরে যুবতীর স্কন্ধদেশে বাম হস্ত রাখিলেন। এমত সময়ে আমিন বলিল আমার বকসিস্? মোরাদ অমনি দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলী হইতে একটী বহুমূল্য হীরকঅঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া আমিনের হস্তে প্রদান করিলেন। আমিন সম্মানসূচক শিরোভঙ্গী করিল। অঙ্গুরীয়টীর মূল্য দশসহস্র মুদ্রা। মোরাদের পার্শ্বস্থ যুবতী ঈষৎ গ্রীবা ভঙ্গী করিয়া বলিল আমিন! আমার বিবাহিত স্বামী ও পিতা মাতার যে উপকার করিলে সেই সৎ কার্য্যের এই পুরস্কার। ভাল আমা হইতে তোমার লাভ হইল, তাহাতে আমারও

অংশ আছে। আমাকেও ইহার ভাগ দেও। আমিন বলিল আমি যাহা পাইলাম ইহা এইক্ষণ আপনার নিকট তুচ্ছ ধন। আমা হইতে আপনি যাঁহার হস্তে পড়িলেন তিনি মনে করিলে প্রত্যহই এরূপ অঙ্গুরী আপনার কোমল অঙ্গুলিতে পরা-ইতে পারেন। যখন আমিন এই কথা বলিতেছে তখন যুবতীর মন কিঞ্চিৎ ম্লান ও তাহাকে অন্যমনস্ক বোধ হইল। যেন আমিনের কোন কথা শুনিয়াও শুনিল না। ব্যসনসুখ ও আমোদভোগকালে হঠাৎ কোন আন্তরিক ক্লেশের কথা কি নিদারুণ চিন্তা অন্তঃকরণে উদয় হইলে মুখচ্ছবি যে ভাব ধারণ করে যুবতীর মুখচ্ছবিও সেইরূপ দৃষ্ট হইল।

মোরাদ ছাকিকে ডাকিল। অমনি বেলোয়ারি পেয়ালা, বোতল, লুচি, কাবাব, কোপ্তা প্রভৃতি সহ দুই জন ভৃত্য উপস্থিত হইয়া মছনদের উপর দস্তর্ খোয়ান * বিছাইয়া তাহার উপর ঐ সকল সামগ্রী রাখিল। ক্রমে আরও দুইটী মোসাহেব আসিয়া জুটিল। ছাকি পেয়ালাতে সরাপ ঢালিয়া দিতে আরম্ভ করিল, মোরাদ পান করিতে লাগিলেন। মোরাদ পান করিতে করিতে যুবতীর মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, আরাম ও প্রধান সুখের সামগ্রী হইতে বঞ্চিত হওয়া নির্ব্বোধের কার্য্য। অনুগ্রহ করিয়া তুমি দুচারি পেয়ালা পান করিলে আমরা সকলে আপনাকে সুখী ও কৃতার্থ জ্ঞান করিব। এই বলিয়া সময়ে সময়ে যুবতীর হস্ত আপন বক্ষ ও শিরোদেশে স্থাপন করিয়া যুবতীর রূপের বর্ণনা ও মদ্যপান করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মোরাদের নিকট যে চারি জন মোসাহেব বসিয়া আছে তাহারাও সকলে মদের প্রশংসা ও তাহা পান করিবার জন্য যুবতীকে অনুরোধ করিতে লাগিল। যুবতী তাহা পান করিতে অস্বীকার করিয়া করযোড়ে মোরাদকে বলিল, আমি ব্রাহ্মণকন্যা, বিশেষতঃ বৃন্দাবনবাসী। মদ কি, কখন চক্ষেও দেখি নাই, এখন কিরূপে তাহা পান করিব? কখনও পূর্ব্বে অভ্যাস থাকিলে পান করিতে আমার অনিচ্ছার কোন কারণ ছিল না। যখন আপনার হাতে পড়িয়াছি, তখন আপনার মতেই চলিতে হইবে। সরাপ পান করিতে পারিলে অবশ্যই তাহা করিতাম, লজ্জার কোন কারণ নাই। কিন্তু পারি না বলিয়াই আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতেছি না, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করুন। মোসাহেবগণ এক বাক্যে বলিল যে, এ সরাপ এত সুগন্ধ ও মিষ্ট যে ইহা পান করিতে কোন কষ্টই হইবে না। একবার পান

* যে বস্ত্র পাতিয়া তাহার উপর মুসলমানেরা আহার করে।

করিলে জানিতে পারিবেন যে ইহা কেমন মিষ্টসামগ্রী। সাহাজাদার অনুরোধ না রাখিলে বে-আদবী প্রকাশ হয়, যুবতী অগত্যা কষ্টে স্বীকার করিয়া বলিল আপনারা সকলে আমাকে অনুরোধ করিতেছেন কিন্তু আমা হইতে কোনরূপ বিশৃঙ্খল ঘটিলে গোস্তাকিও দোষের ভাগী না হই ইহা সকলে স্বীকার করিলে মদ্যপান করিতে প্রস্তুত আছি। মোরাদ ও মোসাহেবগণ এক বাক্যে সম্মতি জানাইলেন। যুবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

মোরাদ সুগন্ধযুক্ত মদ ঢালিয়া দিলেন। যুবতী গণ্ডূষমাত্র পান করিল। পরে মোরাদ নিজহস্তে একখানি কাবাব মুখে তুলিয়া দিলেন। কিন্তু গলাধঃকরণ করা যুবতীর পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইল। অনভ্যস্থ দ্রব্য পাছে আরও খাইতে হয়, এই ভয়ে হীরা ছলনা করিয়া একবার বহির্গমন করিল এবং শীঘ্র আর প্রত্যাগমন করিল না। মোরাদ চারি দিক্ শূন্যময় দেখিলেন। তাঁহার চক্ষে সমুদায় অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। মজলিস্ কণ্টকাকীর্ণ এবং হৃদয় উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় অরম্য ও কষ্টকর বলিয়া অনুভূত হওয়ায় তিনি আর সুন্দরীর অনুপস্থিতি সহ্য করিতে পারিলেন না। স্বয়ং উঠিয়া যুবতীকে পুনরায় মছনদে আনিয়া বসাইলেন। যুবতী অধোমুখী ও স্ফুর্ত্তিবিহীনা। মোরাদ বলিলেন তোমার ম্লানমুখ দেখিয়া আমাদের সকলেরই কষ্ট বোধ হইতেছে। কৃপা কর, একবার হাসিয়া কটাক্ষপাত কর। আমাদিগকে অসুখী করিলে কি তুমি সুখী হও? এই সুখের নিশা কি বিফল যাইতে দেওয়া তোমার ধর্ম্ম? আমোদবিহীনা রজনী আমার নিকট বিষের ন্যায় বোধ হয়। মোসাহেবগণ মোরাদের সঙ্গে সঙ্গে বিনম্রস্তুতি আরম্ভ করিল। তাহারা যুবতীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তোষামোদ করিতে ও বুঝাইতে যথাসাধ্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিল। যুবতী কিছু প্রবোধিত হইল। তাহার আস্যে ঈষৎ হাস্য দেখা দিল। অমনি পুনর্ব্বার আমোদস্রোত চলিতে লাগিল। মোরাদ ও মোসাহেবগণ আহ্লাদভরে মজ্‌লিস আলো করিতে লাগিলেন। এখন সকলই সুরম্য হইয়া উঠিল। মজ্‌লিস্ উজ্জ্বল। আমোদ তরঙ্গ প্রবল ভাবে বহমান। একটী মোসাহেব যুবতীকে বলিল ভাল বেগম সাহেব! যাহা কখন পান করেন নাই তাহার এক ঢোক কোন প্রকারে গিলিতে পারিলেন; কিন্তু উৎকৃষ্ট কাবাব মুখের নিকট লইতেই কেন এরূপ হইল? যুবতী বলিল আমার অপরাধ হইয়াছে। মোসাহেব বলিল আজ্ঞা না অপরাধ হয় নাই। ইহার কারণটী জানিবার জন্য অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে। বলিতে আজ্ঞা হউক। কিঞ্চিৎ বিলম্বে যুবতী বলিল মাংসের দুর্গন্ধ আমার অসহ্য।

আমি কখনও পেঁয়াইজ কি মাংস খাই-নাই সেই জন্যই এরূপ হইয়াছে।

সরাপে উৎকৃষ্ট গোলাবের গন্ধ ছিল এবং উহা মিষ্ট এই জন্য পান করিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু মাংস ও তাহাতে যে মসলা দেওয়া হইয়াছে তাহা সহ্য হয় নাই। মোসাহেবগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ও বলিল মসলার দোষ কি? এ আপনার অনভ্যাস। বোধ হয় আর কখনও এরূপ মসলাযুক্ত দ্রব্য খাওয়া হয় নাই। দুই এক দিন খাই-লেই জানিতে পারিবেন যে, ইহার মত উৎকৃষ্ট দ্রব্য আর নাই। পুনরায় মদ ও চাটের দৌড় চলিতে লাগিল. এবার যুবতী দুই এক পিয়ালা মদ ও লুচি ভিন্ন আর কিছুই খাইল না। আহার করায় আপনাকে বিলক্ষণ অসু-খীও বোধ করিল। মজ্‌লিস্ গুলজার. এই সময়ে তিন জন ছোকরা জরির পেসোয়াজ ও বাদলাযুক্ত দোপাট্টা এবং স্বর্ণ ও মূল্যবান্ প্রস্তর খচিত অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হইয়া মোরাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তিন জনকেই নবীনা যুবতী বলিয়া বোধ হয়। সঙ্গীয় নট ও ভাঁড়গণ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে গায়ক যুবকদ্বয় এমনি স্বর ও তান ধরিয়া রসমিশ্রিত গান করিতে আরম্ভ করিল, যে সকলের মস্তিষ্ক আমোদভরে পূর্ণ হইয়া গেল। যুবতীটী ক্রমশঃ বিহ্বলা হইয়া মোরাদের উরুশায়িনী হইল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত সুরের উপর সুর তানের উপর তান গানের উপর গান, অনর্গল স্রোতঃ প্রবাহে তরঙ্গ ক্রীড়ার ন্যায় চলিতে লাগিল। পরে মোরাদও জ্ঞানশূন্য হইয়া মছনদে টলিয়া পড়িল। যুবতী ও মোরাদের অজ্ঞানাবস্থা দেখিয়া ভৃত্যগণ উভয়ের শিরোদেশে গোলাব ও কেওড়া ঢালিল। ক্রমে নিশা অব-সান হইতেছে দেখিয়া মোসাহেবগণ নিয়োজিত প্রহরী ও ভৃত্যকে রাখিয়া স্ব স্ব আবাসস্থলে প্রস্থান করিল। গীত ও ভঙ্গ হইল।

হায়! মোরাদ আজি আমোদ-নিমগ্ন হইয়াছেন। আমিন দশসহস্র মুদ্রার অঙ্গুরীয় পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইল। যে যুবতীটীকে আজিকার আমোদের মূল বলিয়া জানিতেছি এ কাহার হৃদয়ে বজ্রাঘাত করতঃ মোরাদের অঙ্ক শায়িনী হইল। ইহার মাতা পিতা এখন কি ভাবিতেছেন? প্রাণতুল্যা তনয়ার বিচ্ছেদে তাঁহাদের অন্তঃকরণে কিরূপ দুঃসহ যাতনা হইতেছে। একমাত্র কন্যা তাঁহাদের চক্ষুর মণি। হৃদয়ের ধন ও সংসারের ভাবীনাম রক্ষার ভরসা-স্থল ছিল। আজি তাহাকে হারাইয়া তাঁহারা নিরাশ-সাগরে ভাসিতেছেন। ইহার স্বামী বর্ত্তমান আছে। কিন্তু দুঃখ, লজ্জা ও ক্রোধ মর্ম্মবেদনায় তাহার প্রকৃত জীবন জীবনে আছে কি না তাহা কেবল সেই বুঝিতেছে। মোরাদের দৌরাত্ম্য এবং তাঁহার মন যোগাইবার জন্য আমিনেরও জঘন্য

কার্য্যে কি পাপপূর্ণফল উৎপাদন করিল! "পরলোক আছে" এই কথাটী যদি যথার্থ হয় তবে উহারা নিশ্চয়ই এই কার্য্যের ফল ভোগ করিবে। হীরার দুশ্চরিত্রতায় ও অর্থলোভে তাহার পিতা, মাতা, স্বামী, স্বজন সকলেই হীরা হইতে চির বিচ্ছিন্ন হইল। হীরা কি মনে ভাবিয়াছে যে, সে যেমন আমিনের কুহক ও প্ররোচনাজালে পড়িয়া পাষাণহৃদয়া হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পিতা, মাতা, আত্মীয়েরাও কি সেইরূপ নির্দ্দয়? হীরার কি বিষম ভ্রম! কন্যা অতিশয় নিষ্ঠুর ও গর্হিতকার্য্য করিলেও তাহার প্রতি মাতা পিতার স্নেহের হ্রাস হইতে পারে না ইহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। হীরা স্বল্পবুদ্ধি যুবতী সে বাহিক প্রলোভন ও চাক্‌চিকা দেখিয়া বিষবৃক্ষের আশ্রয় লইল। বিশ্বাস-ঘাতিনী এবং নারকিনী হইতেও কুণ্ঠিতা হইল না। গুরু জনের মর্ম্মে নিদারুণ বেদনা দিতে অনায়াসে সাহসিনী হইল। জাতি, কুল, তুচ্ছ জ্ঞান করিল। সতীত্বের তো কথাই নাই। আজি ইহারা যে কাণ্ড করিল যদি জগতীস্থ মানবমণ্ডলীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে ও সদসৎ কার্য্যের ফলাফল প্রদান করিতে ক্ষমবান্ কোন পুরুষ থাকেন তবে পরলোকে কেন ইহলোকেই মোরাদ, আমিন ও হীরাকে এই মহাপাপের বিষমশাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

দিল্লী নগরীস্থ উর্দ্দুবাজারের পশ্চিম দিকে মীরআম্মন নামক জনৈক আঢ্য বণিক্ বাস করিতেন। তিনি পারস্য দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। মীর আম্মন তথাকার এক জন সওদাগরের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রভুর এরূপ বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত ছিলেন যে, বণিক তাঁহাকে (মীর আম্মনকে) সন্তানবৎ জ্ঞান করিতেন। যে বণিকের অধীনে তিনি কার্য্য করিতেন তাঁহার একটী মাত্র কন্যা ছিল। যে সময়ে তিনি বণিকের কার্য্যে নিযুক্ত হন তখন বণিক্ বৃদ্ধাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। যুবক মীর আম্মনের দক্ষতা প্রযুক্ত বণিক্‌কে সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে অধিক কার্য্য ও পরিশ্রম করিতে হইত না। তিনি সমুদায় ভারই মীরআম্মনের হস্তে অর্পণ করিয়া অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার লালন পালনে সুখে দিন কর্ত্তন করিতেন। বাণিজ্য সম্বন্ধে কেবল অতি প্রয়োজনীয় গুরুতর বিবরণ সকল বণিক্ স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। বণিক্

এই অবস্থায় বার্দ্ধক্যের চরমসীমায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু পুত্রমুখচন্দ্র নিরীক্ষণে সুখী হইতে পারিলেন না। তাহার স্ত্রীও মীর আম্মনকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, অবশেষে বণিক্ আপন কন্যা সহ মীর আম্মনের বিবাহ দিয়া সমুদায় সম্পত্তি জামাতা ও কন্যার হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিয়দ্দিনান্তর অগ্রে বণিক্ তৎপরে বণিকপত্নী মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তখন মীর আম্মন সেই সৌভাগ্যবলে এক জন প্রভুত ধনশালী ও বিখ্যাত বণিক্ হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তিনি দিল্লী নগরীর আঢ্যতা ও খ্যাতি শুনিয়া সমুদায় ব্যবসায় ঐ নগরীতে আনিয়া স্থাপন করিলেন এবং পারস্য পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে দিল্লীবাসী হইলেন। তদবধি তিনি দিল্লীতেই বিলক্ষণ উপার্জ্জনশীল ও সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার গৃহ অতিবৃহৎ ও সুদৃশ্য। দিল্লীর অত্যল্প সংখ্যক বণিকেরই ঐরূপ সুন্দর গৃহ ছিল।

মীর আম্মন বাদসাহ মহলেও প্রধান প্রধান আমীর ও ওমরাওদিগের নিকট আপন পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহার নগদ টাকার কারবারও বিলক্ষণ বিস্তৃত। দিল্লীস্থ অন্য অন্য বণিকেরা তাঁহাকে আপনাদিগের প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। মীর আম্মনের দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র আছে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যার নাম আমীনা, পুত্রটীর নাম মীর মোরাদ। সর্ব্ব কনিষ্ঠার নাম নেহালজান। জ্যেষ্ঠ কন্যার বয়স অনুমান সপ্তদশবর্ষ হইয়াছে। সে এখনও অবিবাহিতা। আমীনা এমনি রূপবতী যে, হঠাৎ বোধ হয় যেন বিশেষ নিপুণ ও সুপটু ভাস্করখোদিত একখানি প্রতিমা। শরীর গোলাব পুষ্প বর্ণাভা-যুক্ত। চক্ষু উজ্জ্বল ও দীর্ঘায়ত বটে কিন্তু একবারে আকর্ণ বিস্তৃত নহে। যেরূপ চক্ষু মুখেরশ্রীবৃদ্ধি সাধন করে, এবং যেরূপ চক্ষু চঞ্চল অথচ সরলতার পরিচয় দেয় এবং যেরূপ চক্ষু দেখিলে অন্তঃকরণে তৃপ্তি ও প্রফুল্লতার উদ্রেক হয়, আমীনার আস্যমণ্ডলের শোভাবর্দ্ধনকারী নেত্রযুগলও সেইরূপ। আমীনার নাসিকা ও ভ্রূযুগল ঈশ্বরের গঠন কৌশলের অপূর্ব্বপরিচয় প্রদান করে। ফলতঃ উহা আমীনার শারদীয় পূর্ণ শশীবৎ প্রীতিপ্রদ রমণীয় আনন সহযোগে যে কি প্রকার মনোহর হইয়া উঠিয়াছে তাহার বর্ণনা করা সুকঠিন। কেশ ঘন ও নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, নিতম্ব পর্য্যন্ত লম্বমান এবং সমগ্র দেহের শোভা পরিবর্দ্ধক। বাহু যুগল, বক্ষঃস্থল ও কটিদেশ অতীব সুগঠিত ও মনোহর। নিতম্বও উচ্চ আমীনার ন্যায় লাবণ্যময়ীর শরীরভার বহন করিবার জন্যই বিধাতা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছে। আমীনাকে তাম্বূলচর্ব্বণ দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় কি

অলক্তক রাগদ্বারা হস্ত এবং পদতল রঞ্জিত করিতে হয় না। আমীনার অঙ্গের ঐ সকল অংশ স্বভাবতঃই ঈষৎ গাঢ় রক্তবর্ণ। তাহার রূপরাশি অতুল। এই রমণীরত্নটীর বাহ্যিক শ্রী যাদৃশী মনোহারিণী মানসিক গুণও তদনুরূপ প্রীতিদায়ক। আমীনার সুকোমল অধর নিঃসৃত বাক্যচয় অমৃতময় বিবেচনা হয় এবং তাহার স্বভাব সরল ও হৃদয়গ্রাহী। সে এক জন সুবিজ্ঞ মৌলবীর নিকট পারস্যভাষায় উপদিষ্টা হইয়াছিল। এমন কি তৎকালে তাহার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্না এবং বিদুষী রমণী দিল্লী নগরীতে আর দুই একটী ছিল কিনা সন্দেহ। এক দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমীনা প্রিয় সহচরী বেলা অলী সহ পিতার অন্দর মহলসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে কেয়ারির মধ্যস্থ পথোপরি ভ্রমণ করিতে করিতে এক চৌবাচ্চার পাষাণময় ঘাটে উপবেশন করিল। এইকালে উদ্যানে অন্য কেহই ছিল না। সায়ং সময়ে নির্জ্জনউদ্যানে প্রিয় বয়স্যা সহ একত্র উপস্থিত থাকা আমীনা ও বেলাঅলী উভয়েরই পরম সুখদ বিবেচনা হইয়াছিল। উহাদের এক পার্শ্বে কয়েকটী যুথিকা ও বেলী প্রস্ফুটিত ছিল, এবং পুষ্পগন্ধে গুটি কতক ভ্রমর মত্তভাবে মধু পানাশয়ে গুন্ গুন্ করিয়া বেড়াইতেছিল। বেলাঅলী আমীনাকে দেখাইয়া বলিল সখি! দেখ এই কয়েকটী গাছে সুরভি পুষ্প বিকসিত হইতেছে বলিয়াই ভ্রমরগুলি উহাদের চারিদিকে গুন্ গুন্ করিয়া বেড়াইতেছে। নতুবা ঐ দেখ যে সকল পুষ্প গন্ধবিহীন কি অপ্রস্ফুটিত তাহার নিকট ভ্রমর কেন একটী সাধারণ মাছিও দৃষ্ট হয় না।

আমীনা ঈষৎ হাস্য ও লজ্জাবনত মুখে বলিল, সখি! তুমি আমাকে কি ভাবিয়া কি দেখাইলে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

বেলাঅলী। তোমার মনে অবশ্যই কোন ভাবের উদয় হইয়া থাকিবে নতুবা তোমার মুখশ্রীতে হাস্য ও লজ্জার চিহ্ন লক্ষিত হইত না।

আমীনা। তুমি আমা অপেক্ষা বয়সে বড় ও চতুরা, তোমার কথার ভাব বুঝা আমার অসাধ্য।

বেলাঅলী। তবে এস ভালরূপে বুঝাইয়া দেই। আমাদের বাটীতে প্রধান সেনাপতির ভ্রাতা তুরাণখাঁ এবং রাজপুত্র মোরাদ প্রায়শই তোমার পিতাকে আপ্যায়িত করিতে আইসেন। তাঁহাদের ন্যায় পদ-মর্য্যাদা শালী ব্যক্তি নগরের আর কোন্ বণিকের বাড়ী গিয়া থাকেন? ইহার ভাব তুমি কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছ? যদি তাহা বুঝিয়া থাক তবে আমার সকল কথাই বুঝিয়াছ।

আমীনা। সখি! আমি অন্তঃপুরে বদ্ধা বালা বাহিরে লোকদিগের যাতায়াতের অর্থ আমি কি বুঝিব?

বেলাঅলী। উঁহারা উভয়েই তোমার যৌবনপদ্ম বিকসিত হইতেছে দেখিয়া এবং রূপ ও গুণের সৌরভ পাইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন। সেই জন্যই এত ঘন২ গমনাগমন করেন। তোমার পিতা ও বড়শীতে টোপ গাঁথিয়া তামাসা দেখিতেছেন, এখন ভাগ্যে যে মৎস্য পড়ে। তোমাকে বিবাহ দিবার জন্য তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি কোন প্রধান লোকের হস্তে তোমাকে অর্পন করিতে বাসনা রাখেন। এই জন্য মোরাদ ও তুরাপখাঁর যাতায়াতে বিরক্ত না হইয়া বরং আরও কৌশল ক্রমে উঁহাদের উৎসাহ বাড়াইয়া দিতেছেন। তিনি যাঁহাহইতে অধিক ভক্তি এবং ভবিষ্যতে অধিকতর বর্দ্ধিষ্ণু অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করিবেন তাঁহার হস্তেই তোমার ভাবী অদৃষ্ট সমর্পিত হইবে। এখন বুঝিলে ভ্রমর কেন দেখাইয়াছিলাম ?

আমীনা। সখি! আমি সকলই কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি। কেবল তোমার মুখের কথা গুলি আমার কাণে বড় মিষ্ট বোধ হয় বলিয়া খানিকক্ষণ তোমাকে কথা কহাইলাম।

বেলাঅলী। ভাল তোমার মনের ইচ্ছা কি? মোরাদ ও তুরাপ খাঁ ইহাঁদের মধ্যে কাহাকে তুমি মনোনীত করিতে চাহ?

আমীনা। কিছু মৌন থাকিয়া বলিল, আমি এ বিষয়ে তোমাকে কোন কথা বলিতে চাই; তাহা সহসা কাহাকেও জানাইবে না। এতদিন পর এখন আমারও ইচ্ছা হইয়াছে যে তোমাকে মনের কথা খুলিয়া বলি।

বেলাঅলী। আমি তোমার চিরদাসী, তোমার গুণে চিরকাল বদ্ধ আছি। তোমার মনের কথা শুনিতে পাইলে আহ্লাদিত হই। তাহা সযত্নে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিব। বল, কি বলিতে চাও?

আমীনা। আমি পিতার মন এবং যুবরাজ ও তুরাপের যাতায়াতের বিষয় সকল জানি। কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত কাহার ও নিকট কিছু প্রকাশ করি নাই। সখি! আমার পিতা নাগরিক আঢ্য লোকদিগের সহিত বাস করিতে করিতে বড়ই ধন-মান লিপ্সু হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি সাধারণ বণিক্ শ্রেণী হইতে এইক্ষণ যে অবস্থায় উন্নত হইয়াছেন তাহা অপেক্ষা অধিক আশা করিলে উহা দুরাশার কার্য্য বলিতে হইবে। তিনি দুরাশাকে দোষ জ্ঞান করেন না। বরং ইচ্ছা করিয়া ক্রমশই দুরাশার দাস হইয়া উঠিতেছেন। হায়! মানুষ আপন অপেক্ষা দরিদ্র ও হীন অবস্থার লোক জীবন যাপন করিতেছে কিনা ইহা স্বপ্নেও একবার ভাবিয়া দেখে না। কিছু উপার্জ্জনশীল ও ধনবান্ হইলে কেবল আপনা হইতে অধিক ধনী ও মানীদিগের প্রতি সতত

দৃষ্টি করিয়া চলে ও সেইরূপ অবস্থান্বিত হইতে চায় বলিয়াই জগতে অধিকাংশ লোকেই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত চিত্তে সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারে না। আশাহীন জীবন নিস্তেজ বটে কিন্তু আবার আশা অপরিমিতরূপে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিলে সদসৎ বিবেচনা-শক্তি হ্রাস হইতে থাকে। তখন আশা-বায়ু মনকে যে দিকে চালায় সেই দিকেই চালিত হয়। জগতে আশার অসীম ক্ষমতা; উহাকে যতই বাড়াইবে ততই বাড়িবে। জীবনের শেষ না হইলে উহার আর শেষ নাই। সখি! আমার পিতারও আশার ইয়ত্তা নাই। তিনি বোধ হয় সাহাজাদা মোরাদকেই আমার জন্য লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আবার কি ভাবিয়া যেন তুরাপখাঁকেও বিদায় দিতে পারিতেছেন না। বলিতে কি, আমি উঁহাদের উভয়কেই মনে মনে ঘৃণা করি। রাজসংসারে নানারূপ ছল, চক্রান্ত, দ্বেষ, হিংসা চিরবর্ত্তমান। এই জন্যই আমার ইচ্ছা নাই যে, প্রধান সেনাপতি কি বাদশাহের গৃহে যাই। আমার পিতা অর্থ-লোভেই করুন্ আর মানলোভেই করুন্ তিনি দেখিতে পাইবেন যে, আমি আপন শরীর ইচ্ছামত রাজ-সংসার-সুলভ ঈর্ষা প্রবঞ্চনা ও মানসিক দুঃখ জালে কদাচ নিক্ষেপ করিব না। মোরাদ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য অতিশয় বিলাসী পুরুষ ও নিষ্ঠুর; আমি তাঁহার নাম শুনিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। তুরাপও প্রায় সেই রূপ সুতরাং আমি কখনও উঁহাদের কাহারও প্রিয় হইতে পারিব না। আমার মনের সহিত যাহার মনের মিল হইবে না, আমি যাহাকে মনে মনে দুষ্টপিশাচ বলিয়া ঘৃণা করিব, সেকি কখনও অর্থলোভ দেখাইয়া কি বল করিয়া আমাকে তাঁহার প্রেমভাজন করিতে পারিবে? পিতা যদি একান্তই আমাকে মোরাদ কিংবা তুরাপের হস্তে সমর্পণ করেন, আমি যদি তাহা কোন প্রকারে এড়াইতে না পারি তবে নিশ্চয় জানিবে আমি আমার এ জীবনকে কোন না কোন প্রকারে বিসর্জ্জন দিবই দিব। পিতা মাতা, যে আত্মজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার মনোবেদনার কারণ জন্মাইয়া দেন, সে নারীর জীবন-ধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমার ভাগ্যে আমার পিতাই জীবনের কণ্টক হইয়া উঠিবেন। আজি কালি তাঁহার যে ভাব দেখিতেছি, বোধ হয় আমার পক্ষে শীঘ্রই কোন বিপদ উপস্থিত হইবে। এইরূপ বলিতে বলিতেই আমীনার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। নয়নযুগল হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

বেলাঅলী। সখি! তোমার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আমার মনও ব্যাকুল হইয়াছে। না জানি তোমার জন্য আমাকে কতই কান্দিতে হইবে।

কোথায় শুভ পরিণয় দ্বারা সুখী হইবে, তোমার মাতা পিতা আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকিবেন, আত্মীয় ও প্রতিবাসীরা আহ্লাদিত হইবে; না সেই পরিণয়ের কথা আরম্ভ হওয়া অবধি তোমার কোমল হৃদয়ে নিদারুণ বেদনা জন্মিতেছে। তোমার মাতা পিতা অসম্মতি ও অসুখের চিহ্ন দেখিয়া উৎসাহ-ভঙ্গ হইতেছেন। প্রতিবাসীগণ তোমার ভাব অবগত হইয়া ব্যথিত হইতেছে। যে পরিণয়ের সূত্রপাত মাত্র তুমি ভগ্নোৎসাহ, ম্লানচিত্ত ও অসুখী হইয়াছ, কার্য্যে পরিণত হইলে যে তাহার ফল বিষময় হইবে তাহার কি আর সন্দেহ আছে? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কেহই তোমার ও আমার, মর্ম্মে প্রবেশ করিতে চায় না। সকলেই উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়ায়। কেবল ধন দেখে, মান দেখে, ও বাহিরের জাঁক জমক দেখে। ইহাতে বাস্তবিক সুখ কি দুঃখ আছে তাহা একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে চাহে না। একের মনের বেদনা অন্যে বুঝিতে ইচ্ছা করে না বলিয়াই তাহা বুঝিতে পারে না। নতুবা তোমার ভাগ্যে এরূপ দশা কখনই ঘটিত না।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে অনুমান দুই দণ্ড রাত্রি হইল। আমীনা বেনাঅলীকে বলিল, চল বাড়ীর ভিতরে যাই, এখানে আর থাকা উচিত নয়; রাত্রি হইয়াছে। এই বলিয়া উভয়ে বাড়ীর ভিতরে গমন করিবার জন্য দুই চারি পদ অগ্রসর হইল। এই কালে উদ্যানের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া এক জন বৃহদাকার বলিষ্ঠ পুরুষ উহাদের সম্মুখে আসিয়া গতি রোধ করিল। যুবতীদ্বয় ভয়ে বাক্‌শূন্য হইয়া গেল, থরথর কাঁপিতে লাগিল, এমন কি বাটীর কোন লোককেও ডাকিতে সাহসী হইল না। আমীনা ও বেলাঅলী চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ ভীষণাকার পুরুষ দুই হস্তে দুই যুবতীর হস্তধারণ করিয়া কর্কশ স্বরে বলিল তোমাদের গহনা সকল খুলিয়া দাও, নতুবা এখনই দুই জনের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিব। যদি গহনা দাও তাহা হইলে কোন হানি করিব না, তোমরা নির্ভয়ে বাটীর ভিতরে যাইতে পারিবে।

বেলাঅলী বলিল হাত ছাড় গহনা দেই। ভীষণাকার পুরুষ উভয়ের হস্ত ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বেলাঅলী আপনার শরীরের অলঙ্কার গুলি খুলিতে লাগিল ও আমীনাকেও তাহার শরীরের অলঙ্কার গুলি খুলিতে বলিল। উহারা আপন আপন অলঙ্কার গুলি ভীষণাকার পুরুষের হস্তে দিলে সে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিল তোমাদের কোন ভয় নাই। আমা-দ্বারা আর কোনরূপ অহিত হইবে না। আমি আর একটী কথা বলি, তোমরা নির্ভয়ে শুন। আমার সর্ব্বদাই টাকার

অত্যন্ত দরকার। তোমরা যদি মধ্যে মধ্যে আমাকে কিছু কিছু টাকা দিতে পার তবে আমার বড় উপকার হয়. আমি তোমাদের কেনা হইয়া থাকি। আমাকে যখন যে কার্য্য করিতে হুকুম করিবে আমি তাহা অবশ্য প্রাণপণে করিব। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বেলাঅলী ও আমীনা মনে করিতেছিল বাল্যকালে উপকথায় যে দানব ও ভূতের কথা শুনিয়াছে আজি বুঝি প্রত্যক্ষই ঐরূপ অপদেবতার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিল যে এ ব্যক্তি একজন প্রধান দস্যু। এ এমন বলিষ্ঠ ও সাহসী যে একাকী নির্ভয়ে আপন মন্দ প্রবৃত্তি চালনা করিয়া থাকে। চতুরা বেলা অলী কিছু সাহস প্রাপ্ত হইল এবং বলিল আচ্ছা আমরা তোমাকে সময় সময় টাকা দিব, যদি কখন কোন কার্য্যে তোমার ন্যায় বলবান্ ও সাহসী ব্যক্তির আবশ্যক হয় তবে তাহা নিশ্চয় করিবে? ভীষণাকার পুরুষ বলিল, এখন বলিয়া কাজ কি? কাজের সময় দেখিও টাকা দিলে সকলই করিতে পারি। একশত সিপাহীতে যে কার্য্য করিতে সাহস পায় না, আমি একাই তাহা করিব। বেলাঅলী বলিল, ভাল আর কোথায় তোমাকে দেখিতে পাইব এবং কিরূপেই বা টাকা দিলে পাইতে পারিবে?

ভীষণাকার পুরুষ বলিল এই বাগানের দেওয়ালের বাহিরে উত্তরদিকে যে গলি আছে ঐ গলির বামধারের নর্দ্দমার মধ্যে কয়েক খানি ইট পড়িয়া আছে। কোন এক রবিবারের খুব প্রত্যূষে কি সন্ধ্যার পরে উহার নীচে যাহা ইচ্ছা রাখিয়া দিলেই আমি নিশ্চয় পাইতে পারিব। আর যদি আমার সহিত তোমাদের কখন কোন আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা হয় তবে নর্দ্দামার মধ্যে যে ইটের কথা বলিলাম কোন এক রবিবারের এক সময়ে দুইটী গোলাপফুল ঐ ইটের নিকট ফেলিয়া আসিও, পরদিন এই বাগানের বাহিরে উত্তর পার্শ্বে পশ্চিম দিকে যে কয়েকটী আমের ঘন ঘন গাছ আছে, ঐ আমঝোপের মধ্যে যে একটু বিরল স্থান আছে, সন্ধ্যার পর ঐ স্থানে গেলেই আমার সাক্ষাৎ পাইতে পারিবে। আর তোমরা মনে করিলে এই বাগানের মধ্যেও আমাকে দেখিতে পার, কিন্তু পূর্ব্বদিন নর্দ্দামার যে স্থানে ফুল ছড়াইয়া রাখিতে বলিয়াছি তাহা অবশ্যই রাখিতে হইবে। ইহার উত্তর দেওয়ালের মধ্যে যে ছোট খিড়কী আছে ঐ খিড়কী খুলিয়া রাখিলে আমার আসিবার সুবিধা হইবে। নতুবা দেওয়ালের বাহিরে যে খাজুর গাছ আছে তাহা বহিয়া বাগানের ভিতর আসিতে কিছু কষ্ট বোধ হয়। আজি তোমরা যে চৌবাচ্চার ঘাটে বসিয়া কথা কহিতেছিলে তাহা ঐ খিড়কির ফাঁক দিয়া কিছু কিছু

শুনিতে পাইয়া বাগানের ভিতরে আসাতে আমার এই লাভ হইল। আর তোমরা যে আমাকে সময় সময় কিছু দিবে এই কথা শুনিয়া অধিকতর সন্তুষ্ট হইলাম। ভাল, তোমাদের গহনা যে এইরূপে হারাইল ইহা কি বাড়ীতে গিয়া কাহারও নিকট বলিবে? আমি সাবধান করিয়া দিতেছি একথা যেন কখন কেহ জানিতে পারে না। যদি কিছু প্রকাশ কর তবে তোমাদের অমঙ্গল ঘটিবে। আমি সুযোগ পাইলে তোমাদের প্রাণ বধ করিব। বাড়ীতে গহনার বিষয় কোন কথা উপস্থিত হইলে বলিও যে বাড়ীতেই কোন প্রকারে উহা খোওয়া গিয়াছে। আর একটী কথা বলিয়া যাই। যে রবিবারে ইটের নিকট ফুল ছড়াইতে কি আমার জন্য টাকা রাখিতে বলিলাম, তাহা কৃষ্ণপক্ষের রবিবারে হওয়া চাই; কৃষ্ণপক্ষ ব্যতীত কখনও আমার সাক্ষাৎ পাইবে না কি আমার দ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারিবে না। এখন বিদায় হই, এই কথা বলিয়া ভীষণাকার পুরুষ যে দিক হইতে আসিয়াছিল সেই দিকে চলিয়া গেল।

আমীনা ও বেলাঅলি উভয়ে দস্যু হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সভীতি ত্বরিত গমনে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড হইয়াছে। আমীনার প্রকোষ্ঠে যাহারা থাকে তাহারা মনে করিয়াছিল আমীনা তাহার মাতার প্রকোষ্ঠে আছে। বাটীর অন্যান্য লোকেরা মনে করিয়াছিল যে, আমীনা তাহার নিজ গৃহেই আছে। এই ভাবিয়াই আমীনার অনুপস্থিতি কালে কেহ তাহার বিষয় কোনরূপ আন্দোলনও করে নাই। আমীনা বেলাঅলী সহ চুপে ২ এক বারে আপন গৃহের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল ও উভয়ে এক নির্জ্জন কুঠরীতে বসিয়া নানারূপ কথা বার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিল। বেলা অলী আমীনাকে বলিল সখি! আমি যখন প্রথম দস্যুটাকে দেখি, তখন এক কালে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। কিন্তু সে যখন আমার নিকট গহনা চাহিতে আরম্ভ করিল, তখন আমার একটু জ্ঞানোদয় হইয়াছিল। ভাবিলাম, গহনাগুলি দিতে পারিলেই ইহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইব। কিন্তু তুমি বরাবর নিস্তব্ধ ছিলে, বোধ হয় এখনও তোমার মনের ভয় দূর হয় নাই! আমীনা বলিল সখি! উহার আকৃতি মনে করিলে এখনও আমার শরীর ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়।

বেলাঅলী বলিল, কোন ভয় নাই কেবল তাহার অর্থের প্রয়োজন। যদি আমরা তাহার সেই আশা পূর্ণ করি, তবে আর সে আমাদের কি অপকার করিবে? সখি! দস্যু যেরূপ আশা দিল হয়ত উহাকে কিছু কিছু দিতে পারিলে প্রয়োজন মত উহা দ্বারা আমাদিগের অনেক আবশ্যকীয় কার্য্য সাধিত

হইতে পারিবে। ঐ ব্যক্তি অতিশয় বলিষ্ঠ ও সাহসী,উহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ দ্বারা হাতে রাখা ভাল। সংপ্রতি তোমার বিবাহ লইয়া হয়ত কোন বিপদ উপস্থিত হইতে পারে, বিপদ্‌কালে ঐরূপ বলবান্ ব্যক্তি দ্বারা অনেক সাহায্যের সম্ভাবনা আছে। তুমি গহনা গুলি খোওয়া যাওয়াতে কোন চিন্তা করিও না। আজি আমাদের নিকট যে সকল গহনা ছিল তাহা অতি সাধারণ ও সচরাচর ব্যবহার করিবার গহনা। বোধ হয় তাহাতে আমাদের অধিক হানি হয় নাই। রাত্রি প্রভাত হইলেই আমি এমন উপায় করিব যে উহা খোওয়া যাওয়ার যথার্থ তত্ত্ব কেহই জানিতে পারিবে না। এখন আহারের সময় হইয়া আসিল, দাসীরা আমাদের নিকট আসিবে, চল আর কয়েকখানি অলঙ্কার বাহির করিয়া পরা যাউক। তাহা হইলে দাসীরা আজি কিছুই টের পাইবে না।

এই বলিয়া বেলাঅলী ও আমীনা আর কয়েকখালি অলঙ্কার বাহির করিয়া পরিধান করিল এবং রাত্রিতে ভোজনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এক দিবস মীর আম্মন বৈকাল বেলা বাহির চকে ফরাসে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে সাহাজাদা মোরাদের মোসাহেব আমীন খাঁ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে মীর আম্মন তাহাকে সাদর সম্ভাষণে বসিতে বলিলেন এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমীন খাঁ বলিল। কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে আপনার নিকট আসিয়াছি।

মীর আম্মন বলিলেন। আমার নিকট এমন কি কার্য্য আছে, বলিলে সুখী হই।

আমীন খাঁ। আমি যে বিষয় বলিতে ইচ্ছা করি, ভালরূপে আপনার অনুমতি না পাইলে বলিতে সাহস হয় না।

মীর আম্মন। কি কথা বলুন না কেন? আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

আমীন খাঁ। সাহজাদা মোরাদের তত্ত্ব লইয়াই আসিয়াছি।

মীর আম্মন। কি তত্ত্ব খুলিয়া বলিতে কোন বাধা আছে কি?

আমীন খাঁ। আপনার অনুপম রূপবতী কন্যা আমীনার সহিত সাহজাদা মোরাদের পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদিত হয় ইহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। এখন সকল ভারই আপনার হস্তে অর্পিত। আপনি মনে করিলে মোরাদের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ

হইতে পারে। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় এই শুভ কার্য্য ঘটে তবে সাহজাদা আপনার নিকট চিরবাধ্য হইয়া রহিবেন। কালে তাঁহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে আপনাকে উন্নত করিতে কোন অংশেই ক্রুটি করিবেন না। আশু এই কার্য্য স্থির হইলে আপনাকে সাহজাদার পিতার নিকট হইতে নবাব উপাধি ও কতক বহুল আয়ের ভূমি নিষ্করস্বরূপে প্রদত্ত হইবে। আপনার বুদ্ধি ও বিবেচনায় যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, প্রকাশ করুন। আমি সাহজাদাকে সমস্ত জানাইব। আর এ বিষয় বাদসাহকেও জানান হইয়াছে। তাঁহার অনভিপ্রায় নাই। এইক্ষণ আপনারই অনুমতি সাপেক্ষ।

মীর আম্মন। সাহজাদা আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন এ আমার সৌভাগ্যের বিষয়, ইহাতে আমার অনভিমত নাই। কিন্তু একবার আমীনার মাতা ও আমার অন্যান্য আত্মীয় দের সহিত এ বিষয় পরামর্শ না করিলে এইক্ষণ নিশ্চিত উত্তর দিতে পারি না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঁচ দিবস পরে আসিলে ইহার উত্তর জানিতে পারিবেন।

আমীন খাঁ। আচ্ছা ক্ষতি নাই, তবে আমি বিদায় হই। আগামী সোমবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

আমীন খাঁ এই বলিয়া বিদায় হইলে মীর আম্মন আপন কন্যার ভাবী অবস্থা, অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন বাদসাহের বধূ হওয়া সামান্য অদৃষ্টের বিষয় নহে। হয়ত আমার কন্যা, কালে সমুদায় হিন্দুস্থানের কর্ত্রী হইয়া উঠিতে পারে। কত লোকে আপনা হইতে আশা করে, যে তাহাদের ভাগ্যে এইরূপ সম্বন্ধ ঘটনা হউক। আমায় অদৃষ্ট এমনই প্রসন্ন দেখিতেছি যে মোরাদ ও মোরাদের মাতা আপনা হইতেই এই বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন। আমার কন্যা রূপ লাবণ্য সম্পন্না ও গুণবতী না হইলে আমার ভাগ্যে কি এত সুখ ঘটিত? আমি এ কার্য্যে অবশ্যই সম্মত আছি ও ইহা অবশ্যই ঘটিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাত্র পক্ষ হইতে কোনরূপ বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ প্রদর্শিত না হইলে পূর্ব্ব হইতে আমার আগ্রহ প্রকাশ করা কখনই উচিত নহে। তাহা হইলে আমার ধন, জন ও রূপ লাবণ্যের গৌরব রক্ষা হইবে না। এই জন্যই আবার নির্দ্দিষ্ট উত্তর দিবার জন্য আরও পাঁচ দিন সময় লইলাম। যাহা হউক আর কিছু দিন দেখি মোরাদের ইচ্ছা কত দূর বলবতী হইয়াছে। বাদসাহ সাজেহানের কি অভিপ্রায় তাহাও বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। আর এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে আমি যে নবাব উপাধি এবং তদুপযোগী কতক পরিমাণে ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইব, ইহাতে আর বিন্দুমাত্র ও সংশয় নাই। কিন্তু যখন আমীনাকে মোরাদের নিকট

সমর্পণ করা নিদ্ধার্য্য করিয়াছি, তখন তুরাপখাঁকে কোন প্রকারে ক্ষান্ত রাখিতে হয়। বোধ হয় যদ্যপি তাহার সাক্ষাতে অন্যান্য গল্পছলে প্রকাশ করি যে রাজপুত্র মোরাদের সহিত আমীনার বিবাহ নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহা হইলে তুরাপখাঁ আপনা হইতেই এবিষয়ে নিরস্ত হইবে। তজ্জন্য তাহার সহিত কাহারও বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বেলা অবসান হইল মীরআম্মন অন্দর-মণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। তখন আমী-নার মাতা একাকিনী শয়নগৃহে বসিয়া আছেন। মীরআম্মন তাঁহার নিকট গিয়া এক পার্শ্বে বসিলেন ও বলিলেন অদ্য মোরাদের মোসাহেব আমীনখাঁ আমার নিকট আসিয়াছিল। তাহার নিকট শুনিতে পাইলাম মোরাদ আমী-নাকে বিবাহ করিতে সমুৎসুক হইয়া-ছেন। আমাদের সম্মতি সাপেক্ষ, এইক্ষণ আমাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিলেই দিন স্থির হইতে পারে। আমীনার মাতা বলিলেন আমার অমত নাই। কিন্তু পরম্পর শুনিতে পাই যে আমীনা নাকি এই সংবাদের আভাস কিরূপে জানিতে পারিয়াছে এবং তাহাতে ক্রমশঃ তাহার কমল মুখ ম্লান হইয়া যাইতেছে। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে তাহার যেন এ বিষয়ে নিতান্ত অনিচ্ছা। আমিও তাহাতেই সময়ে সময়ে হতাশ হইয়া পড়িতেছি। পাছে আমার কন্যা আমা হইতে চিরকালের জন্য আপনাকে অসুখী জ্ঞান করে। আমি একদণ্ডের তরেও আমীনার মলিনমুখ দেখিতে পারি না।

মীরআম্মন। আমরা কি আমীনার বাধ্য হইয়া এই শুভকার্য্য হইতে ক্ষান্ত হইব? ইহাতে আমীনারও অসু-খের কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। কত শত জনে প্রার্থনা করিয়াও রাজ-রাণী হইতে পারে না। আমীনা বিনা যত্নে রাজরাণী হইবে ইহাতেও তাহার অসুখ? বালবুদ্ধি আমীনার বুঝিবার ভ্রম নতুবা কেন এরূপ হবে? যাহা হউক আমি নিশ্চয় ধার্য্য করিয়াছি যে মোরাদের সহিত আমীনার বিবাহ দিব। আমরা আমীনার ইচ্ছার বাধ্য নহি। আমাদের অভিমতেই কার্য্য হইবে, ইহাতে আমীনার কথায় কি আসে যায়? উপযুক্ত পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে প্রায় আটার উনিশ বৎসর গেল। ভাগ্যবলে যদি সাহজাদা পাত্র পাইলাম এখন আবার আমীনার অনিচ্ছা? যদি তার কথায় চলিতে হয় তবে এ জন্মে আর তাকে বিবাহ দিতে পারিব না। সে হতভাগিনীর কি কাণ্ডজ্ঞান আছে? আমাদের অদৃষ্ট প্রসন্ন তাই সাহজাদা মোরাদ তার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া-ছেন। এ কথায় অসুখী হওয়া নির্ব্বো-ধের কার্য্য। আমি নিশ্চয় করিয়াছি এ কার্য্য যে রূপেই হউক নিশ্চয়ই

সিদ্ধ হইবে। আমীনার ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিয়া এমন সুযোগ ও সুপাত্রকে ত্যাগ করিতে পারিনা।

আমীনার মাতা বলিলেন। আপনি রাজসংসারে কেবল সুখই দেখিতে পান, ইহা আপনার ভ্রম। যেখানে অধিক সুখ আশু আশা করা যায় সেখানে দুঃখ সংঘটন আশ্চর্য্য নহে। তবে অনেক সময়ে আমরা ভিতরের বিষয় সকল জানিতে পারিনা বলিয়াই হয়ত ভাবি,রাজ সংসারের মত সুখ আর দ্বিতীয় কোন স্থানে নাই। কিন্তু যা হউক যখন আপনার অভিপ্রায় হইয়াছে যে মোরাদকেই কন্যা সমর্পণ করিবেন তখন আমারও আর এবিষয়ে অমত নাই। আপনি বিবাহ বিষয়ে যাহা আবশ্যক হয় করিতে আরম্ভ করুন।

মীর আম্মন। তবে আমি এবিষয় রাজপুত্রকে সংবাদ দেই যে তিনি আপন পিতাও মাতাকে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত করান, তাঁহাকে শীঘ্রই সকল আয়োজন করিতে হইতেছে। এই বলিয়া মীরআম্মন শয়নগৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য দাঁড়াইলেন। এই সময়ে হঠাৎ আমীনার মহলে বেলা অলীর উচ্চৈঃস্বর শুনিতে পাইলেন। সে উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া বলিতেছে আমার কি হইল! সর্ব্বনাশ হইল। সর্ব্বনাশ হইল! আমার ও সখী আমীনার গহনা কে চুরী করিল? আমাদের ঘরে কিরূপে চোর আসিল? সর্ব্বনাশ! এত পাহারা এত চৌকিদার থাকিতেও এইরূপ? আমি এখন কি পরব? আমীনার পিতা ধনী তাহার তত কষ্ট নাই। আমারই সর্ব্বনাশ হ'ল! আমীনার মাতাও পিতা এইরূপ গোল ও চীৎকার শুনিতে পাইয়া আমীনার গৃহে প্রবেশ করিলেন ও বেলাঅলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? এত ব্যস্ত কেন? বেলাঅলী বলিল আমরা আজি বৈকালে ভালরূপ গা পরিষ্কার করিবার জন্য পশ্চাতের পুষ্করিণীতে গিয়াছিলাম। পরে শেষ বেলায় ঘরে আসিয়া আমীনা যখন গহনা পরিবার জন্য বাক্স খুলিতে যায়, তখন দেখি বাক্সে তাহার ঐ সকল গহনা নাই। বাক্স খোলা। হায়! হায়! আমার কি হইল! এখন কি করি আমি নষ্ট হইলাম! মীরআম্মন সেই বাক্স হাতে লইয়া দেখিলেন, তালা ভাঙ্গিয়াছে।

মীর আম্মন। তোমাদের গায় যে এখন গহনা দেখিতেছি এগুলি কখন পরিলে?

বেলাঅলী। আমীনা তাহার অন্য বাক্স হইতে খুলিয়া বাহির করিয়া দিল তাহাই কান্দিতে কান্দিতে আমি ও আমীনা এখনি পরিলাম।

মীর আম্মন। তোমাদের এই মহলটী বাড়ীর এক পাশে হইয়াছে। সর্ব্বদা বাড়ীর অন্যান্য লোক দৃষ্টি রাখিতে পারে না বলিয়াই আজি কে যেন এরূপ

কার্য্য করিল। যাহা হউক ধরিতে পারিলে উহার বিশেষ শাস্তি দিব। এই বলিয়া আমীনার নিকট নিযুক্ত যে দুইটী দাসী ছিল, মীর আম্মন তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কিরূপে আমীনার অলঙ্কার খোওয়া গেল? দাসীরা বলিল আমরা ইহার কিছুই জানি না। আমরা সর্ব্বদা তাঁহার শয়ন ঘরে উপস্থিত থাকি না। কেবল যখন কোন কার্য্যের জন্য এ ঘরে আসি তখন সেই কার্য্য করিয়া অমনি চলিয়া যাই। তাহা ভিন্ন এ ঘরে বিনা কার্য্যে কখনই আসি না। বেলাঅলী ও আপনার কন্যা এই ঘরে থাকেন এবং তাঁহারা একাকিনী থাকিতেই ভাল বাসেন। আমাদিগকে সর্ব্বদা এখানে আসিতেও দেন না। আজি কালি তাঁহারা একা থাকিতে এত ভাল বাসেন যে আমাদের কর্ত্রী মাতার সহিত পর্য্যন্ত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় না। আমরা যদি এই ঘরে থাকিতাম কি সকল সময়ে আসা যাওয়া করিতাম তবে হটাৎ কি এই ব্যাপার হইতে পারে? আমরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, যাঁহার নেমক্‌ খাই তাঁহার হানি করা আমাদের ধর্ম্ম নয়। আল্লাতালা ত সকলই দেখেন তাঁহার নিকট কিছু ছাপান যায় না। আমরা যদি ইহার মধ্যে কিছুমাত্র পাপ করিয়া থাকি তবে তিনি যেন শাস্তি দেন। খালি ঘর পাইয়া কে কি করিয়াছে আমরা কেমন করিয়া জানিব? আমরা ইহার কিছুই জানি না। আজি কেবল আহারের সময় একবার এই ঘরে আসিয়াছিলাম। তখন ইহাঁদের শরীরে কোন অলঙ্কার ছিল না। উহাঁরা আজ বৈকালে দিঘীতে গা ধুইবেন বলিয়া গহনা সকল খুলিয়া রাখিয়াছিলেন এই মাত্র জানি। গহনা কোথায় কোন্‌ বাক্‌সে রাখিয়াছিলেন তাহার কিছুই আমরা জানিতাম না। এই বাটীতে সরকারের কত দাসী আছে ও কত খোজা আছে তাহারা প্রায় সকলেই বাড়ীর সকল স্থানে বেড়ায়। কাহাদ্বারা এই ঘটনা হইল আমরা তাহার কিছুমাত্র জানি না ও বলিতে পারিনা।

মীরআম্মন। ভাল, ইহার ঠিকানা করিতে পারিলে তাহার গরদান ছিঁড়িয়া ফেলিব। আচ্ছা আমীনাও বেলাঅলী তোমরা এখন যে কয়েক খানা গহনা পড়িয়াছ, তাহাই পরিতে থাক; আমি দুচারি দিনের মধ্যে তোমাদের সর্ব্বদা পরিবার জন্য দুই প্রস্ত গহনা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। বেলাঅলি! আর কাঁদিও না; গহনা গিয়াছে গিয়াছে আবার পাবে চিন্তা কি? বেলাঅলী শান্ত হইল। আমীনার মাতা ও পিতা আমীনার মহল হইতে আপন মহলে গেলেন। চতুরা বেলাঅলী এইরূপে দুই প্রস্ত নূতন গহনা লাভ করিবার উপায় করিল ও গহনা যে হাপ্‌সী লইয়াছে তাহা গোপন করিল। বেলা-

অলীর রোদন শুনিয়া বাটীস্থ যে যে আমীনার মহলে উপস্থিত ছিল তাহারা সকলেই আপন আপন কার্য্যে চলিয়া গেল। তখন আমীনা ও বেলাঅলী আমীনার শয়নগৃহে পরস্পর নানা রূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল

আমীনা। সখি! তোমার পেটে এত চাতুরী? তোমার এত বুদ্ধি আমি আগে জানিতাম না।

বেলাঅলী। আবশ্যক হইলেই বুদ্ধি যুটিয়া আইসে।

আমীনা। আমার বারবার ঐ দস্যুটার কথাই মনে পড়িতেছে। সখি! আবার বলত ঐ লোকটাকে যখন তুমি প্রথমে দেখিলে তখন কি ভাবিয়াছিলে?

বেলাঅলী। লোকের নিকট যে অপদেবতা ও ভূতের কথা শুনিয়া থাকি আমার তাহাই বিবেচনা হইয়াছিল। উহার ভয়ানক আকৃতি দেখিয়া জ্ঞান বুদ্ধি সকলই হারাইয়াছিলাম। পরে অলঙ্কার চাহিলে জানিতে পারিয়াছিলাম এ একজন দস্যু। তখন, আমার কথা কহিবারও সাহস হইয়াছিল।

আমীনা। ভাল তুমি উহার সহিত কোন্ সাহসে কথা বলিলে?

বেলাঅলী। কথা না বলিয়াই বা কি করি? একবারে চুপ করিয়া থাকিলে সে হয়ত নিজেই আমাদের গায় হাত দিয়া গহনা সকল খুলিয়া নিত ও যাহা ইচ্ছা করিতে পারিত। আমার মুখে কথা ফুটেছিল বলিয়া সে তত দূর করিতে পারে নাই। সে বুঝিয়াছিল যে তাহাকে দেখিয়া একবারে ভীতা ও জ্ঞান শূন্যা হই নাই।

আমীনা। তোমার ধন্য সাহস। ওটা আমার সম্মুখ হইতে না যাওয়া পর্য্যন্ত ও কি বলিয়াছে ও আমিই বা কি করিয়াছি, কিছুই জানিতে পারি নাই। ওটা চলিয়া গেলে তুমি যখন আমার সহিত কথা কহিতে লাগিলে, তখন কিছু চৈতন্যোদয় হইয়াছিল। উঃ! উহার আকৃতি মনে করিলে এখনও আমার শরীর শিহরিয়া উঠে। ভাল, কিরূপে তোমার উহার সহিত কথা কহিবার সাহস হইল?

বেলাঅলী। ভয় কি? যখন ও ব্যক্তি অলঙ্কার চাহিল ও তাহা দিতে স্বীকার করিলাম তখন আর ভয় কি? উহার কার্য্যেতে কোন বাধা জন্মাইলাম না। আমার শুনা আছে কোন কোন দস্যু অর্থ পাইলেই সন্তুষ্ট হয়, এবং কোনরূপ হানি করেনা। উহাদিগকে নাকি সময় সময় কিছু কিছু অর্থ দিলে কোন কোন কাযে খাটান যায় ও যাহার নিকট সময় সময় টাকা কড়ি পায় কি যাহার আশ্রয়ে থাকে সহসা তাহার কোন হানি করে না।

আমীনা। সখি! আমি গত কল্য রাত্রি ও আজি দিবসে আমার ও তোমার অলঙ্কার গুলির কথাই ভাবিতে

ছিলাম। একেক্ত অলঙ্কার গুলি হারাইলাম, আবার যদি আমার মাতা পিতা জানিতে পারিতেন যে তাঁহাদের নিষেধের বিরুদ্ধে এই অন্ধকার পক্ষে আমরা উভয়ে সন্ধ্যারপরেও বাগানে ছিলাম, তা হলে না জানি আমাদের প্রতি তাঁহারা কতই অসন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহারা আমাকে আজি কালি সর্ব্বদাই সন্ধ্যার পর বাটীর পাছের দিকের পুকুরে কি বাগানে যাইতে নিষেধ করিয়া থাকেন। আমরা উভয়েই তাঁহাদের নিষেধ না মানিয়া সন্ধ্যার পরেও নির্জ্জন অবস্থায় বাগানে থাকিয়া অলঙ্কার সকল আপন দোষে হারাইলাম। একথায় আমাদের প্রতি তাঁহারা যে নিতান্ত কুপিত হইতেন তাহার আর কোন সন্দেহ ছিলনা। যাহা হউক আমাদের এ রহস্য যে এ বাড়ীর অন্য কেহই টের পায় নাই এবং তোমার বুদ্ধির গুণে যে সকল ফাড়া হইতে বাঁচিয়া গেলাম ইহা বড় আহ্লাদের বিষয়।

সপ্তম অধ্যায়

দিল্লীনগরের উত্তর পূর্ব্বদিকে অনুমান পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে ফরোকা নগর নামে এক খানি গ্রাম আছে। তথায় অনেক গুলি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহা দেখিলে বোধ হয় সময়ে এস্থানে একটী সমৃদ্ধিশালী নগর সংস্থাপিত ছিল। কালক্রমে উহা বিধ্বংশ হইয়া এইক্ষণ নামমাত্র নগর বলিয়া উল্লিখিত হয়। ঐ স্থানের দক্ষিণপার্শ্বে এক বৃহৎ বন আছে। তথায় অনেকগুলি আরণ্য বৃক্ষ ও সাধারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকলতা আছে। ঐ অরণ্য প্রায় এক ক্রোশ স্থান ব্যাপ্ত। উহার মধ্যে স্থানে স্থানে ইষ্টকালয়ের ভগ্ন-চিহ্ন দুই একটী কূপ ও পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। লোকে হঠাৎ দেখিলে মনে করে যে, উহা বহুকালের অরণ্য। ফলতঃ সেটী তাহাদের ভ্রম। অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল কালের মহিমা প্রভাবেই ঐ স্থান এখন বনাকীর্ণ হইয়াছে। এই অরণ্যের দক্ষিণপার্শ্বে একটী বৃহৎ পুরাতন মস্‌জিদ্ আছে। মস্‌জিদটী অতিশয় মলিন হইয়া পড়িয়াছে। উহার উপরিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও লতা দ্বারা আচ্ছাদিত। স্থানে স্থানে দুই এক খানি ইটও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখনও এরূপ দৃঢ় অবস্থাম্বিত যে বহু দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে ইহা সহজেই অনুমতি হয়। মস্‌জিদের উপরে চারিদিকে চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুম্বজ আছে। মধ্যে বৃহৎ খিলান। মস্‌জিদে প্রবেশজন্য একমাত্র দ্বার।

কারণ এরূপ কঠিন কাষ্ঠে দৃঢ়-বিনির্ম্মিত যে যত কাল ঐ মস্‌জিদ্ একবারে নষ্ট না হইবে, ততদিন উহাও ভগ্ন হইবে না, মসজিদের সম্মুখে প্রাঙ্গন ও তাহার এক পার্শ্ব সংলগ্ন একটী বৃহৎ ইন্দারা আছে। মস্‌জিদটী চারি দিকেই কতকগুলি আম্র, খর্জ্জুর, পিয়ারা বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ বৃক্ষ গুলি থাকায়, মস্‌জিদের পার্শ্বলগ্ন প্রাঙ্গনটী অতীব সুশ্রী হইয়াছে। মস্‌জিদ্‌লগ্ন এই উঠান অপরিষ্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন। উহার এক ক্রোশ দূরে যে গ্রামের উল্লেখ করা গিয়াছে ঐ গ্রাম ভিন্ন উহার নিকটে আর কোন স্থানেই লোকালয় নাই। তুরুষ্ক দেশীয় একজন মুসলমান উদাসিনী এই মস্‌জিদে বাস করেন। তাঁহাকে বহু-দূরস্থিত জনপদবাসী ব্যক্তিরাও বিল-ক্ষণরূপ জানে। দিল্লীনগরে এই উদাসিনীর বিষয়ে এরূপ প্রবাদ আছে যে উদাসিনী কতক পরিমাণে ঐশ্বরিক ক্ষমতা শালিনী। কোন ব্যক্তির সন্তান অভাবে বংশ রক্ষার অনুপায় ঘটিলে বা কাহারও কোন চিকিৎসাতীত পীড়া হইলে, কি কোন্ বিপদ্ পড়ে তা হলে বা সহসা যে মনস্কাম সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব এরূপ মনস্কামনা অন্তঃকরণে উদিত হইলে ঐ উদাসিনীর আশ্রমে গমন করে। কিংবা তাঁহাকে কোন লোক দ্বারা সকল বিষয় অবগত করা-ইয়া থাকে। উদাসিনী প্রসন্না হইয়া বর দিলে কি বিপদ্‌শান্তির কোন উপায় করিয়া দিলেই তদ্দ্বারা উপকার হয়, এটী সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস। মনু-ষ্যের অন্তঃকরণে যে সংস্কার বদ্ধমূল হয় তাহা সহসা দূরীভূত হওয়া অসম্ভব। এই উদাসিনী সম্বন্ধে জনপদবর্গের হৃদয়ে এমনি এক বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাঁহাকে যে ব্যক্তি একবার দেখিয়াছে কি একবার তাঁহার অলৌকিক ক্ষম-তার বিষয় শ্রবণ করিয়াছে, সেই মনে করে যে উদাসিনী সকল প্রকার বিপ-দকে দূর করিতে সমর্থা। অপুত্রককে সপুত্রক নির্ধনকে ধনী, দুঃখীকে সুখী শত্রুকে মিত্রভাবে বিপদকে সম্পদে পরিণত করিতেও তাঁহার ক্ষমতা আছে। সাধারণের নিকট উদাসিনীর এইরূপ দক্ষতার বিষয় বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়াই সময় সময় অনেক আঢ্য ব্যক্তি বহুদূর পর্য্যটন করিয়াও উদাসিনীর মসজিদে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপাসনা ও মনোরঞ্জন করিতে বাস্তিক হয়। উদাসিনী কখন কোন কোন রাজপুরুষ বা আঢ্য ব্যক্তির অনুরোধে দিল্লীনগরে গমন করিয়া থাকেন এবং তথায় কোন প্রধান ব্যক্তির আশ্রয়ে বা বিখ্যাত মস্‌জিদে আবশ্যকতা হেতু কিংবা ইচ্ছা বশতঃ সপ্তাহ কি ততোধিক কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া পুনরায় তাঁহার আপন মসজিদে আগমন করেন। অনেক রাজকর্ম্মচারী এই উদাসিনীর প্রতি

অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন কেহ রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হইলে তাঁহার প্রসন্নতা লাভ জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতে থাকেন। উদাসিনীর যাতায়াত, জপ এবং মন্ত্র-সিদ্ধকরণ * বিষয় যে সকল ক্রিয়া সাধন করিতে হয় তাহার ব্যয় দিলেই তিনি আপনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং প্রার্থী ব্যক্তির অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকেন। তিনি উহা ভিন্ন কোনরূপ ব্যয় কি পুরস্কার গ্রহণ করেন না। উদাসিনীর পরিধান গেরুয়া বস্ত্র। কেশ মুক্ত। কক্ষে ঝুলী ও এক হস্তে কমণ্ডলু। তাঁহাকে দেখিলে প্রায় অশীতিবর্ষ দেশীয়া এবং বয়স এত আধিক্য সত্বেও বলিষ্ঠা ও তেজস্বিনী বলিয়া প্রতীতি জন্মে। দিল্লী নগরস্থ আমীর ওমরাও এবং অন্যান্য আঢ্যব্যক্তি সকলে এই উদাসিনীকে স্বাধীন ভাবে আপন অন্দরমহলে যাতায়াত করিতে দেন। অনেক বেগমও সময় সময় আপন মহলে লইয়া গিয়া নানারূপ যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। উদাসিনীর নাম নশিনা। সকলে উঁহাকে মাতা সম্বোধন করিতে ভালবাসে, এই কারণ আম্মা নশীনা বলিয়া ডাকে। আম্মা নশীনা এক দিবস বৈকাল বেলা আপন প্রাঙ্গণে বসিয়া আছেন এমত সময় একজন সুন্দর যুবক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভক্তি সংকারে সেলাম করিল। আম্মা নশীনা বসিতে ইঙ্গিত করায় যুবা পুরুষ আম্মা নশীনার সম্মুখে প্রস্তরের উপরে উপবেশন করিল। আম্মা নশীনা বলিলেন, যুবক! তুমি কি নিমিত্ত আমার নিকট আসিলে?

যুবক বলিল। আমার বিশেষ কোন প্রার্থনা আপনাকে জানাইতে ইচ্ছা করি, সেই জন্যই আপনার শ্রীচরণের নিকট আসিয়াছি।

আম্মা নশীনা বলিলেন। আচ্ছা! কিছু বিলম্ব কর; বেলা প্রায় অবসান

---

* মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্ম্মপরায়ন উদাসীন হওয়া সচরাচর দেখা যায় না। মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীমাত্রকেই 'নাপাক' অর্থাৎ অপবিত্রা বলে। কিন্তু যবনী উদাসিনী আম্মা নশীনা আপন ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া সকলেরই নিকট পবিত্রা ও ঐশী ক্ষমতাশালিনী বলিয়া পরিচিতা। আমাদের তন্ত্রোক্ত যোগসাধন প্রভৃতি ক্রিয়া যেরূপ, মুসলমানদিগেরও সেইরূপ সাধন ও জপ প্রভৃতি কার্য্য আছে, তাহা প্রায় অনেকাংশে হিন্দুদিগের তান্ত্রিক ক্রিয়ার সহিত ঐক্য হয়। দাবিস্তান নামক এক পারস্যগ্রন্থ আছে, তাহাতে হিন্দুদিগের তান্ত্রিক ক্রিয়ার ন্যায় মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি বিষয় সাধন করিবার প্রক্রিয়া লিখিত আছে। মুসলমানদের হাজরাত ও চিন্না প্রভৃতি ক্রিয়া অনেকাংশে আমাদের তান্ত্রিক ক্রিয়া সাধনের ন্যায়।

হইল, আমি নমাজ পড়িয়া উঠি। আজি রাত্রিতে তোমাকে এই খানেই থাকিতে হইবে এবং তোমার যাহা বক্তব্য আছে রাত্রিতে অবকাশ মতে সমুদায় শুনিব।

যুবক। রাত্রিতে এখানে থাকায় আপনার কোনরূপ অসুবিধা হ'বে না কি?

আম্মা নশীনা। না; তোমার ন্যায় অনেক প্রবাসী প্রয়াশঃই আমার এই মস্‌জিদে প্রবাস করিয়া থাকে।

যুবক। বনের নিকট কোনরূপ হিংস্র জন্তুর ভয় নাই তো?

আম্মা নশীনা। না; তাহা কিছুই নাই, বিশেষতঃ আমার এই মস্‌জিদের যে কঠিন দ্বার, ইহা বদ্ধ করিলে কোন জন্তুই ইহার ভিতরে সহসা প্রবেশ করিতে পারে না। আমি এই স্থানে কখনও কোনরূপ ভয় প্রাপ্ত হই নাই। তুমি নির্ভয়ে রাত্রি যাপন কর। আর তুমি এখানে না থাকিয়া এখন গ্রামে যাইতে পারিবে না। বেলা শেষ হইয়াছে, আমার সহিত কথা বার্ত্তার পর যাইতে অনেক রাত্রি হইবে। পথে একাকী কিরূপে চলিবে?

যুবক। আচ্ছা! আপনি নমাজ পড়ুন্ আমি এখানেই আছি।

আম্মা নশীনা নমাজ সমাধা করিয়া ওজিফা পড়িয়া উঠিলে সন্ধ্যা হইল। তমোময়ী রজনী ঐ নিভৃত স্থানকে আরও নিভৃত করিতে লাগিল। পার্শ্বস্থ অরণ্যে ও বৃক্ষনিচয়ে পক্ষিগণ আপন আপন কুলায়শ্রয়ী হইল। চারিদিক্ ক্রমশঃ নিঃশব্দ হইয়া আসিল। কেবল পেচকের কর্কশ কণ্ঠরব কোন কোন বৃক্ষ কোটর হইতে নির্গত হইতে লাগিল। চর্ম্ম চটিকা সকল মস্‌জিদের উপরে এদিকে ওদিকে ধপ্ ধপ্ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছু রাত্রি হইলে আম্মা নশীনা যুবককে আহারার্থে কয়েক খানি রুটি প্রদান করিলেন। যুবক আহারান্তে মস্‌জিদে প্রবেশ করিলে আম্মা নশীনা মস্‌জিদের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যুবকের নিকট বসিয়া বলিলেন, আমি অনেক রাত্রি জাগিয়া থাকিতে ভাল বাসি, শীঘ্র শয়ন করিলে আমার নিদ্রা হয় না ও কিছু অসুখও বোধ হয়। আজি তুমি আসিয়াছ তোমার সহিত কথা বার্ত্তায় কিঞ্চিৎ রাত্রি জাগিতে পারিব। তুমি যদি না আসিতে তবে আমি এই নির্জ্জনে বসিয়া কতক রাত্রি পর্য্যন্ত কোনরূপ ধর্ম্মচিন্তা বা উপাসনা করিতাম তাহাতেই অনেক রাত্রি কাটিত। যাহা হউক এখন আমি বিলক্ষণ অবসর পাইয়াছি। তোমার এই স্থানে আসিবার কারণ কি? তুমি ধীরে ধীরে তৎসমুদায় বৃত্তান্ত খুলিয়া বল। কোন কথা গোপন করিও না ও ব্যস্ত হইও না, তাড়াতাড়ি করিলে আমি তোমার কোন উপকারই করিতে পারিব না।

যুবক। মাতৃতুল্যা, আপনাকে সকল কথা বলিতে ভয় ও লজ্জা হয়, যদি

অপরাধ ক্ষমা করেন তবে বলিতে পারি।

আম্মা নশীনা। তুমি নির্ভয়ে আমার নিকট সকল বিষয় বল। আমার নিকট কথা গোপন করিলে আমাদ্বারা কিরূপে উপকার পাইতে পারিবে? আমি তোমার সমুদায় গূঢ়তত্ত্ব না জানিলে কিরূপে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিব?

যুবক। দিল্লীর একজন বণিকের এক কন্যা আছে, তাহার সহিত আমার বিবাহ হয় এই একান্ত ইচ্ছা। ঐ বণিক-কন্যারও এইরূপ অভিপ্রায় কিন্তু তাঁহার পিতা অন্য ব্যক্তিকে কন্যা সমর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এখন কিরূপে আমার মনস্কাম সিদ্ধ হয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার উপায় না করিলে আমার আর গতি নাই। যাহাতে ঐ বণিকের মন পরিবর্ত্তিত হয় ও আমাকে তাঁহার কন্যা সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহাই আমার প্রার্থনা ও এই কারণ আজি আপনার শ্রীচরণের আশ্রয় লইয়াছি। এখন সকলই আপনার ইচ্ছা সাপেক্ষ।

আম্মা নশীনা। এত সংক্ষেপে বলিলে কিছুই হইতে পারেনা। আমি বারংবার বলিতেছি যে সমুদায় বৃত্তান্ত খুলিয়া না বলিলে কিছুই হইতে পারিবেনা। সে কন্যা কাহার, তুমি কে, কি কারণে ও কি প্রকারে ঐ কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছ, ইহার প্রত্যেক বিষয় ভালরূপে প্রকাশ করিতে হইবে, সংক্ষেপের কার্য্য নহে। আমাদ্বারা আপন কার্য্য সিদ্ধ করাইতে চাহ অথচ তোমার মনের কথা সকলই গোপন করিলে; ইহাতে কখনও কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে না। আমাকে পূর্ব্বে সকল বিষয় জানাও তা হলে আমি তোমার কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব।

যুবক পুনরায় আত্মবিবরণ বর্ণনা করিতে লাগিল। তাহাতে উদাসীনী গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বলিল, আবার তাড়াতাড়ি করিতেছ, তা হ'বে না, প্রথমে সকল বিবরণ চিন্তা করিয়া স্মরণ কর, সকল কথা মনে হইলে আমাকে উপাখ্যানের মত বেশ করিয়া শুনাও; আমি বলিয়াছি যে, আমি অনেক রাত্রি জাগিতে ভাল বাসি, তোমার কথা ফুরাইলে কিরূপে জাগিব? যুবক ভাবিল ইনি রাত্রিতে উপাখ্যান শুনিতে ভাল বাসেন বোধ হয়; যাহ'ক এঁকে আদ্যোপান্ত সকল জানাইয়া ইহাঁর সন্তোষ জন্মাইতে চেষ্টা করি। এই বলিয়া আনুপূর্ব্বিক সকল বিরণ স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল।

আমার নাম ইউসফ্‌জা। আমার পিতার নাম মৌলবী-ইস্মাইল্‌। আমার পিতা আরবী ও পারসী ভাষায় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। নগরের অনেক ওমরাও ও নবাবপুত্রগণ আমার পিতার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন। বিখ্যাত সওদাগর মীরআমনের বাড়ীতে

কয়েক বৎসরকাল আমার পিতা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে পারস্য ভাষা শিক্ষা করাইতেন। সেই সময়ে পিতার সহিত আমিও আমীনার পাঠস্থানে যাতায়াত করিতাম। এবং আমীনার পাঠ-গৃহে কখন কখন আমিও পাঠ করিতাম। অল্পবয়স্কা আমীনা ক্রমশঃ আমাকে স্নেহ করিতে ও ভালবাসিতে লাগিল। আমিও আমীনার প্রতি তদনুরূপ অনুরক্ত হইতে লাগিলাম। দিনে দিনে আমীনার কথা আমার অধিক মিষ্ট ও তাহার রূপ-গুণ অতিশয় মনোহর এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহাকে যত দেখিতে পাইতাম, তত বিবেচনা করিতাম যে তাঁহার রূপ লাবণ্য বৃদ্ধি পাইতেছে, কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের উভয়ের পরস্পরের মধ্যে এতদূর ভাল বাসা জন্মিল যে অবশেষে আমি যে দিবস পিতার সহিত আমীনার পড়িবার স্থলে উপস্থিত না থাকিতাম আমীনারও সে দিবস পড়া হইত না। সে শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া সে দিন আর পড়িত না। আমিও যে দিবস পিতার সহিত গিয়া কোন কারণে আমীনার সাক্ষাৎ না পাইতাম সে দিবস আপনার শরীর পীড়িত বোধ করিতাম। যদি কখন আমাকে ও আমীনাকে পিতা মহাশয় পাঠের ঘরে ছাড়িয়া কিছু কালের জন্য আমীনার পিতার নিকট কি অন্যত্র যাইতেন, তাহা হইলেই আমীনা লিখা পড়া ছাড়িয়া আমার মুখের দিকে অনিমিষচক্ষে চাহিয়া থাকিতে ভাল বাসিত। আমিও আপন পাঠ ত্যাগ করিয়া তাহার ঐরূপ দৃষ্টি দর্শন করিতে একান্ত ভাল বাসিতাম। কোন দিবস যদি আমীনার মাতা কোন উপাদেয় আহারীয় দ্রব্য আমীনাকে খাইতে দিতেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অবশ্যই আমাকে দিত। আমি সুবিধা পাইলে তাহার বাটীতেই খাইতাম নতুবা আপন বাটীতে আনিয়া খাইতাম। আমীনা ধনীর কন্যা, আমার পিতা সামান্য গৃহস্থ। কেবল পণ্ডিত বলিয়াই লোকের নিকট মান্য। আমি আমীনাকে কিছুই দিতে পারিতাম না, কেবল সহজে কোন সুমিষ্ট ফল কি উৎকৃষ্ট ফুল পাইলে তাহাই দিতাম। আমীনা সে গুলি যেন বহুমূল্য রত্ন কি উপাদেয় সামগ্রী পাইত ও তাহা যত্ন ও আদরের সহিত গ্রহণ করিত। আমাকে কখন মলিন বা জীর্ণ-বস্ত্র পরিতে দেখিলে তাহা আর না পরি এই বলিয়া সুবিধামত আমার পিতার অগোচরে বস্ত্র ক্রয়ের মূল্য দিত। আমার বয়স যতই বাড়িতে লাগিল আমীনার গুণে ততই আমি বাধ্য হইতে লাগিলাম। এক দিবস আমার পিতা আমাকে আমীনার পাঠের ঘরে ছাড়িয়া আপন বেতন বুঝিয়া লইবার জন্য তাহার পিতার বৈটকখানায় চলিয়া গেলেন। আমি ও

আমীনা একাকী বসিয়া রহিলাম। আমীনা আমার নিকট সরিয়া বসিয়া সে দিন তাহার অতিশয় মাতার বেদনা হইয়াছে আমার হাত দিয়া তাহার কপালদেশে ও মাতার অন্যান্য স্থান কিছু কিছু টিপিয়া দিতে বলিলেন এবং আমার দক্ষিণ উরুর উপরে তাঁহার মস্তক রাখিল। আমি ঐ ঘরের দুয়ারের দিকে ভালরূপ দৃষ্টি রাখিয়া আমীনার মাতায় হাত বুলাইতে ও কিছু কিছু টিপিয়া দিতে লাগিলাম। ক্ষণৈক পরেই আমীনা বলিয়া উঠিলেন যে তাঁহার শিরঃপীড়া দূর হইল। তিনি বলিয়াছেন ঐ বেদনার জন্য সে দিবসে দুই একটী ঔষধও ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মাতার বেদনা ভাল হয় নাই, আমার হস্ত স্পর্শেই নাকি তাঁহার উপশম জ্ঞান হইল। সে বলিয়াছে "তোমার উরুতে মাতাদিয়া যতক্ষণছিলাম ততক্ষণ আমি আপনাকে অতিশয় সুখী বোধ করিয়াছিলাম এবং তোমার হস্তস্পর্শেই আমার শিরঃ পীড়া দূর হইল। আমার মনে সর্ব্বদাই এই ইচ্ছা হয় যে তোমার এই উরুতে মাতা দিয়া শুইয়া থাকি।" আমি বলিলাম, আমীনা! আমার ভাগ্য এতই প্রসন্ন যে এই উরু তোমার মাতার ভার বহন করিবে? যাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন তাহারই উরু তোমার এই কোমল মস্তকের ভার বহন করিবে। তুমি ধনীর কন্যা আমার মত লোক হয়ত ইহার পর তোমাকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক চক্ষেও দেখিতে পাবে না। এখন যে তোমার আমার এত ভালবাসা সে কেবল পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায়। ইহা এইক্ষণেই বিলয় হইতে পারে। হায়! তোমার মধু মাখা কথাগুলি না জানি কোন্ অদৃষ্টশালীর কর্ণে সুধাবর্ষণ করিবে! চিরদিনের জন্যই তোমার অদর্শনে জ্বলিতে ও দুঃখে দিন কাটাইতে বিধাতা আমায় সৃষ্টি করিয়াছেন। কিকুক্ষণেই আমার পিতা আমাকে এই বাটীতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন! এবং কিজন্যেই বা তোমার সহিত এতকাল একত্রে লিখাপড়া করিলাম! তোমার ভাল বাসা আমার মৃত্যুর জন্যই ঘটিয়াছে। নতুবা তুমি আমাকে এত ভাল বাসিবে কেন? তুমি নিশ্চয় জানিও কালে আমার এ দেহ তোমারই কারণ পাত হইবে! সংসারের আর কোন সুখ আমার ভাগ্যে ভোগ করা ঘটিবে না। আমীনা আমার কথায় ছল্ ছল্ চক্ষে বলিল তুমি নিশ্চয় জানিও আমার এ শরীর অপরের হস্তে কদাচ অর্পণ করিব না। আমি চিরকাল তোমাকেই ভাল বাসিয়া আসিতেছি, তোমাকেই ভাল বাসিব। অন্য কেহ আমা হইতে এ ভালবাসা কথনই পাবে না। যদি এই কথার ব্যতিক্রম ঘটে তা হলে আমীনার আর এ জীবন জগতে কখনও তিষ্ঠিবে না। এই

বলিতে বলিতে আমীনার চক্ষের জল বাহির হইল। এমন সময়ে আমার পিতাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমীনা ত্রস্তভাবে চক্ষুর জল পুছিয়া ফেলিল। সে দিবস বেলা শেষ হইয়া গিয়াছে বিধায় আর পড়া শুনা হইল না। পিতার সহিত বাসায় চলিয়া গেলাম। তাহার কয়েক দিন পরেই আমার পিতা আমাকে বলিলেন, আমীনার বয়স এখন তের চৌদ্দ বৎসর হইয়াছে, তুমি প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া উঠিলে, এখন আমার সহিত আমীনার নিকট তোমার যাওয়া আর উচিত নহে। এই বলিয়া আর আমাকে তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় আমীনার নিকট লইয়া যাওয়া ক্ষান্ত করিলেন। পিতার কথা শুনিয়া আমার শরির রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চারিদিক অন্ধকার বোধ হইল। জ্ঞানশূন্য হইলাম! পিতাকে আর পুনরায় এবিষয় কিছুই বলিলাম না। অন্য কাহার নিকটও মনের ভাব প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু তদবধি আমার এই শরীর তেজোহীন ও ক্ষীণ হইতে লাগিল। কখন কখন মনে ভাবি আমি কে? তাঁহার জন্য আমি কেন চিন্তা করি? ইহাত জানাই আছে যে অমীনা ধনীর কন্যা। আমার ন্যায় অবস্থা'র লোক অমীনাকে কখনই লাভ করিতে পারে না। যাহা না পাইবার যোগ্য সামগ্রী তাহার জন্য মন এত উতলা হইল কেন? কেন ব্যস্ত হইলাম, হায়! পরের ভাবনায় নিজের শরীর ক্ষয় এ বিপদ কেন ঘটাইতেছি? এখন আমীনাকে দেখিনা, তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারি না, তিনি আমার জন্য একটুও ভাবেন কিনা তাহা জনিনা অথচ দিবা নিশি তাঁহারই ভাবনা করি, এ কেমন! এ কোন্ রোগগ্রস্ত হইলাম? কেনই বা বাল্যাবধি তাঁহাকে ভাল বাসিতে ছিলাম। শেষে এই ঘটিবে ইহা যদি তখন জানিতে পারিতাম তবে এখন কোন রূপেই এরূপ ঘটিতে পারিত না। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে আমার শরীর ব্যাধিগ্রস্তের ন্যায় হইয়া আসিল। এদিকে নিজের বিষয় ভাবনা করি, আবার ভাবি আমীনাই বা কি ভাবিতেছেন। তাঁহার সরল মনেরই বা কি দশা ঘটিল, তাহা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। আমি এই সকল চিন্তায় দিনপাত করি। অনুমান একমাস পরে আমার পিতা আমাকে বলিলেন যে আমীনা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাহার পাঠ ক্ষান্ত হইল। তাহার পিতা আর শিক্ষকের নিকট তাহাকে পড়িতে দিবেন না। আমি উহা শুনিয়া আরও চিন্তা করিতে লাগিলাম, আমীনা বুঝি শীঘ্রই অন্যের হস্তে অর্পিতা হইবে এবং আমাদিগের পরস্পরের ভাল বাসা শীঘ্রই এক কালে শেষ হইয়া যাইবে। হয়ত সময়ে সে আমাকে এক বারেই বিস্মৃত হইবে। একদিন আমি আড়ালে থাকিয়া

পিতার মুখে শুনিতে পাইলাম আমীনার পিতা নাকি স্থির করিয়াছেন, ধনে, মানে, ও কুলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্র না পাইলে আমীনাকে কখন ও বিবাহ দিবেন না। ইহাতে আমীনার বয়স যদি অধিকও হয়, তাহাতেও তিনি দোষ জ্ঞান করিবেন না। যে সময় আমার নিকট পিতা, আমীনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমার প্রতি আমীনার যে কতক পরিমাণে অনুরাগ জন্মিয়াছিল তাহা তিনি টের পাইয়াছেন, ইহাও ভাবে প্রকাশ করিলেন আমি শুনিয়া আপনাকে লজ্জিত জ্ঞান করিলাম। এইরূপে অনুমান দুই তিন মাস অতিশয় মনঃ কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলাম। আমার পিতাও আমাকে বিবাহ দিবার জন্য অনেক স্থলে পাত্রীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এক দিবস আমি মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিয়া শয়ন গৃহে বসিয়া আছি। আমার নিকট তখন আর কেহই নাই। ঐ সময়ে হটাৎ একটী বৃদ্ধা গোয়ালিনী আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল, তোমার সহিত আমার কিছু বিশেষ গোপনীয় কথা আছে। আমি শশব্যস্তে বলিলাম আমার নিকট কি কথা আছে? এখনই বল। গোওয়ালিনী বলিল যে কথা আছে তাহা অতিশয় গোপনে বলিতে হইবে। আমি ত্রস্তভাবে উঠিয়া বাহিরের আঙ্গিনার এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম ও চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম যে নিকটে আর কেহই নাই, পিতাও ভিতর বাটীতে আছেন। আমি গোওয়ালিনীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলাম কি কথা আছে শীঘ্র বল, আমি শুনিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। গোওয়ালিনী বলিল ব্যস্ত হওয়ার কার্য্য নয়। ধীরেই সকল কার্য্য ঘটিয়া থাকে। আমি বলিলাম যে আমি ব্যস্ত হই নাই। পাছে কেহ আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা আর নির্জ্জন সময় কদাচ পাইব না।

গোওয়ালিনী বলিল, আচ্ছা! তোমার সহিত মীর আম্মনের কন্যা একত্র পড়িত কিনা? ও সেই সময়ে তোমাদিগের মধ্যে আপন আপন মনের কথা খুলিয়া বলিতে কিনা? আমি বলিলাম হাঁ, তুমি যাহা বলিলে যথার্থ বটে। গোওয়ালিনী বলিল, আজি কালি তোমাকে আমীনা দেখিতে না পাইয়া বড় দুঃখে ও বিষণ্ণ অবস্থায় আছে। তাহার নাকি আহার নিদ্রা কিছুই ভাল বোধ হয় না। একবার সে তোমাকে দেখিতে চায়, আমাকে অনেক মিনতি করিয়া এই কথা তোমাকে বলিতে বলিয়াছে। আমি বলিলাম, এখন আমীনা সর্ব্বদা বাড়ীর ভিতর বদ্ধ থাকে। আমাকে কোথায় কিরূপে দেখিতে পাইবে? গোওয়ালিনী বলিল। কালি বৈকাল বেলায় মীর

আপনের বাড়ীর সম্মুখে যে চৌরাস্তা আছে ঐ রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিও ও এদিক্ ওদিক্ একটু একটু হাঁটিয়া বেড়াইও। আমীনা তাঁহার পিতার অন্দরের বড় বালাখানার উপরে উঠিয়া তোমাকে দেখিতে পারিবেন। আমি বলিলাম আচ্ছা, তাহা অবশ্যই করিব। ভাল ! আমীনাত আমাকে দেখিতে পাইবেন কিন্তু আমি তাঁহার আর কখন সাক্ষাৎ পাইব কিনা ? গোওয়ালিনী বলিল, হাঁ. আবশ্যক মত অবশ্যই সাক্ষাৎ পাইবে, গোওয়ালিনী আরও বলিল যে তাহার নিজের বাড়ীতে গেলে সুবিধা মত সে সকল কথা বার্ত্তা বলিতে পারিবে এবং আমীনার পিতার বাড়ীতে যেরূপ ভয় করিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা কহিতে হইত তাহার বাড়ীতে সেরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি বলিলাম বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিলে সময় সময় আমি তোমার বাড়ীতে যাইব। গোওয়ালিনী তাহাতে তাহার বাড়ীর ঠিকানা উত্তমরূপে বলিয়া বিদায় হইয়া গেল। সে সমুদায় দিন কেবল নানা রূপ চিন্তায় শেষ হইল, রাত্রিতে কিছুমাত্র নিদ্রা হইল না, এ পাশ ও পাশ করিলাম মাত্র। কখন ভাবিলাম রাত্রি শেষ হইয়াছে। এখনই চৌরাস্তায় যাইয়া দাঁড়াই। কখন ভাবিলাম রাত্রি তো শেষ হয় নাই, এখন কেন তথায় যাইতে চাহি ? আমি গেলেই বা কি ? এখন আমীনাত বালাখানায় উঠিবে না। কখন ভাবিলাম এই রাত্রিটা পোহাইলেই বা কি, অপরাহ্ন পর্য্যন্তত আমাকে এ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে। দিবসের অধিকাংশ বেলা ও রাত্রি একবারেই শেষ হইয়া গেলে ভাল হয়। আবার ভাবি, আমার কথাতেই কি ঈশ্বরের সৃষ্টির যে নিয়ম তাহার বিপরীত ঘটিবে ? কখন কখন মনে ভয় হইতে লাগিল বাতুল হইলাম নাকি ? বাস্ত হইলে সকল কার্য্যই নষ্ট হইবে, আর আমার চৌরাস্তায় যাওয়াতেই বা ফল কি ? কেবল মনের চিন্তা অসুখ বাড়ান বইত আর কিছুই হবে না ? আমার হাতে ত আমীনা কখনই সমর্পিতা হবে না। তবে তাহাকে দেখিয়া কি কায ? এই বৃথা চিন্তা না করিয়া এতক্ষণ নিদ্রা গেলেত শরীরের কিছু স্বাস্থ্য হইত। পুনরায় ভাবি, নিদ্রা কেমন করিয়া আসিবে, চিন্তা থাকিতে নিদ্রা কখনই হইতে পারে না, চিন্তাই বা কিরূপে ত্যাগ করি ? হয় আমীনার সহিত মিলন নতুবা আমার মৃত্যু ইহার কোন একটী না ঘটিলেত চিন্তা আমাকে ত্যাগ করিতে পারেনা। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি শেষ হইল, বিকাল না হওয়া পর্য্যন্ত যে কষ্টে ছিলাম তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। ক্রমে বেলা শেষ হইল দেখিয়া তাড়াতাড়ি আমীনার বাটীর সম্মুখে যে চৌরাস্তা আছে তথায়

গেলাম এদিক্ ওদিক্ হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু চৌরাস্তার সীমা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গেলাম না। ক্ষণৈক পরে দেখি, মীর আম্মনের বাটীর ভিতরের বড় বালাখানার উপর দুইটী সুন্দরী যুবতী দাঁড়াইয়া নগরের দিকে চাহিয়া আছে। উহার একটী আমার চিন্তার সার-ধন আমীনা। কিন্তু অধিক দূর বলিয়া ভালরূপ তাঁহার শরীর ও মুখ দৃষ্ট হইল না। যাহা হউক যাহা দেখিয়াছি তাহাকেই চিনিতে পারিয়াছি যে ঐটী আমীনা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ধকার না হইল ততক্ষণ পর্য্যন্ত চৌরাস্তাতেই থাকিলাম। অন্ধকার হইলে নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে আপন বাসায় চলিয়া গেলাম। তাহার দুই তিন দিন পর গোওয়ালিনীর বাটীতে যাই। গোওয়ালিনীর বাটী সহরের মধ্যে নির্জ্জন স্থান। বেগমবাজারের বড় বড় দোকান ও বাড়ীগুলির পিছারার দিকে একটী গলি দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। কিছু দূরে গেলে ঐ গলির মাতায় বামপার্শ্বে গোওয়ালিনীর দুই খানি খাপরার ঘর দেখা যায়। উহা একটী ছোট প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ঐ প্রাচীরের ভিতরে আম, জাম, পিয়ারা প্রভৃতির গাছ আছে। গোওয়ালিনীর উঠানের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে কয়েকটী গোলাব ও বেলীর চারাও আছে। আঙ্গিনার মধ্যভাগ পরিষ্কৃত ও পরিপাটী। আমি ঐ বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখি প্রাচীরের দুয়ার বন্ধ, ভিতরে মানুষ আছে। দুয়ারে দুতিন বার ধাক্কা দিলে গোওয়ালিনী আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি একজন বলবান্ মুসলমান তাহার উত্তরের বারাণ্ডায় বসিয়া আছে। গোওয়ালিনী আমাকে আঙ্গিনায় বসিতে বলিল ও ঐ বলবান্ পুরুষটীকে দুধ আনিবার জন্য আর একজন গোওয়ালের গোশালায় পাঠাইল। তখন আমি ও গোওয়ালিনী নির্জ্জনে আমীনার বিষয় নানারূপ কথা বলিতে লাগিলাম। গোওয়ালিনী বলিল আমি শুনিয়াছি তুমি গত কল্য ও পরশ্ব এই দুই দিনই চৌরাস্তায় গিয়া বেড়াইতেছিলে। আমীনা তোমাকে দেখিয়াছে বটে, কিন্তু দূরত্ব হেতু ভালরূপ দেখিতে পায় নাই কিকরা; নিকটে দেখিবার কোন সুযোগ নাই, বিনা কার্য্যে আমীনার পিতার বাড়ী গেলে তিনি হয়ত তোমার উপর কোনরূপ সন্দেহও করিতে পারেন। আর বড় লোকের বাড়ী তোমার বিনা কার্য্যে যাওয়াও উচিত নয়। যাহা হউক আমীনার বাড়ীতে ইদ্, মহরম, কি অন্য কোন পর্ব্বোপলক্ষ্যে অবশ্য যাইবে, তাহা হইলে তোমাকে আমীনা ভাল করিয়া দেখিতে পাবে। আমি বলিলাম পর্ব্ব কি তামাসা ত প্রত্যহ হয় না? যখন হইবে তখন কি আর কথা আছে? ভাল, এক্ষণকার উপায় কি? গোওয়ালিনী বলিল, সে বিষয়বিশেষ বিবেচনা ও আমী-

নার সহিত পরামর্শ করিয়া পরে তোমাকে বলিব। আর আমীনা আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি মনে মনে যেরূপ সংকল্প করিয়াছে তাহা কখনও ভাঙ্গিতে পারিবে না। অন্যের হস্তে প্রাণ থাকিতে আমীনা কখনও পড়িবে না। তোমাকে বৃথা চিন্তায় শরীর নষ্ট করিতে বারণ করিয়াছে। তিনি বলেন ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই ঘটিবে। মানুষের চিন্তায় কোন কায সফল হইতে পারে না। গোওয়ালিনী আরও বলিল যে আমীনাত তোমাকে শান্ত করিবার জন্য নানারূপ কথা বলেন বটে কিন্তু তিনি নিজেই দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার আর স্ফূর্ত্তি ও অঙ্গলাবণ্য নাই। আমি গোওয়ালিনীকে বলিলাম, তুমি আমার পক্ষ হইতে বলিও যেন আমীনা আমার জন্য চিন্তা করিয়া শরীর ক্ষয় না করেন। আমি তাহাকে আরও বলিলাম কোন কায হউক বা না হউক আমি তোমার এই বাটীতে সময় সময় আসিব ও আমীনার বিষয় দুচারিটা কথা তোমার নিকট শুনিব। তুমি যেন তাঁহার তত্ত্ব দিতে কখনও আমার প্রতি বিরক্ত হইও না। তোমার বাড়ীতে যে বলবান্ পুরুষটীকে দেখিলাম সে যেন কখন আমার যাতায়াতের ব্যাঘাত না জন্মায়। গোওয়ালিনী বলিল না; তাহাকে কোন ভয় করিও না। ও লোকটী আমারই চাকর। যে সকল গোওয়ালায় আমার দুধের দ.দন আছে ঐ সকল হইতে দুধ আনা ও রাত্রিতে আমার বাটীতে পাহারা দেওয়া উহার কায। সে কেন তোমাকে যাতায়াত বিষয়ে বারণ করিবে? তুমি সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাক। আর যখন ইচ্ছা হয় আমার বাড়ীতে আসিবে। আমি যতদূর পারি তোমাকে আমীনার সকল তত্ত্ব জানাব। সে দিবস এই কথাবার্ত্তা বলিয়া গোওয়ালিনীর বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলাম এবং প্রত্যহই বৈকাল বেলায় একবার করিয়া চৌরাস্তায় ও দু এক দিন পরেই গোওয়ালিনীর বাড়ী যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার মাতা বাড়ীর ভিতর থাকেন, পিতা আপন উপজীবিকার জন্য ব্যস্ত। তাঁহারা আর এ সকল বিষয় কিছুই টের পাইলেন না। কিছু দিন পরে এক দিন গোওয়ালিনী আমাকে বলিল যে আমি আমীনার সহিত তোমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারি। কিন্তু তোমাকে কিছু সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। আর পূর্ব্বে এ বিষয় আমীনার সহিত পরামর্শ করিয়া পরে তোমার সাক্ষাতের উপায় করিয়া দিব। আমি এই কথা শুনিয়া যে কিরূপ আহ্লাদিত হইলাম, তাহা এক মুখে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। গোওয়ালিনী বলিল ব্যস্ত হইও না! সাধারণ কথায় বলে "সবুরে মেওয়া ফলে" কয়েক দিন বিলম্ব কর যাহা বলিলাম তাহা অবশ্য করিয়া দিব। সে দিন ঐ

কথা শুনিলে পর স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে আছি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এইমাত্র বুঝিলাম যে পূর্ব্বাপেক্ষা আমার মন সহস্র গুণে প্রফুল্ল ও উৎসাহান্বিত হইয়াছে। তার পর অনুমান একমাসকাল আর গোওয়ালিনী সহ আমার কোন কথা হইতে পারে নাই। আমার পিতা কোন কার্য্য বশতঃ আমাকে আগরায় আমার পিশীর নিকট পাঠান। তথা হইতে কিছু দিন পরে বাটী আসি এবং তৎপর পুনরায় গোওয়ালিনীর বাড়ী যাই। সে দিন গোওয়ালিনী আমাকে বলে যে তুমি এত দিন এখানে উপস্থিত থাকিলে হয়ত তোমার সহিত আমীনার সাক্ষাৎ হইত। কিন্তু তুমি এখানে না থাকায় তাহা ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। যাহা হউক কালি বিকালবেলায় অবশ্য আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবে। আমি সে দিন বিদায় হই ও পরদিন গোওয়ালিনীর কথা মত তাহার নিকট উপস্থিত হই। গোওয়ালিনী বলিল, আমি সব ঠিক করিয়াছি। তুমি আজি সন্ধ্যা পরে মীর আম্মনের অন্দর মহলের লাগা বাগানের উত্তরদিকের দেওয়ালের মধ্যে যে একটী খিড়্কীদুয়ার আছে, চাঁদ মহলের গলি দিয়া ঐ খিড়্কীদুয়ারের নিকট উপস্থিত হইবে? তাহা খোলা দেখিতে পাইলে উহা দিয়া কোন রূপে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিও; তাহা হইলেই আমীনার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। আমি বলিলাম আচ্ছা আমীনাত ঠিক আছে? গোওয়ালিনী বলিল সে বিষয় তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি বেলা শেষ করিবার জন্য গোওয়ালিনীর সহিত আমীনার সম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলাম; তৎপরে তাহার বাটী হইতে বাহির হইতে হইতেই সন্ধ্যা হইল। আমি একবারে তাড়াতাড়ি মীরআম্মনের অন্দর মহলের লগ্ন বাগানের উত্তর দিকে যাইতে লাগিলাম এবং পথে মনে মনে নানা রূপ চিন্তাও করিলাম। ভাবিলাম, আমীনার সহিত দেখা হইলে তাহাকে কিকি বলিব? কিরূপ কথা বলিলে তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব? আমার আজ কি শুভ দিন! বহুদিনের দুঃখ, চিন্তা ও ক্লেশের পর আজি আমীনার কমলমুখ দেখিতে পাইব। এই ভাবিতে ভাবিতেই খিড়্কীর নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখি উহা খোলা আছে। আমি ব্যস্ত হইয়া আমার দক্ষিণপা ও অর্দ্ধশরীর খিড়্কীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছি আর একপা প্রবেশ করাইতে পারিলেই বাগানের ভিতর উপস্থিত হইতে পারি। অমনি দেখিতে পাইলাম, দক্ষিণদিকে ছোট পুষ্করিণীর ধারে একজন পুরুষ হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। বোধ হইল তাহার পাছে আর একটী পুরুষও আছে। বাগানের মধ্যে উহারা উভয়ে যেন কিকি কথা বলিতেছে এবং এদিক্ ওদিক্ হাঁটিতেছে। কোন দিকেই কোন স্ত্রীলোক

নাই। আমার আত্মা উড়িয়া গেল, তৎক্ষণাৎ খিড়্‌কীর বাহিরে পড়িলাম। খিড়্‌কীর কাট একটু শব্দ করিয়া উঠিল। তখন অন্ধকার হইয়াছে বলিয়াই পুরুষ দুইটী আমার বিষয় টের পায় নাই, তাহারা অন্য মনে অন্য দিকে মুখ দিয়া বেড়াইতেছে। খিড়্‌কীর দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই! খিড়্‌কীর শব্দও শুনিতে পায় নাই, তাহা হইলে উহারা অবশ্যই আমার দিকে আসিত। উহাদিগকে আমার বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিবেচনা করিয়া পুনরায় খিড়্‌কীর নিকট দাঁড়াইয়া বাগানের মধ্যদিকে দেখিতে লাগিলাম। দেখি বাগানের ভিতর মীরআম্মনও তাঁহার একজন চোপদার বেড়াইতেছে। অন্ধকার ও তাড়াতাড়ি প্রযুক্ত প্রথমে উহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলাম না। আমি একবারে হতাশ হইয়া বাসামুখে যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু পা যেন আর চলে না। মনে নানা মত ভাবনার উদয় হইতে লাগিল। বাগানে আসিতেই বিলম্ব হইয়াছে? কি ইহার পরে অমীনা বাগানে আসিবে, কি গোওয়ালিনী মিথ্যা আশা দিয়াছে? কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কি বিপদ! যদি একবারে বাগানে প্রবেশ করিতাম তবে আমীনার পিতা এককালে প্রাণে বধ করিতেন। যদি কার্য্য হইল না তবে কেন বিপদে পড়িতে ছিলাম। পরিশ্রম, আশা, যত্ন সকলই বিফল হইল!!! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড হইল। সহসা খিড়্‌কী দুয়ার ছাড়িয়া আসিতে মন উঠিল না। আর একবার খিড়্‌কী দিয়া বাগানের ভিতর দিক দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম বাগানের ভিতর জনশূন্য। মীর আম্মান কি তাঁহার চোপদার কেহ তথায় নাই। আমীনা কি অন্য স্ত্রীলোকও নাই। . আমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। কি করি, ভাবিতে লাগিলাম। এই সময় দেখি গলির উপর দিয়া চারি জন লোক আমার দিকে আসিতেছে, কিন্তু তখনও কিছু দূরে আছে। অমনি তাড়াতাড়ি গলির উপর উঠিলাম। মনে কেমন ভয় জন্মিল ভাবিলাম, মীরআম্মন বুঝি টের পাইয়াছে। এবং তাঁহার লোকেরা আমাকে ধরিতে আসিতেছে। তখন ঐ লোকেরা যে দিক হইতে আসিতেছিল। তাহার বিপরীত দিকে দৌড়িতে লাগিলাম। কিছুদূরে গিয়া ফিরিয়া দেখি আমার পাছে কোন লোক নাই। যাহাদিগকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলাম তাহারা অন্য কোন স্থানে চলিয়া গেল। এইরূপ বিশ্বাস হওয়ায় আমার কিছু সাহস জন্মিল ও ধীরে ধীরে আপন বসায় চলিয়া গেলাম। সে রাত্রিতে আহার নিদ্রা কিছুই হইল না। চিন্তার উপর চিন্তা। ভয় বিস্ময়, নিরাশা, হইতেই রাত্রি শেষ হইল। প্রত্যুষে

উঠিয়া মনকে একটু প্রবোধ দিবার জন্য ফরহাদ ও শিরীর কেচ্ছা পড়িতে লাগিলাম। পড়িতে পড়িতে বেলা এক প্রহর অতীত হইয়া গেল। দেখি গোওয়ালিনী হাতে দুধের বাসন সহ খানিক দুধ সঙ্গে নিয়া উপস্থিত। তখন আমার পিতা বাহির বাড়ীতেই আছেন। গোওয়ালিনী বলিল কেহ দুধ নিবে? আমি বলিলাম, আমার পিপাসা হইয়াছে, একটু দুধ খাইয়া জল খাব। মূল্য স্থির করিয়া একসের দুধ লইলাম। পিতা বাহিরে বসিয়া আছেন বলিয়াই গোওয়ালিনীকে কিছু বলিতে পারিলাম না। সেও সম্পূর্ণ অপরিচিতার ন্যায় দুধের বিষয় ভিন্ন অন্য কোন কথাই বলিল না। দুধের পয়সা লইয়া যাইতে লাগিল। যখন সে পথে উঠিল, আমি আমার উঠানে হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমি উঠানের এক মাথায় দাঁড়াইয়া সময় সময় গোওয়ালিনীর দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমার পিতার বসিবার স্থান হইতে গোওয়ালিনী যে পথ দিয়া যাইতেছিল সে পথ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু আমি বরাবর উঠানে থাকিয়া তাহাকে দেখিতেছিলাম। গোওয়ালিনী কিছু দূর গিয়া একটু পাশ কাটিয়া দাঁড়াইল ও আমার দিকে চাহিয়া একখানি ক্ষুদ্রাকার ভাঁজান কাগজ পথের বামপার্শ্বে ফেলিয়া দিল ও মাথা নাড়িয়া একটু ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া গেল। গোওয়ালিনী অনেক দূরে গেলে আমি হাটিতে হাঁটিতে পথে উঠিলাম ও কৌশলক্রমে কাগজখানি কুড়াইয়া তুলিলাম এবং বাটী আসিয়া একেবারে আমার শয়ন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। বালীশে ঠেশ দিয়া পত্রখানির ভাঁজ খুলিয়া দেখি, উহা আমার সেই ধ্যান-মূলা জীবনসর্ব্বস্ব আমিনার লিখা। আমি ব্যগ্র চিত্তে পড়িতে লাগিলাম, পত্রে লিখিত আছে,—

"কালি বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম। আমি বাগানে গিয়া ভিতর হইতে খিড়কীর দুয়ার খুলিয়া রাখিয়া এ'দিক্ ও'দিক্ বেড়াইতেছি, এমন সময়ে পিতা মহাশয় তাঁহার একজন খোজা চোপদার সহ উপস্থিত হইলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি কেন একা আসিয়াছ? তোমাদিগকে এমন করিয়া একা একা বেড়াইতে বার বার নিষেধ করি, তোমরা আমার কথা শুন না? আমার বুদ্ধি উড়িয়া গেল। বেলা অলীকে বাগানের দুয়ারে রাখিয়াছিলাম, পিতা যে বাগানের ভিতর আসিতেছেন এ বিষয় সে আমাকে জানাইতেও অবকাশ পায় নাই। তিনি একবারে বাড়ী হইতে বাগানের ভিতর উপস্থিত হইয়াছিলেন। পিতা আমার নিকট আসিলে পর তাহার কিছু পাছে বেলাঅলী আমার নিকট আসিয়া পঁহুছিল। পিতা তাহাকেও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। বেলাঅলী তখনই পিতাকে বলিল আমরা কতকটা ফুল তুলিয়া লইতে আসিয়াছি; এখনই

যাইব, বিলম্ব করিব না। পিতা বলিলেন, এ সময় ফুল তুলিয়া কাজ নাই বাড়ীর ভিতরে যাও। আমরা অবাক্, হতবুদ্ধি ও ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বাগান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। পিতা বাগানেই বেড়াইতে লাগিলেন। বাড়ীতে আসিয়া সমুদায় রাত্রি কেবল তোমর বিষয়ই চিন্তা করিয়াছি। কি জানি পিতা তোমাকে দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে কত বিপদই ঘটিবে তাহা বলা যায় না। কিন্তু বেলাঅলি দ্বারা গোপনে গোপনে তত্ত্ব লইয়াছিলাম যে বাগানে কোন গোল হয় নাই। যাহা হউক তত্রাপি তোমার জন্য অতিশয় চিন্তিত আছি। কালিকার কি বিবরণ সমুদায় লিখিয়া জানাইবা, নতুবা চিত্ত স্থির হইতেছে না। আর গোপনে প্রণয় বড় কষ্টকর, ইহা হইতে নানামত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহিতে হয়। ভবিষ্যতে আমরা আর কখনও ব্যস্ত হইয়া কোন কর্ম্ম করিব না; ইহা আজি হইতেই প্রতিজ্ঞা করি। তোমার জীবনে কষ্ট দেওয়া আমার উচিত নয়। গোপনে এ সকল কার্য্য করিতে গেলেই এক সময় না এক সময় কষ্ট পাইতে হইবে। অতএব আমরা ভবিষ্যতে উভয়েই সাবধান হইয়া চলিব। আর ইহা জানিও বিধাতা সুযোগ না দিলে মানুষ চাতুরী করিয়া সুযোগ ঘটাইলে তাহাতে কখনই চিরদিন সুখে যাইতে পারে না। গোপনে চাতুরী-দ্বারা যে সুযোগ পাওয়া যায় তাহা অতি অল্প কাল স্থায়ী ও নানারূপ বিপদ জনক অতএব যে পর্য্যন্ত বিধাতা সানুকূল না হন, সে পর্য্যন্ত আমাদের পরস্পর গোপনে সাক্ষাতের আশা পরিত্যাগ করা উচিত। তুমি ও আমার জন্য এত দূর ব্যাকুল হওয়া ক্ষান্ত হও। আর আর সকল কথা গোওয়ালিনীর মুখে শুনিতে পাইবা।”

পত্র খানিতে শিরোনামাও নাই ও আমীনার নামও নাই। কেবল আমীনার হাতের লিখামাত্র। আমি এই পত্র পাওয়া অবধি আমীনার সহিত গোপনে সাক্ষাতের আশা পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু সময় সময় গোওয়ালিনীর নিকট গিয়া আমীনার সংবাদ নিতাম আমীনাও সময় সময় গোওয়ালিনী দ্বারা আমাকে নানারূপ আশা দেয়, ও তাহার মনের দুঃখ জানায়। কখন কখন আমীনার হাতের লিখা পত্রও পাই। এই রূপে এক বৎসরের অধিক কাল গত হইল। আমি আমীনার চিন্তায় উন্মাদ প্রস্তের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছি। এখন আবার শুনিতেছি যে তাহার নাকি মোরাদের সহিত বিবাহ হইবার কথা স্থির হইয়াছে কিন্তু মোরাদের সহিত বিবাহ হওয়া আমীনার একবারে ভয়ানক অনিচ্ছা। তিনি পণ করিয়াছেন, আপন প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিবেন কিন্তু কখনই মোরাদের হস্তগতা হইবেন না। তিনি মোরাদের

ধন, মান ও রূপে ভুলিবেন না। তিনি আমাকে লিখিয়াছেন, যে মন (গোপনেই হউক আর প্রকাশ্যেই হউক) একবার আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন সেই মন আর মোরাদকে দিতে পারিবেন না। আমি ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি মোরাদের সহিত আমীনার বিবাহ হইলে এ জীবন আর কদাচ ধারণ করিব না।

ইউসফ্ জা আমীনার সহিত তাহার প্রণয়ের আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রকাশ করিয়া উদাসিনীকে বলিল, মাতঃ! আমার সমুদায় বৃত্তান্ত আপনার চরণে নিবেদন করিলাম, এখন কি উপায়ে মোরাদের সহিত আমীনার বিবাহ না ঘটে, কি উপায়ে আমীনার পিতার মন ফিরিয়া যায় এবং কিসে আমীনা আমার হস্তগতা হয়, আপনাকে ইহার সুবিধা করিয়া দিতে হবে; এই আমার নিবেদন। আপনি না করিলে উহা আর কেহই করিতে পারিবে না। আপনার যশঃ ও ক্ষমতার বিষয় শুনিয়া আমার দুঃখ কাহিনী জানাইতে আসিয়াছি। আপনি প্রসন্না হইলেই আমার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে। আমীনা ও আমি জীবন দান পাইতে পারি। নয়ত আমাদের আর গতি নাই। আপনি কৃপা কটাক্ষে শত শত লোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। আমার এই প্রার্থনা আপনার কাছে অতি সহজ। জগদীশ্বর আপনাকে যে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়াছেন তাহাতে আপনা দ্বারা আমার ন্যায় বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তির উপকার না হইলে আর কাহা দ্বারা হইবে? এ দায় হইতে আপনি ভিন্ন আর কে পরিত্রাণ করিতে পারে? এখন সকলই আপনার ইচ্ছা।

উদাসিনী অনেক ক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতা প্রতি মাসে কত টাকা উপার্জ্জন করেন।

ইউসফ্ বলিল। তিনি কোন কোন বড় লোকের বাটীতে মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন ও সময় সময় কাহারও বাটীতে পড়াইতে নিযুক্ত হন। ইহাতে তিনি অনুমান গড়ে মাসিক পঞ্চাশ কি ষাট টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

উদাসিনী। তোমার পিতার পোষ্য কতটী ও কিকি ব্যয় আছে?

ইউসফ্। আমার পিতার সর্ব্বশুদ্ধ নয়জন পোষ্য, মাসিক ব্যয় সমুদয়ে চল্লিশ টাকা পড়িয়া থাকে।

উদাসিনী। আমা দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ করাইতে গেলে বিস্তর ব্যয়ের আবশ্যক। বাছা! তোমা দ্বারা ঐ খরচ কিরূপে কুলান হইবে?

ইউসফ্। আমি অতি অর্থহীন। একে আমার পিতা অতি অল্প উপার্জ্জন করিয়া কায় ক্লেশে সংসার নির্ব্বাহ করেন, তাহাতে কোনরূপে নিয়মিত ব্যয়টী চলিয় যায়। যে কিঞ্চিৎ পরিমাণ টাকা আমার পিতা মাসে মাসে সঞ্চয় করিতে

পারেন তাহার এক কপর্দ্দকও আমার হাতে পড়ে না। এ অবস্থায় আমি কোথায় টাকা পাইব? মাতঃ! আমার আশা আপনার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছে। যদি আপনার ন্যায় ক্ষমতাশালিনী দেবীর আশ্রয় লইয়া আমার কামনা সিদ্ধ না হয় তবে ইহা আমার অদৃষ্টের ফল।

উদাসিনী। রে মূর্খ! আমি কখনও কাহারও কোন কার্য্য করিয়া এক পয়সাও লাভ করি নাই ও লাভ করিতে চাই না। কেবল আমাকে নানারূপ ক্রিয়া সাধন করিতে হয় বলিয়াই তাহার খরচ আবশ্যক। তুই কি ভাবিয়াছিস্ যে, আমি পয়সা উপার্জ্জন করিতে চাই? এই ভাবিয়া আপনাকে নিষ্কপর্দ্দক বলিয়া পরিচয় দিলি! কেন তুই আমীনার নিকট হইতে গোপনে খরচ বলিয়া কিছু অর্থ লইতে পারিস্ নাই? যদি কিছু আনিয়াছিস্ তবে এখনি তাহা দে, ও আরও পরে বিলক্ষণরূপে খরচ না যোগাইলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে না।

ইউসফ্। মাতঃ! আপনার নিকট যদি সকল বিষয় ভাঁড়াইব তবে আর এতদূর পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছি কেন? এই বলিয়া ইউসফ্ মৌনভাবে রহিল।

যখন ইউসফ্ ও উদাসিনীর এই পর্য্যন্ত আলাপ হয়, তখন রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে মস্‌জিদের বাহিরে হঠাৎ ধপ্‌ধপ্ করিয়া শব্দ ও মস্‌জিদের দুয়ারে আঘাত হইতে লাগিল। উদাসিনী উঠিয়া মস্‌জিদের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল ও বাহিরে যেন কাহার সহিত ছোট করিয়া কথা কহিতে লাগিল। ইউসফ্ ঘরের ভিতর শুইয়া ভাবিতে লাগিল, এ আবার কি ব্যাপার। এ বেশীত অর্থ পিশাচিনী। যেমন বলিয়াছি সঙ্গে টাকা নাই ও কোন টাকা দিতে পারিব না, অমনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আবার এত রাত্রিতে একি ঘটিল, বাহিরে এ বন প্রদেশ দিয়া কে উপস্থিত হইল? ইউসফ্ জড় সড় অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

ক্ষণেক পরে পাঁচ জন বলিষ্ঠকায় হাব্‌সী মস্‌জিদের ভিতর প্রবেশ করিল। উহাদের প্রত্যেকের হস্তে একটী করিয়া বল্লম, কোমরে পিস্তল ও পেস্কবজ আঁটা এবং পৃষ্ঠে এক খানি করিয়া বড় ঢাল আছে। উহারা ভিতরে প্রবেশ করিলে উদাসিনী মস্‌জিদের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। উহাদিগকে দেখিয়া ইউসফের চক্ষুস্থির, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। উহাদের একজন উদাসিনীকে বলিল, এটা কে শুয়ে আছে? আজি আমরা এখানে আসিব তুমি জান তবু অন্য অন্য প্রবাসীকে কেন স্থান দিয়াছ?

উদাসিনী। এ একক, নিরস্ত্র ও অল্পবয়স্ক যুবা বলিয়াই রাখিয়াছি। ইহা

হইতে কোন ভয়ের কারণ নাই। নতুবা যখন আসিয়াছিল তখনই বিদায় করিয়া দিতাম।

দস্যুরা বলিল। আচ্ছা এ বেটা কিছু দেয় নাই?

উদাসিনী বলিল, এখন ও পর্য্যন্ত না। বলিতেছে যে ইহার নিকট এক কপর্দ্দকও নাই। আমিও তোমাদের মুখ চাহিয়া ইহাকে লইয়া আছি।

দস্যুদের মধ্যে একজন বলিল। শালাকে ধর, উহার গা তলাস করি, কিছু আছে কি না। তৎক্ষণাৎ দুই জন হাপ্সী ইউসফকে ধরিল, সে মৃতবৎ পড়িয়া আছে, কিছুই বলিল না। হাপ্সীরা ইউসফের শরীর হইতে বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, তাহার নিকট দুইটী পয়সা ভিন্ন কিছুই নাই। দস্যুরা তাহাই লইল ও ইউসফকে বলিল তুই কি জন্য আসিয়াছিস্? তুই জানিস্ না পয়সা বিনা কোন কার্য্যই হইতে পারে না? তুই দুটী মাত্র পয়সা ভিন্ন কি কিছুই জোটাইতে পারিস্ নাই?

ইউসফ। আমি দুঃখী পুরুষ পয়সা জোটাইতে পারিলে এ অবস্থায় এখানে আসিয়া থাকিব কেন?

একজন দস্যু বলিয়া উঠিল বেটাত আজি আমাদের উদাসিনীর সকল তত্ত্ব জানিল, ইহাকে লাস্ করিয়া জঙ্গলে ফেলিয়া দিয়া আসি?

আর একজন দস্যু বলিল। ভাই। বেশ কথা বলিয়াছ, এ লোকের কাছে আমাদের মস্‌জিদের সকল খবর বলিয়া দিবে। ইহাকে মারিয়া ফেলাই ভাল। বেটা সঙ্গে একটা টাকাও আনে নাই। আমাদিগের এই গোপনীয় জায়গায় কেবল খবর লইতে আসিয়াছে। ইহাকে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া ভাল নয়।

তৃতীয় দস্যু এই বলিয়া উঠিল যে তোমরা মুখেই বলিতেছ আমি কার্য্য করিয়া ফেলি।

সে এই বলিয়া আপন কোমরের পার্শ্ব হইতে একখানা বড় কাটারী বাহির করিয়া পাতরে ঘষিতে লাগিল ও ভাল ধারান হইল কি না, তাহা দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে প্রদীপের আলোর নিকট পরীক্ষা করিতে লাগিল। অস্ত্র চক্ চক্ করিতেছে ও ধারাল হইয়াছে, এই সময় আর একজন দস্যু বলিয়া উঠিল এ বেটাকে মারিয়া ফল কি? এ বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের কি হানি করিতে পারিবে? এ কোন্ তুচ্ছ, এ কোন্ ছার লোক। দিল্লীর কত বড় বড় ধনী ব্যক্তি আমাদের খাতির করিয়া থাকে। ভাল এ বেটা যদি ইহার পরে আমাদিগকে কিছু টাকা দিতে পারে তাহা হইলে ইহাকে না মারিলে হানি কি? বরং বেটা যদি একরার দেয় যে, একমাসের মধ্যে কোন না কোন এক সময়ে আমাদিগকে দশখান উত্তম মোহর দিবে তবে ইহাকে আজি

বধ না করাই লাভ। এ বেটা ফাঁকি দিয়া আমাদের হাত কখনই এড়াইতে পারিবে না। যদি ফাঁকি দেয় তবে আমরা একদিন না একদিন যেখানেই হউক ইহাকে হাতে পাইলেই ইহার উপযুক্ত সাজা দিব। দেবতাদের আমাদিগের হাত এড়ান কঠিন, এ বেটাত মানুষ। এই বলিয়া আর চারি দস্যুকে ক্ষান্ত হইতে বলিল এবং ইউসফের গায় বাম পা দ্বারা এক আঘাত করিয়া বলিল, ওরে! তুই যদি বাঁচিতে চাইস্ তবে স্বীকার কর যে এক মাসের মধ্যে অবশ্য অবশ্য দশটা ভাল মোহর দিবি। তা না হলে তোকে এখনই প্রাণে মারিয়া ফেলি। আবার যদি ইহার পরেও বাঁচিবার আশা রাখিস্ তবে এখন ফাঁকি দিয়া আমাদের হাত ছাড়া হইলেও নিষ্কৃতি পাইবি না। যা বলিবি তাই করিতে হইবে।

ইউসফ ভয়ে জড় সড় হইয়া কিছুই বলিতে পারিল না। তখন দস্যুরা সকলে বলিল চুপ করিয়া থাকিলি কি বলিস্ বল্, না হয় মরিতে স্বীকৃত হ; নয় যাহা চাই তাহা কবুল কর্। যাহা ভাল বিবেচনা করিস্ তাই বল্. এই বলিয়া সকলে পুনরায় ইউসফকে জিজ্ঞাসা করিল। বাঁচতে চাইস্ কিনা? ইউসফ্ তখন ক্ষীণস্বরে বলিল বাঁচিবার আশা করি, এখন তোমাদিগের ইচ্ছা। ইয়ুসফ্ ভয়ে কাঁপিতে২ এই কথা বলিলে দস্যুরা বলিল একমাসের মধ্যে দশ খান মোহর দিবি কিনা? ইউসফ্ পুনরায় ক্ষীণস্বরে বলিল যাহা চাও দিব। প্রাণ বাঁচাইলে দিতে পারিব। দস্যুরা বলিল, তোর প্রাণ দিয়া আমাদের কি কাজ হইবে? আমাদের টাকা দিয়া কাজ তাহা পাইলেই হয়। ইউসফ ক্ষীণস্বরে বলিল আচ্ছা! আমাকে আজি বাঁচাও আমি এক মাসের মধ্যে দশটী মোহর দিব। দস্যুরা বলিল, কথা যেন ঠিক্ থাকে, তুই যেদিন মোহর দিবি, সেদিন খুব প্রত্যুষে উঠিয়া মোহর দশটী লইয়া দিল্লীর পূর্ব্বদিকে যে লালবাগ আছে ঐ লালবাগের পশ্চিমে একটা বড় তালের গাছ তাহার পশ্চিমে একটা ছোট থালের ন্যায় একটু স্থান ঐ স্থানে কিছু মাটীর নীচে মোহর কটী এক খানি ছেঁড়া নেকড়ায় বান্ধিয়া রাখিয়া দিলেই আমরা তাহা খুঁজিয়া লইব। দেখিস্ যেন উহা রাখিবার সময় আর কেহ টের্ না পায়, তাহা হইলে তোর প্রাণ নিশ্চয় বধ করিব। এই বলিয়া সকলে প্রদীপ দিয়া ইউফ্ফের আকৃতি ভাল করিয়া দেখিয়া রাখিল ও বলিল এই আমরা তোমাকে চিনিয়া রাখিলাম। কথার ঠিকানা করিলে তোকে অবশ্যই খুঁজিয়া বাহির করিব। আমাদের কথা কখনও বৃথা হইবে না। আজি এখানেই থাক্, আর কোন ভয় নাই। সাবধান, এই মসজিদের কথা যদি কাহারও নিকট মুখদিয়া বাহির করিস্ তবে নিশ্চয় তোর মরণ হবে। দস্যুগণ এই বলিয়া

ইউসফের দিকে পাছু দিয়া উদাসিনীকে বলিল, খাবার কই? উদাসিনী শুনিবামাত্র পাশের কুঠরী হইতে কয়েক বোতল মদ, ও দুই বেকাব কাবাব্ ও কতক গুলি রুটি বাহির করিয়া দিল। দস্যুরা সমুদায় রাত্রি বসিয়া উহা খাইল ও নানা মত হাসি, ঠাট্টা, আমোদ এবং গল্প করিতে লাগিল। ভোর হইতে না হইতেই মস্‌জিদ্ হইতে বাহির হইয়া নিকটস্থ বনের দিকে চলিয়া গেল। উদাসিনী ইউসফকে বলিল, এখন বিদায় হও। সাবধান, সাবধান, রাত্রিতে যাহা দেখিলে তাহা ভুলিয়াও কাহাকে বলিবে না। আর যাহা দিতে স্বীকার করিয়াছ তাহা অবশ্যই দিবে। নতুবা তোমার প্রাণের আশা ছাড়িয়া দেও। ইউসফ্ বলিল যাহা বলিয়াছি তাহা অবশ্যই করিতে হইবে, না করিলেই উদ্ধার নাই। এই বলিয়া ইউসফ দ্রুতপদে দিল্লী অভিমুখে চলিতে আরম্ভ কবিল। পথে চলিতে ২ তাহার মনে কত প্রকার চিন্তাই উঠিল, তাহা শেষ করা যায় না। ইউসফ মনে ভাবিল, নিজে পরীক্ষা দ্বারা না জানিয়া লোকের জনরবের উপর বিশ্বাস করিয়া এই মৃত্যু হস্তে পড়িয়াছিলাম? ধিক্ সংসার! তুমি কেবল শঠেরই আলয়! কত শত শঠ ও দুষ্টাচারী জগতে এই রূপ চাতুরী করিয়া কাল কাটাইতেছে যে, লোকে তাহাদের যথার্থ পরিচয় কখনই প্রাপ্ত হইতে পারে না। চাতুরী! তুমি জগতে ধন্যা! তোমার হস্তে শত শত সরল ব্যক্তি পতিত হইয়া অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছে। অর্থই সকল অনর্থের মূল। নহিলে এই পাপিষ্ঠা যাহাকে আমি দেবী তুল্যা জ্ঞান করিয়াছিলাম, মাতৃতুল্যা শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া ছিলাম, সে পিশাচী এই দস্যুদলের আশ্রয় দাত্রী হইত না। না জানি, এই পাপিষ্ঠা প্রত্যহ কত শত পাপ কার্য্যই করিয়া থাকে। অর্থ লালসায় এ পাপিয়সী এমনি শঠতা ও চাতুরী শিক্ষা করিয়াছে যে, ইহার গুহ্যকথা কেহই জানিতে পারেনা। কেবল সমস্ত জগৎকে ফাঁকি দিয়াই বেড়ায়। সকলেই মনে করে এ পাপিষ্ঠা ঈশ্বরানুগৃহীতা ও অলৌকিক ক্ষমতাশালিনী সকলের নিকটেই ধার্ম্মিকা বলিয়া পরিচিতা হইয়াছে। না জানি প্রত্যহ কতশত ব্যক্তিকেই প্রতারণা জালে ফেলিয়া ঈশ্বরোপাসনার আয়োজন ও পরিসাধন প্রভৃতি ক্রিয়ার জন্য কত অর্থই লাভ করিয়া তাহাদিগকে কষ্টোপার্জ্জিত ধন হইতে বঞ্চিত করিয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া থাকে। ইহা দ্বারা লোকে উভয় কূল হারায়। অর্থ ক্ষয় হয় ও ইহার প্রতি কায়মনোবাক্যে নির্ভর করিয়া উপস্থিত আপদ শান্তির জন্য লোকে আর কোন উপায় অবলম্বন করেনা, এক ইহার ক্ষমতায় প্রকৃতরূপে উপকার সাধিত হইতে পারে এই বিশ্বাস জন্য অন্য কোন প্রকার চেষ্টা করে না। ইহার যে ক্ষমতা তাহা

ত আজি স্বচক্ষে দেখিলাম। এই ক্ষমতার আশা করিয়া হয়ত উপস্থিত বিপদে কিঞ্চিত্ পরিমাণেও উকার লাভ করিতে পারেনা। এই রূপে বিপদ দ্বারাও নষ্ট হয় অথচ অর্থহানি জন্য ও প্রাণওষ্ঠাগত। ইহার মনে পরকাল ও ধর্ম্মভয় কখনই উদয় হয় না? একি সামান্যা নারকিনী! মৃত্যুর পর ইহার আত্মার কি দশা ঘটিবে, হায়! সংসারে লোককে কখনই চেনা যাইতে পারেনা। যাহা হউক আমি আজি অবধি ভাল শিক্ষা পাইলাম। সহসা কোন ফকির কি উদাসীনের নিকট আর একাকি গমন করিব না। কিংবা তাহাদের নিকট কখনই মনের কথা খুলিয়া বলিব না। তাহাদিগের যত ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকিতে পারে, তাহার পরিচয় বিলক্ষণ রূপে পাইলাম। গত রাত্রি যে পাপিষ্ঠার প্রতারণায় বিশ্বাস করিয়া আপন প্রাণ হারাই নাই ইহা আমার ও আমার মাতা পিতার অসাধারণ সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আমি জন্মের মত শিক্ষা পাইলাম। না বুঝিয়া ব্যস্ত চিত্তে ইহার আশ্রয়ে গিয়া যে শাস্তি ভোগ করিয়াছি তাহা আমিই জানি। ইহার পর এই সম্বন্ধে কপালে কি ঘটে বলিতে পারি না। মোহর না দিলে দস্যু বেটারা নিশ্চয় প্রাণে বধ করিবে, কেবা আমাকে দশ থান মোহর দিবে? পিতা দিলে দিতে পারেন, কিন্তু তাঁকে এসকল ব্যাপার কি রূপে বলিব? আমার নিশ্চয় মরণ ঘটিবে। ইউসফ্ এই ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত দিন ক্রুত্ত পদে চলিয়া রাত্রি অনুমান চারিদণ্ডের পর বাটিতে উপস্থিত হইল।

অষ্টম অধ্যায়।

সাহজাদা মোরাদের প্রিয়বয়স্য আমীন খাঁ, একদিবস বৈকাল বেলা উর্দ্দূবাজারে একজন সওদাগরের দোকানে বসিয়া তাহার সহিত আলাপ প্রলাপ করিতেছে, এমন সময়ে পাঁচজন তুরস্কদেশীয় লোক তাহাকে বেষ্টন করিল। তুরস্কদেশীয় পদাতিরা বলিল তাহাকে কুস্তুনতুনীয়ের বাদসাহের নিকট যাইতে হইবে। আমীন খাঁর মুখ শুষ্ক হইল, তত্রাপি ঐ পাঁচজন পুরুষের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিল। আমীন খাঁ বলিল, তোমরা কে? আমাকে ধরিলে কেন? ভদ্র লোকের গায় সহসা হাত দিলে? তোমাদের কি সাহস!! তুরস্কবাসীরা বলিল, আমরা তোমার নিকট সে সব কথা বলিতে চাই না। তুমি চল, এস্থানের সহর কোতয়ালের অনুমতি লইতে

হবে, তারপর তোমাকে আমাদের বাদসাহের নিকট লইয়া যাইব। আমরা কে সে বিষয় তোমার কাছে কোন পরিচয় দিব না। আমীন খাঁ বাহ্যিক ক্রোধ দেখাইয়া বলিল, তোমরা কি বলিয়া কাকে ধরিতেছ? ভদ্রলোককে অপমান করিলে তাহার সাজা আছে, তা জান? তুরস্কবাসীরা বলিল, আমরা তা জানি। তোমাকে বিনা কারণে ধরি নাই। তুমি সকলই বুঝিয়াছ, কিন্তু আপন মান রাখিবার জন্য এরূপ বলিতেছ। আমীন খাঁ উহাদের সহিত বিলক্ষণ ঝগড়া আরম্ভ করিল। গোল শুনিয়া সওদাগরের দোকানে বিস্তর লোক আসিয়া জুটিল। আমীনখাঁ দিল্লীতে একজন পরিচিত ও সম্ভ্রান্ত লোক হইয়া উঠিয়াছে একারণ তথায় উপস্থিত অনেক ব্যক্তি আমীন খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তুরস্ক বাসী পাঁচ জন ব্যক্তিকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহারা লোকের শাসনে ভীত না হইয়া বলিল, আমরা ইহাকে সহর কোতয়ালের নিকট লইয়া যাইব। তখন সকলে ইহার কথা শুনিতে পাবে। এ আপন পিতা ও ভগিনীপতিকে বধ করিয়া এই দেশে পলাইয়া আসিয়াছে। ইহার নাম আগামহম্মদ, এখানে আপন নাম গোপন করিয়া আমীন খাঁ নাম প্রকাশ করিয়াছে। এই কথা বলিলে আমীন খাঁর মুখ একেবারে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল। উপস্থিত লোক সমূহ অবাক্ হইয়া রহিল। তুরস্কদেশীয় ব্যক্তিরা আমীন খাঁকে ধরিয়া একবারে নগর কোতয়ালের নিকট উপস্থিত হইল। নগর কোতয়াল আমীন খাঁর অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিল, ব্যাপার কি? এ যে আমাদের রাজপুত্র মোরাদের মোসাহেব। ইহার উপর এত অত্যাচার কেন? তুরস্কদেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে একজন নগর কোতয়ালকে সেলাম করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা তুরস্কদেশীয় বাদসাহের হুকুম মত ইহাকে ধৃত করিতে আসিয়াছি। তাহারা বাদসাহের মোহর অঙ্কিত একখান পরওয়ানা বাহির করিয়া নগর কোতয়ালের নিকট দিল, তাহাতে লিখা আছে, "প্রকাশ যে, কুস্তনতুণীয়া এলাকাধীন আলিন্দা স্থান নিবাসী দীনমহম্মদ সওদাগরের পুত্র আগামহম্মদ আপন নাম গোপন করিয়া আমীন খাঁ বলিয়া পরিচয় দিয়া দিল্লী নগরে বাস করিতেছে। এ ব্যক্তি আপন পিতা ও ভগিনীপতিকে বধ করিয়াছে। ইহাকে উচিত শাস্তি দিবার জন্য হুজুরে হাজির করার কারণ পাঁচজন পদাতি নিযুক্ত করিয়া পাঠান গেল, তথাকার নগররক্ষকের কর্ত্তব্য যে, আগামহম্মদ যাহাতে ধৃত হইয়া বিচারের জন্য হুজুরে উপস্থিত হইতে পারে, সেবিষয় এথাকার প্রেরিত পদাতিগণকে সাহায্য করে।" নগর কোতয়াল এই পরও

য়ানা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। এবং আপন কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিল এবং পদাতিদিগকে বলিল আচ্ছা! যখন এরাজ্য হইতে কোন অপরাধী তোমাদের বাদসাহের এলাকায় থাকিলে এখাকার বাদসাহের হুকুম অনুসারে তাহাকে ধৃত করিয়া পাঠাইয়া থাক, তখন এ ব্যক্তিকে ঐ নিয়মে তোমাদের সহিত অবশ্য পাঠান যাবে। কিন্তু এ ব্যক্তি প্রকৃতরূপে দোষী কি না এবং ইহার বৃত্তান্ত কি শুনিতে চাই। তোমরা আমাদের বাদসাহের হুকুম মান্য করিয়া থাক, তখন তোমাদিগের বাদসাহের হুকুম আমি মান্য করিতে প্রস্তুত আছি। আমীন খাঁ যদি পাপ করিয়া থাকে, তাহার ফল অবশ্য ভোগ করিবে। তোমাদিগকে সহায়তা করা আমার কার্য্য; তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমরা আমীনখাঁকে আগা মহম্মদ কেন বল? এ ব্যক্তি স্বদেশে কি কি কার্য্য করিয়াছে তাহার সমুদায় বিবরণ খুলিয়া বলিলে বড় সন্তুষ্ট হই।

পদাতিগণ বলিল, আগা মহম্মদের সকল বিষয় আমাদিগের মধ্যে যে প্রধানপদাতি আছে সেই বলুক; আপনি অনুগ্রহ করিয়া শুনুন্।

প্রধানপদাতি বলিতে লাগিল। এ ব্যক্তির পিতা তুরস্কদেশের মধ্যে এক জন বিখ্যাত সওদাগর ছিল। ইহার আর ভাই নাই, কেবল দুইটী ভগিনী আছে। ইহার পিতা ইহাকে অতিযত্নে লালন পালন করে এবং কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাসও করায়। বয়স বৎসরচৌদ্দ পনের হইলে ক্রমশঃ পিতার অবাধ্য হইয়া উঠে। এ সময়ে আফিম ও গুলির আড্ডাতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করে। কাহারও নিষেধ বা উপদেশ মানে না, যাহা ইচ্ছা করিতে থাকে। ইহার পিতা ইহার চরিত্র ক্রমশঃ মন্দ দেখিয়া নানামত ভর্ৎসনা করে ও উপদেশ দেয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, ক্রমশঃ দুষ্ট হইতে লাগিল। অনেক অনুরোধ করায় ও উপদেশ দেওয়ায় কোন ফল হইল না। এক দিন ইহার পিতার লৌহ সিন্দুক ভাঙ্গিয়া দু-হাজার টাকা চুরি করে। বৃদ্ধ সওদাগর ভর্ৎসনা করিলে তাহাকে মারিতে যায়, সেই অবধি তাহাকে আর কেহ কিছু বলিত না ও বারণও করিত না। ইহার পিতা সাধ্যমত এক পয়সাও ইহার নিকট রাখিত না। জুয়া-খেলা ও মাদক সেবন প্রভৃতির পয়সার অনাটন হওয়াতে সর্ব্বদাই পিতার তেজারতের দ্রব্যাদি চুরি করিত। কিছুদিন পরে সওদাগর দীন মহম্মদের মৃত্যু হইলে, তাহার সমুদায় সম্পত্তি পাইল। অমনি দিবা রাত্রি আমোদ, নাচ, নেশা ও জুয়াখেলায় কয়েক বৎসরের মধ্যে সমুদায় সম্পত্তি নাশ করিল। তখন যে সকল তোষামোদী চাকর মোসাহেব ছিল

সকলে ইহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। আগামহম্মদ এমন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া উঠিল যে, দিনান্তে একখানি রুটিও পায় না। সেই সময়ে নাচার হইয়া জুয়া ও আফিম্ ত্যাগ করে। ইহার আচরণে গ্রামিক প্রতিবেশীগণ এত বিরক্ত হইয়াছিল যে, ইহাকে কিঞ্চিন্মাত্র ও সাহায্য করিত না। এমন কি ভিক্ষা করিলেও এক পয়সা দিত না। ইহার পৈত্রিক বাড়ী বিক্রয় করিলে আর একজন সওদাগর সেই বাড়ী ক্রয় করে। আগামহম্মদের তখন থাকিবার পর্য্যন্ত স্থান মিলে না।

কুস্তুনতুনীয়া নগরের এক জন বণিকের সহিত ইহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হয়। এই অবস্থায় দুরাত্মা কুস্তনতুনিয়া নগরে ইহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীপতি মীর মহছনের বাড়ী যায়। আলিন্দা নামক স্থান হইতে কুস্তন তুণীয়া সহর প্রায় চারি দিনের পথ। মীর মহছন ইহার দুর্দ্দশা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হয় এবং ইহার অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, এই অভিপ্রায়ে বিলক্ষণ স্নেহ ও আদর করিয়া আপন বাটীতে রাখে। দুরাচার কিছুদিন ভগিনী পতির মন যোগাইয়া চলে। তাহাতে সে ইহাকে আপন তেজারতের এক জন গোমস্তা নিযুক্ত করে। আগমহম্মদ প্রথমে আপনাকে বিলক্ষণ বিশ্বাসী ও পরিশ্রমী দেখায়। মীরমহছন তাহাতে ইহার উপর বিলক্ষণ নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিল। এ, গোপনে গোপনে অনেক দলিল ও তমঃস্মুক আপনাকে ধনী রূপে লিখিয়া কারবার চালাইতে আরম্ভ করিল। অনেক ব্যক্তিকে মীরমহছনের টাকা ধার দেওয়া কালে, আপনার টাকা ধার দিল বলিয়া প্রকাশ করে ও খরিদ বিক্রয়ের সুবিধা পাইলেই তাহা আপন নামে করে। লোকে ইহাকে মীরমহছনের এক জন সরিক্ সওদাগর বলিয়া জানিল। মীরমহছন বাণিজ্যার্থে প্রায়শঃ বাড়ী ছাড়িয়া অন্যান্য স্থানে যাইত বলিয়া ইহার কার্য্য কলাপ সহসা সকলে জানিতে পারে নাই। আগা মহম্মদ মীর মহছনের বাড়ী মোকামের যে তেজারত কারবার ছিল তাহারই গোমস্তা নিযুক্ত হইয়াছিল। এই সুবিধার জন্য মীরমহছন আগার বিশ্বাসঘাতকতা টের পাইতে পারে নাই। একবার মীর মহছনের বাড়ী মোকামের কারবারের প্রায় দশ হাজার টাকা লোকসান হয়। সেই টাকা বাস্তবিক লোক্সান্ হইয়াছে কি না, কাহার দোষে ও কি কি কারণে লোকসান্ হইল, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য মীরমহছন এই আগা মহম্মদের সমস্ত কাগজ পত্র দেখিয়া হিসাব লইতে আরম্ভ করে, অমনি আগামহম্মদের বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অনেক হিসাবে আগামহম্মদকে মালিক বলিয়া লিখা

হইয়াছে দেখিতে পায়। তখন মীর মহছন কাজির নিকট নালিশ করিতে উদ্যত হয়। মীর মহছনের স্ত্রী আপন ভাইর বিপদ দেখিয়া বহুযত্নে মীর মহছনকে নালিশ করা হইতে ক্ষান্ত রাখে। কেবল আগামহম্মদকে গোমস্তার কার্য্য হইতে রহিত করিয়া বিদায় দেয়। যে দিবস আগা, মীর মহছনের নিকট বিদায় পায়, সেই দিবস মীরমহছনের বাড়ীর নিকটেই অপর এক গৃহস্থের বাটীতে সে থাকে। রাত্রিতে মীরমহছন আপন ঘরে শুইয়াছিল। কি প্রকারে যেন ঐ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া একে বারে তরবারি দ্বারা মীরমহছনকে দুই টুক্‌রা করিয়া ফেলে। ভাগ্যে মীর মহছনের স্ত্রী ঐ তরবারির ঘা পায় নাই। নতুবা দুই জনই একাঘাতে মরিয়া যাইত। মীরমহছনের স্ত্রী চীৎকার করিয়া উঠিলে পাপিষ্ঠ ঘর হইতে বহির্গত হইয়া পলায়। কিন্তু মীর মহছনের চাকরেরা ইহাকে ধরিয়া ফেলে। আগামহম্মদ সকলকে টাকা দিতে চাহে ও বলে যে তোমরা প্রকাশ কর রাত্রিতে কোন দস্যু মীরমহছনকে মারিয়াছে। চাকরগণ বলে টাকা কোথায় পাবে? তাহাতে দুরাত্মা বলে যে সে মীর মহছনের কারবারের সরিক্ ছিল। মীর মহছনের চাকরেরা কোন গোল না করিলেই ঐ তহবিল হইতে উহাদিগকে অনায়াসে কতক টাকা দিতে পারিত। ইহার কথায় মীর মহছনের চাকরেরা একমত সম্মত ও হইয়াছিল, কিন্তু মীরমহছনের স্ত্রী কোন মতে প্রবোধ মানিল না। সে প্রকাশ করিয়া ফেলিল যে এ নৃশংস তাহার আপন পিতাকে বধ করিয়াছে। তাহা এতদিন জানিয়া শুনিয়া ও ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ সমুদায় অপরাধ বিস্মৃত হইয়া আপন সংসারে আগামহম্মদকে প্রতি-পালন করিয়াছে ও মীরমহছন দ্বারা উহার গোমস্তার কার্য্যে পর্য্যন্ত নিযুক্ত করাইয়া দিয়াছে। সেই অনুগ্রহের এই প্রতিফল! সে স্বামিশোকে একান্ত অধীরা হইয়া একেবারে ইহাকে বাদসাহের সমীপে হাজির করে এবং ইহার সমুদায় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দেয়। দুষ্ট রাক্ষস আপন পিতাকে নিদ্রিতাবস্থায় গলা চাপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই পিতার সমুদায় সম্পত্তি পাইয়া টাকাদ্বারা বাটীর সকল লোককে বশ করাতে উহার বাটীর কেহই ঐ বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। দুরাচার যে উহার পিতার গলা চাপিয়া মারিয়াছে, এ বিষয় অধিক লোকে জানিত না, দুই একজন লোকে মাত্র জানিত। তাহারা অনেক অর্থলাভ করিয়া ইহার অপরাধ গোপন করিয়াছে। মীরমহছনের স্ত্রী ভাবিয়াছিল যে পিতাত মরিয়াছেন, এখন তাঁহার সঙ্গে ভাইটী মরিলে পিতার বংশ লোপ হয়। এই ভাবিয়া সেও এত দিন কাহারও নিকট এ বিষয়

প্রকাশ করে নাই। কিন্তু তাহার স্বামীকে বধ করায় আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। কুস্তন্‌তুনীয়ার বাদসাহ এ ব্যক্তির বিচার করিবেন বলিয়া এক দিন নির্দ্ধারিত করেন ও বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাকে কয়েদ রাখিবার আদেশ প্রকাশ করেন। এ কয়েদ থাকা কালের মধ্যে যেন কিরূপে পলায়ন করে এবং সেই অবধি অনুদ্দেশ হইয়াছে। ইহাকে ধবার জন্য অনেক লোক নিযুক্ত হইয়াছে কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বহু দিন পরে বাদসাহের নিকট এক জন সও দাগর ইহার তত্ত্ব দেয় এবং তিনি ইহাকে ধরিয়া লইবার জন্য আমাদিগকে পাঠা ইয়াছেন। আমরা ইহাকে উত্তমরূপে চিনিয়াছি, এ সেই আগামহম্মদ। এখানে আমীন খাঁ নামে পরিচয় দিয়া সম্ভ্রান্ত লোক হইয়া উঠিয়াছে। এ বাস্তবিক সম্ভ্রান্ত ও ধনীলোকের সন্তান বটে এবং কিছু লিখা পড়াও জানে, কিন্তু স্বভাব দোষে নষ্ট হইয়াছে। ইহার বিবরণ শুনিলেন, এখন আজ্ঞা হইলে আমরা ইহাকে লইয়া যাইতে পারি।

সহর কোতয়াল বলিল, আমি অবশ্য লইয়া যাইতে দিব কিন্তু এ আজি কালি যে অবস্থার লোক হইয়াছে এক বার উজির মহাশয়কে এ সকল বিষয় না জানাইয়া যাইতে দিলে ভবিষ্যতে আমার উপর কোন অমঙ্গল ঘটিতে পারে। এ, সাহজাদা মোরাদের মোসাহেব, ইহার এবিবরণ আমরা কিছুই জানি না। পারস্যদেশবাসী এক জন সওদাগরের পুত্র নাম আমীন-খাঁ এই পর্য্যন্ত জানি। কিন্তু ভিতরের এত কথা টের পাই নাই। যাহা হউক সাধারণ লোকের ন্যায় ছাড়িয়া দিলে সাহজাদা মোরাদ আমার উপর কোপ করিতে পারেন। এই জন্য একবার প্রধান উজির মহাশয়কে জানাইয়া তাঁহার পরামর্শ লইয়া ইহাকে তোমাদের সঙ্গে দিলে আমার আর কোন দোষ হইতে পারিবে না। আমি সাধারণ চাকর, গে লযোগের ব্যাপারে যাইতে ভয় হয়। প্রধান উজির আজ্ঞা করিলে আমার আর কোন ভয় থাকিবেনা। তোমরা এখন ইহাকে তোমাদের হেফাজাতেই রাখ, তোমাদের আহারাদির খরচ আমি সরকার হইতে দেওয়াইব। এইক্ষণ এইভাবে থাক, বৈকালে প্রধান উজির মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া আগামী কল্য প্রত্যুষে তোমাদিগকে রওয়ানা করিব। আমি নিশ্চয় জানি উজীর মহাশয় এ সকল বিবরণ শুনিলে ছদ্মবেশী আমীনখাঁকে অবশ্যই তোমাদিগকে লইয়া যাইতে দিবেন। কিন্তু তথাপি আমি তাঁহাকে একবার এসকল বিষয় জানাইয়া সাহজাদা মোরাদের নিকট আপন জোওয়াবদেহির দায় হইতে বাঁচিয়া থাকি। পদাতিকেরা বলিল, আচ্ছা আজি এই সহরেই

প্রবাস করি। আগামহম্মদকে আমাদের জেম্মায় কয়েদ রাখিলাম।

পরদিন প্রত্যূষে তুরস্কদেশীয় পদাতিরা নগর কোতয়ালের নিকট উপস্থিত হইলে নগরকোতয়াল বলিল, উজির মহাশয় বাদসাহকে তোমাদের বৃত্তান্ত জানাইয়াছেন। বাদসাহ কুস্তন্তুনীয়ার সুল্‌তানের নিকট আমীনখাঁ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার যেরূপ উত্তর আসিবে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। তোমরা যে পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে তোমাদের সমুদায় ব্যয় এখান হইতে দেওয়া যাইবে। আর আমীনখাঁ তোমাদের হেফাজাত হইতে মুক্ত হইয়া আমাদিগের নজরবন্দীতে থাকিবে। পদাতিগণ এই আদেশ শুনিয়া বাদসাহের পত্রের উত্তর না আইসা পর্য্যন্ত দিল্লী নগরে থাকিতে স্বীকার করিল। নগর কোতয়াল আমীনকে মুক্তি দেওয়াইলেন। কিন্তু অধীনস্থ পদাতিগণকে আজ্ঞা দিলেন যে, তাহারা সর্ব্বদাই আমীনখাঁর গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখে; যেন আমীনখাঁ নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র যাইতে না পারে। আমীন খাঁ এই অবস্থায় মুক্তিলাভ করিয়া দিল্লীতে অবস্থান করিতে লাগিল। কিছু দিন এইরূপে অতীত হইল হঠাৎ একদিন নগরে জনরব উঠিল, আমীনখাঁ পলায়ন করিয়াছে। নগর কোতয়াল ইহার সত্য অনুসন্ধানের জন্য ছদ্মবেশী আমীনখাঁর বাসস্থানে অনেক তত্ত্ব করিল। কিন্তু আমীনখাঁর উদ্দেশ প্রাপ্ত হইতে পারিল না। তখন চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সহর কোতয়াল ছদ্মবেশী আমীনখাঁর উদ্দেশে নানাস্থানে লোক প্রেরণ করিল, কিন্তু আমীনখাঁ আর দেখা দিল না। বাদসাহ ও উজির শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। বাদসাহ প্রকাশ করিলেন যে আমীন খাঁর দোষ সম্বন্ধে তাঁহার একটু সন্দেহ জন্মিয়াছিল বলিয়াই তুর্কিস্তানের সম্রাটের নিকট পত্র লিখিয়া আমীনখাঁকে কয়েদ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, নতুবা কদাচ এরূপ ঘটিত না। তুর্কিস্তানের পদাতিগণকে সাহায্য করিয়া অবশ্যই তাহাদিগকে ছদ্মবেশী আমীনখাঁর সহিত কুস্তন্তুনীয়াতে পঁহুছাইয়া দিতেন। তথাকার সম্রাটের সহিত এই বিষয় লইয়া কোনরূপ বিসংবাদ ঘটাইতেন না। সাজেহান তুরুস্কের পদাতিগণকে তথায় থাকিতে আদেশ করায়, তাহারা আপন কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিল না। ছদ্মবেশী আমীনখাঁর দোষ বিষয় এখন আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না। সে নির্দ্দোষী হইলে কদাচ পলায়ন করিত না। বাদসাহ আদেশ প্রচার করিলেন (আমীনখাঁ যাহার প্রকৃত নাম আগা মহম্মদ বলিয়া প্রকাশ হইতেছে) তাহাকে ধৃত করিয়া যে উপস্থিত করিবে তাহাকে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিবেন। বাদসাহের এই আদেশ হিন্দুস্থানের প্রধান২

নগর ও গ্রামে প্রচার করিবার জন্য সুবাদার ও ফৌজদার প্রভৃতির নিকট আজ্ঞাপত্র প্রেরিত হইল। আমীন খাঁ ধৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তুরস্ক দেশীয় পদাতিগণকে মাসে মাসে উপযুক্ত বেতন দিয়া দিল্লীতেই রাখার জন্য বাদসাহ অনুমতি করিলেন।

নবম অধ্যায়।

অদ্য দিল্লীতে সাজেহানের শালগীরা। হিন্দুর জন্ম তিথির উৎসব, ইংরেজের জন্মদিনের উৎসব, মোগল বাদসাহগণের শালগীরা একই বিষয়। প্রত্যুষেই নগরের প্রত্যেক রাজ-পথ, গলি, ক্ষুদ্রতম গলি সকল সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া বারিসিক্ত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বেই শালগীরার সময় উপস্থিত দেখিয়া সকল অট্টালিকার ঊর্দ্ধ ও অধোদেশ এরূপ পরিষ্কৃত হইয়াছিল যে, একটী ক্ষুদ্র ও সাধারণ অট্টালিকার প্রাচীরে কোনরূপ ময়লা দৃষ্ট হয় না। অট্টালিকা গুলির প্রাচীরে বাহিরে ও ভিতরে উভয়দিকে নানারূপ ছবি টাঙ্গান হইতেছে। রাজ-পথের উভয়পার্শ্বে এক একটী কদলীতরু স্থাপন করতঃ নাগরিক-জনগণ রাজপথে ও পথপার্শ্বস্থ অট্টালিকা সমূহের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। বল্লমবরদারগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিশান-যুক্ত-স্বুবর্ণ-বল্লম লইয়া রাস্তার পার্শ্বে পার্শ্বে চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। নগরস্থ সমুদায় তোরণ দ্বারের রোসনচৌকীর সুর, সুতানে লয় হইতেছে। ঐ তোরণ সমূহের উপরিভাগে নানা বর্ণ চিত্রিত নিশান সকল বায়ুভরে উড্ডীয়মান হইয়া "আজি সুপ্রভাত, সকলে আমোদ সাগরে নিমগ্ন হও" যেন এই কথা ঘোষণা করিতেছে। কোথাও রণবাদ্য, কোথাও ভক্তিয়া, কোথাও কাঞ্চনীয়া প্রভৃতির গীতবাদ্য দ্বারা নগর আমোদিত ও উৎসাহিত। যেখানেই পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকা আছে সেই খানেই উহার তীরদেশে নানা জাতীয় পুষ্প-রচিত ঝাড়-সমূহ সংস্থাপিত। তীরস্থ ঝাড় শ্রেণী স্বচ্ছ-জল-মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া সুশোভিত যে, সহসা দেখিলে বোধ হয় ঝাড়মালা জলরাশির অভ্যন্তর ভাগেও নৈপুণ্যের সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আজি নগর এমনই সুসজ্জিত যে, বিলক্ষণ বহুদর্শী ও সুদক্ষ চিত্রকারও তাহার চিত্র অঙ্কিত করিতে অক্ষম। রাজপ্রাসাদ যেন নগরস্থ অন্যান্য সমুদায় সুসজ্জার সারভাগ

শরীরে ধারণ করিয়া উজ্জ্বল ও নয়নরঞ্জন হইয়া শোভমান হইয়াছে। রাজ প্রাসাদের স্থানে স্থানে ভীষণাকার প্রহরীগণ পাহারায় নিযুক্ত আছে। প্রাসাদের গুম্বজউপরি শত শত নিশান উড্ডীয়মান রহিয়াছে। নিশানের কারুকার্য্যে সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হইয়া চক্‌মক্ করিতেছে। প্রাসাদের চারিদিকেই অশ্বারোহী, পদাতি, তীরন্দাজ, বল্লমবরদার, খাসবরদার, চোপদার, আশাবরদার প্রভৃতি কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া আছে। সাধ্যমত সুন্দর সুন্দর নূতনবস্ত্র পরিধান না করিয়া কেহই রাজপ্রাসাদ সমীপে উপস্থিত হয় না, নগরবাসীগণ আনন্দে মগ্ন। মহিলাগণ সকলেই কেশপাশ সজ্জিত, শরীর পরিমার্জ্জিত এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলে যথাস্থানে উপযুক্ত অলঙ্কারাদি দ্বারা মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিতে ব্যগ্রা হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকেই আপন আপন রূপরাশিকে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া স্বচ্ছ দর্পণোপরি স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছে পুরুষগণ নগরকে সুশোভিত করিতে যতদূর উদ্যোগী ও উৎসাহী, ললনাগণ আপন আপন বেশ ভূষা ও লাবণ্য দেখাইবার জন্য তদপেক্ষা শতগুণে অধিক উৎসাহ শালিনী। যে সকল নির্ধনের গৃহে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী আছে, আজি তাহাদিগের মৃত্যু-দিবস উপস্থিত। তাহারা অলঙ্কার ও মূল্যবান্ বস্ত্র যোগাইতে অক্ষম জন্য স্ত্রীগণের অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের পাত্র হইয়া নানাবিধ বাগ্‌যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছে। স্ত্রীলোকেরা স্বপ্নেও ভাবে না যে ঈশ্বর যাহাকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দান করিয়াছেন, অলঙ্কার তাহার নিকট অধিক প্রয়োজনীয় বস্তু নহে। তাহাদিগকে বাল্যাবধি মহিলা সমাজ এমনই শিক্ষা দিয়াছে যে, অলঙ্কারস্পৃহা যেন তাহাদের একটী স্বাভাবিক প্রকৃতি হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ বাল্যাবধি সমাজের যাহা দৃষ্টি করিয়া যে কার্য্য করিতে শিক্ষা করা যায় তাহাই অন্তঃকরণে একরূপ বদ্ধ-মূল হইয়া উঠে। ললনাগণ এই প্রকারে বেশভূষা বিষয়ে লালায়িতা হইতে শিক্ষিতা হয়। হায় বহুমূল্য প্রস্তুব ধাতু-গঠিত সুরম্য অলঙ্কার! হায় রেশম-মণ্ডিত গাউন! হায় মক্ষি বাদলা-জড়িত পেশোয়াজ! হায় জবাও বারাণসী সাড়ী তোমরা জগতে যে কত আরাধনার ধন তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না। তোমাদের জন্য কত-শত ব্যক্তি প্রত্যূষ হইতে ত্রিযামার্দ্ধ ভাগ পর্য্যন্ত পরিশ্রমে নিমজ্জিত হইয়া মস্তক-নির্গত স্বেদবারিকে পাদদেশে নিপতিত করতঃ শীর্ণকায় হইতেছে। কত জন আপন উদরে সম্পূর্ণরূপে অন্ন প্রদান না করিয়া কেবল জীবন ধারণে বাধা না জন্মে এই কারণে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আহার করতঃ ক্লিষ্ট-

ভাবে কালাতিপাত করিতেছে।' কত শত ব্যক্তি চৌর্য্য ও দস্যু বৃত্তি প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া করিতে বাধ্য হইয়া শেষে কোন না কোন সময়ে পাপের পার্থিব ফল-ভোগ করিতেছে। গৃহিণী দেবীগণ অনেকেই স্বামীর অবস্থা বুঝেন না কেবল গহনাই বুঝিয়া থাকেন, অনেক ধনী পুরুষের আবার নিষ্প্রয়োজনে বিনা প্রার্থনায় গৃহিণীদেবীগণকে অলঙ্কার ও মূল্যবান বস্ত্র সকল প্রদান করিয়া তাঁহাদের অলঙ্কার বা অহঙ্কার বৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া দেওয়া একটী রোগ আছে। তাঁহারাই রমণীমণ্ডলীর হৃদয়ে গহনা ও চাকচিক্যশীল বসনের লোভ প্রবেশ করাইয়া দিয়া থাকেন। তাঁহারা ধনের শ্রাদ্ধ, স্বর্ণকার ও বণিক্‌গণের উদর পূরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকলেই যে তাঁহাদের ন্যায় গৃহিণী দেবীগণের অলঙ্কার স্পৃহার ভার বহন করিতে সমর্থ নহে, ইহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। তাঁহাদের কার্য্যের ফল ক্রমশঃ এই হইয়া দাঁড়ায় যে, শেষে নির্ধনও নিরুপায় পুরুষদের গৃহলক্ষ্মীরা আপন আপন স্বামীর গলগ্রহ হইয়া উঠেন।

দেখিতে দেখিতে দিবাবসান হইয়া আসিল। নগর আলোকময় করার জন্য নানারূপ উদ্যোগ হইতেছে। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তিকার আলোক-রাশি জলতরঙ্গে বেণীর ন্যায়, কোথাও সরলভাবে স্থিত দীর্ঘরজ্জুগ্রথিত জ্যোতি-ষ্মান হীরকখণ্ডের ন্যায় প্রদীপ্তিমান হইতেছে। কোথাও প্রদীপমালা এমনি নৈপুণ্যের সহিত স্থাপিত যে, দেখিলে বোধ হয় যেন আলোক দ্বারা ইন্দ্রধনুর আকৃতি করা হইয়াছে। কোথাও আলোকময় ঝাড় ও পদ্ম সকল মনুষ্যজাতির বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। স্থানে স্থানে "সাজেহানের জয় হউক, সাজেহানের মহিমাবৃদ্ধি হউক, সাজেহানকে ঈশ্বর দীর্ঘায়ু করুন" প্রভৃতি বাক্যাবলী আলোকাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। প্রত্যেক গৃহাভ্যন্তর ঝাড়, ফানস ও দেওয়ালগীর দ্বারা উত্তমরূপে সুসজ্জিত। কিঞ্চিৎ রাত্রি পরে সাজেহান চন্দ্রাতপ তলস্থ ময়ূরাসনে আসীন হইলেন। এই চন্দ্রাতপ অতিবিচিত্র ও বহুমূল্য। ময়ূরাসন একটী বৃহৎ কৃত্রিম ময়ূরোপরি স্থিত আসন। প্রকৃত ময়ূরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যেরূপ বর্ণে রঞ্জিত, ময়ূরা-সনের ময়ূরও সেই প্রকার বর্ণ দ্বারা চিত্রিত। নানাবিধ বর্ণের বহুমূল্য মণি মাণিক্যাদি দ্বারাই এই আসনখানি সুস-জ্জিত। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যে, পৃষ্ঠোপরি একখানি স্বর্ণাসন ধারণ পূর্ব্বক বৃহদাকার শিখণ্ডী আপন পুচ্ছ ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে। এই উৎকৃষ্ট মহার্হ সিংহাসন ভারতবর্ষা-ধিপের আঢ্যতা ও দেশীয় শিল্পীগণের নৈপুণ্যের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। উহার নির্ম্মাণ ব্যয় ন্যূনাধিক সাত কোটি মুদ্রা

হইবে। সমুদায় দিবস ব্যাপিয়াই মুক্ত-হস্তে আকাঙ্ক্ষীর অভিলাষ পূরণ ও দুঃখীদিগকে অর্থ বিতরণ কার্য্য চলিতে ছিল। এইক্ষণ সাজেহান ময়ূরাসনে উপবেশন করিয়া স্বহস্তেই অকাতরে অর্থ বিতরণ করিতেছেন। যাহার যে মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করিতেছে, সাধ্যায়ত্ত হইলে তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে সিদ্ধ করিতেছেন। এমন সময়ে একজন চোপদার চন্দ্রাতপের বহির্ভাগ হইতে সিংহাসন সমীপবর্ত্তী হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল যে, চারিজন সৈনিক পুরুষ জাহাপনাকে একটী নরমুণ্ড উপঢৌকন দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। প্রধান উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কোন স্থান হইতে আসিয়াছে এবং কাহার মুণ্ড? চোপদার বলিল সৈনিকেরা তাহা কিছুই খুলিয়া বলে না। তাহারা স্বয়ং জাহাপানার সাক্ষাতে ঐ মুণ্ড দেখাইতে ও উহার সবিশেষ প্রকাশ করিতে চায়। আমি তাহাদিগের সংবাদ জানিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তাহারা বলে যে, আপন মুখে হুজুরের নিকট সমুদায় প্রকাশ করিয়া পুরস্কৃত হওয়ার বাঞ্ছা রাখে এবং এই পুরস্কার লোভেই জাঁহাপনার হুজুরে উপস্থিত হইতে চাহে। সাজেহান-সাহ বলিলেন আজি কাহাকেও কোন বিষয়ে বিফল মানস করা উচিত নয়। তুমি সৈনিকদিগকে তাহাদের আনীত নরমুণ্ড সহ আমার সিংহাসন সমীপবর্ত্তী হইতে বল। চোপদার আজ্ঞানুসারে আগত সৈনিকগণকে রাজ সমীপে আসিতে বলিলে, তাহারা সাজেহানের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ছিন্ন মুণ্ড হইতে মসলা ও গন্ধ নিবারক পদার্থ সকল বস্ত্রদ্বারা পরিষ্কার করিলে সভাস্থ সকলে চিনিতে পারিলেন উহা খাঁজাহানের মুণ্ড। সাজেহান অমনি আগত সৈনিক চারিজনকে চারি সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক স্বরূপ দান করিয়া আহ্লাদ ও সন্তোষের চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন। এবং দাক্ষিণাত্যে তাঁহার অন্যান্য সমুদায় সৈন্যকে পারিতোষিক প্রদান করিবার জন্য সেনাপতির নিকট তিন লক্ষ মুদ্রা প্রেরণ করিতে আদেশ প্রচার করিলেন। খাঁজাহানের পরাজয় ও মৃত্যু সংবাদে রাজসভা ও নগর আরও অধিক পুলকে নিমগ্ন হইল। অসংখ্য তোপধ্বনিতে সকলের কর্ণ বধির প্রায় হইয়া উঠিল খাঁজাহান লোদিগোষ্ঠীয় পাঠান ছিল। এব্যক্তি প্রথমতঃ দিল্লীর সম্রাটের অধীনে এক সামান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয় এবং বুদ্ধি ও পারদর্শিতাবলে ক্রমশঃ উচ্চ পদস্থ হইয়া পরিশেষে দক্ষিণ রাজ্যের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া উঠে কিন্তু সাধারণে বলে যে, "অতি বুদ্ধির সর্ব্বনাশ" এই প্রবচন অনেক সময়ে সাক্ষাৎ ফল প্রদ হয়। খাঁজাহান একজন সামান্য কর্ম্মচারী ছিল, ক্রমে দাক্ষিণাত্যের প্রধান সেনাপতিত্ব ও

অধ্যক্ষতার ভার প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার মনে অতি বুদ্ধি আবির্ভূত হইল। জাহাঙ্গীর সাহের মৃত্যু হইয়াছে, সাজেহান বাদসাহ হইলেন, এই সকল আমল তবদিল দেখিয়া খাঁজাহান দিল্লী অধিপতির যে সকল প্রদেশ তাহার শাসন সংরক্ষণে ছিল, তাহার কতকাংশ ভূমি অহম্মদ নগরের রাজাকে অর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করতঃ আপনি আপনাকে দিল্লীশ্বরের অধীনতা হইতে মুক্ত করিল। খাঁজাহান এক্ষণে স্বাধীন, আর এক্ষণে দিল্লীর প্রাধান্য স্বীকার করে না। নাশ প্রাপ্ত হওয়ার প্রাক্কালেই বল্মীকের পক্ষোদ্ভব হয়। সেইরূপ পতনের পূর্ব্বক্ষণে খাঁজাহান স্বাধীন নবাব হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দিল্লী অধিপতির প্রতি এইরূপ আচরণ করাতে খাঁজাহানের অধীনস্থ অনেক কার্য্যকারক ও সেনা অবাধ্য হইয়া উঠিল ও তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিল। এই অবস্থা দৃষ্টে খাঁজাহান বিবেচনা করিল, ক্ষমতা ও বীর্য্য প্রকাশ দ্বারা সম্রাটের নিকট আপনাকে স্বাধীন নবাবরূপে পরিচয় দিতে পারিবে না। সম্রাট্ নবাব বলিয়া স্বীকার না করিলে কি তাঁহার নিকট হইতে নবাব উপাধি প্রাপ্ত না হইলে কেবল আপনার কয়েক জন ভৃত্য ও বাধ্য প্রজার নিকট স্বাধীন নবাবরূপে পরিগণিত হইয়া কোন ফল নাই। ক্ষমতা প্রকাশ সহজ ব্যাপার নয়। সুতরাং খাঁজাহান পুনরায় আপনাকে সম্রাটের অধীন স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট অতিশয় বাধ্যতার চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। সাজেহানও কিঞ্চিৎ আশ্বাস দিতে লাগিলেন। সম্রাটের মনোমালিন্য নাই ইহা খাঁজাহানের বিলক্ষণ প্রতীতি হইল। এক যাত্রায় সে দিল্লীশ্বরের অপর রাজধানী আগরা নগরে আইসে। কিছু দিন পরে জনরব উঠিল যে বাদসাহ তাহার প্রাণ বধ করিবেন। তখন ভয়ে তাহার অতিবুদ্ধি কেন অল্পবুদ্ধিও রহিল না। খাঁজাহান একবারে আগরা হইতে পলায়ন করিল তাহার অনুগত দুই সহস্র পাঠান সেনা তাহার অনুগামী হইল খাঁজাহান প্রথমতঃ গোন্দয়ানা তৎপরে অহম্মদনগরে গমন করে। সম্রাটের সৈন্যগণ তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। শেষোক্ত স্থানে একবার সাজেহান স্বয়ং ঐ নগরের রাজা ও খাঁজাহানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। তখন খাঁজাহান বুন্দেলখণ্ডে পলায়ন করে। মোগল সেনারা তাহাকে ছাড়িল না। বুন্দেলখণ্ডে সম্রাটের সৈন্য গণের সহিত খাঁজাহানের সাধারণ রূপ এক যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে খাঁজাহান পরাস্ত হইল। মোগলেরা তাহাকে ধৃত করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করে। মোগল সেনাপতির আদেশ ক্রমে খাঁজাহানের ছিন্ন মস্তক সম্রাট সমীপে

প্রেরিত হয়। অদ্য এই শালগীরা পর্ব্ব দিবসে শত্রুর ছিন্ন মুণ্ড দর্শনে সম্রাট্ যৎ-পরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলেন। সম্রাটের জয় সংবাদে নগর আরও পুল-কিত হইল এবং চারিদেকেই জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। সৈনিক-চয় খাঁজাহানের মুণ্ডসহ চন্দ্রাতপ তল হইতে বিদায় হইলে সাজেহান সানন্দ চিত্তে ও অকা-তরে দান করিতে লাগিলেন। যাহার যে অভিলাষ তাহা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। ভাটগণ উচ্চৈঃস্বরে নানাবিধ ছন্দোবন্ধে তাঁহার গুণ-গরিমা প্রকাশক কবিতা-মালা পাঠ করিতে লাগিল। চোপ দারগণ সময় ২ ডাকিয়া বলিতে লাগিল যে, যদি কাহারও কোনরূপ আশা থাকে যাহা ঈশ্বর ভিন্ন মনুষ্যদ্বারা পূর্ণ হইতে পারে তবে আইস। আজি শুভদিন, শুভ উপলক্ষ্যে দিল্লীশ্বর সম্মুখে মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করিয়া পূর্ণমনস্কাম হও। আজি সিংহাসনের নিকট পর্য্যন্ত অবারিত যাতায়াতের স্থল। যাহার ইচ্ছা সাজেহানের চরণ দর্শন ও চুম্বন করিতে পার। এই রূপ শুভদিনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া সহজ বিষয় নহে। ভবিষ্যতে কাহার ভাগ্যে কি ঘটে কেহ বলিতে পারেনা। আজি দিল্লীশ্বরের মুক্ত হস্ত, মুক্তচিত্ত, মুক্তদ্বার এই সুযোগ ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিলে ইহার জন্য অবশেষে অনুশোচনা করিতে হইবে। আইস বিলম্ব করিও না। এই কালে সাজেহান দেখিতে পাইলেন যে চন্দ্রাত-পের এক পার্শ্বে মলিনবেশধারী একটী যুবক অনুৎসাহিত চিত্তে স্থিরভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঐ ম্লান মুখ যুবার আকৃতিতে বোধ হইল সে যেন কোন গুরুতর আন্তরিক ক্লেশে ক্লিষ্ট ও অনিবার্য্য চিন্তায় চিন্তিত, এই উৎসব দিবসে যুব-কের ঐ রূপ মলিন মুখ ও মলিন বেশ দেখিয়া সাজেহান কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া পার্শ্বস্থ প্রধান উজীরকে বলিলেন দেখ ঐ যুবাটী আজি এই আমোদ প্রমোদের অংশী না হইয়া কেন অপ্রফুল্ল চিত্তে দাঁড়াইয়া আছে? উজীর নিজে দেখি-য়াও কিঞ্চিৎ বিমর্ষ ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একজন চোপদারকে আদেশ করিলেন যে, ঐ পুরুষটীকে জাঁহাপনার সমক্ষে উপস্থিত কর। উহার কি প্রার্থনা জানাবে আরজ করিয়া কৃতার্থ হউক। চোপদার আজ্ঞামাত্র মলিন বেশ ধারী যুবককে ময়ূরাসনসম্মুখে উপস্থিত করিল। যুবক, সম্রাটের পদ চুম্বন স্থলে ময়ূরাসনের ময়ূরের পদচুম্বন করিল ও গললগ্নী কৃতবাসে উভয় হস্ত যোড় করতঃ সম্রাটের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সভাস্থ সকলেরই চক্ষু স্থির। কেহ ভাবিল মলিন বেশধারী যুবা কোন রূপ গুরুতর দুষ্কার্য্য করিয়াছে এবং এইক্ষণে অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টায় এই হীনবেশে সম্রাট সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। কেহ মনে করিল এ ব্যক্তি ভিন্নদেশীয়

রাজচর সভামণ্ডপে কি কি কার্য্য হয় তাহা জানিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। কেহ ভাবিল এ ব্যক্তির মস্তিষ্ক নষ্ট হইয়াছে। হঠাৎ এই উৎসব স্থলে আসিয়া সমারোহ ও আসবাব সকল দর্শন করিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। কেহ কেহ ভাবিল এ ব্যক্তির অন্তঃকরণে কোনরূপ বিষম আশা জন্মিয়াছে এবং তাহা পূর্ণ না হওয়ায় তাহারই কোন সদুপায় অবলম্বন জন্য বাদসাহ সমীপে উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে অনেকের মনে অনেকরূপ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। যুবক ময়ূরাসন সমীপে কর যোড়ে দণ্ডায়মান আছে। বাদসাহ সাজেহান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কি জন্য আসিয়াছ?

যুবক বলিল, আমি যে আশা করিয়া জাঁহাপনার নিকটে আসিয়াছি তাহা সিদ্ধ হওয়া আমার অদৃষ্ট সাপেক্ষ কিন্তু তাহা ব্যক্ত করিতে সাহস হয় না।

সাজেহান বলিলেন। তুমি নির্ভয়ে মনের কথা জানাও কোন চিন্তা নাই।

যুবক। এখনও আমার ভালরূপ কথা বলিতে সাহস হইতেছে না, পাছে হুজুরের সম্মুখে কোনরূপ গোস্তাগী প্রকাশ হয়, কি আমার কথা আপনার মনোমীত না হয়।

সাহেজান। তুমি নির্ভয় হও। অকপটে মনের কথা বল। যদি তোমার কথা অমনোনীত হয়, কি বিরক্তিজনক হয় তথাপি আজি তোমাকে কোনরূপ দোষী জ্ঞান করা যাইবেক না।

যুবক। আমি যাহা বলিতে ইচ্ছা করি তাহা সম্পূর্ণরূপে আমার আত্মবিষয়। হুজুর কৃপা কটাক্ষ পূর্ব্বক তাহাই সিদ্ধ করিলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আপনাকে অনুরোধ করা আমার ন্যায় দীন ও হীনের সাধ্যাতীত ব্যাপার।

যৎকালে যুবক, সাজেহান সমক্ষে এইরূপ বাক্যালাপ করিতে লাগিল তখন নিকটস্থ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিল যে, মলিনবেশধারী যুবক বুদ্ধিমান্ পুরুষ, এবং সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বাদসাহ ও যুবকের কথোপকথন শ্রবণ করিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সাজেহান বলিলেন। তোমার কি প্রার্থনা জানাও। মানব-সাধ্যায়ত্ত কার্য্য হইলে তাহা অবশ্য আমা দ্বারা সিদ্ধ হইবে।

যুবক বলিল। জাঁহাপনা! এই সভাস্থ জন সমাজে দীন হীনকে ভরসা দিলেন যে, অধীনের আশা পূর্ণ করিবেন তাহাতেই বলিতে সাহসী হইতেছি এবং বিশ্বাস করি কদাচ আপনার মুখনির্গত বাক্যের স্খলন হইবেক না।

সাজেহান। তুমি অধিক আড়ম্বর করিতেছ।

যুবক। আমি মহারাষ্ট্র দেশবাসী

ক্ষত্রিয়, আমার পিতা পূর্ব্বে আহম্মদ নগরের অধিপতি মালিক আম্বরের এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মালিক অম্বরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিজয় পুরাধিপতির অধীনে নিযুক্ত আছেন। আমার পিতার নাম সাহজি। আমি সময় সময় আমার সমবয়স্কগণ সহ বিজয়পুরের পার্ব্বত্য প্রদেশ সকলে মৃগয়া করিতে যাইতাম। আমার পিতার পদোন্নতি দর্শনে যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে ঈর্ষা করিয়া থাকে, তাহারা এই উপলক্ষ্যে আমাকে দস্যু বলিয়া সকলের নিকট রটনা করে এবং কিসে আমার ও পিতা সাহজীর অমঙ্গল হইবে তাহারই পথ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। এক দিবস মৃগয়া উপলক্ষ্যে বনের দিকে যাইতেছিলাম, পথে বিজয়পুরের অন্তর্গত কঙ্কণপ্রদেশের ফৌজদারের অধীনস্থ এক জন কর্ম্মচারীর সহিত দেখা হয়। তাহার সঙ্গীয় লোকেরা আমাদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞানে পথের এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতে বলে। আমার বয়স্যগণ মধ্যে অনেকেই কূল মর্য্যাদা-বিশিষ্ট ও সুসম্পন্ন, ঐ কর্ম্মচারী অপেক্ষা অনেক গুণে সম্ভ্রান্ত ছিল। ফৌজদারের অধীনস্থ এক জন কর্ম্মচারীকে দেখিয়া পথ ত্যাগ পূর্ব্বক এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকা তাঁহাদিগের পক্ষে অতিশয় হেয় ও অপমানজনক। এই উপলক্ষ্যে ঐ কর্ম্মচারীর সহিত আমাদিগের বিবাদ আরম্ভ হয়। উভয়পক্ষ হইতে বল প্রকাশ হইতে থাকে। ইহাতে তাহাদের দুই চারি জন লোক আহত হয়। তাহারা পরাস্ত হইলে আমরাই তাহাদিগকে পথের এক পার্শ্বে রাখিয়া মৃগয়ায় চলিয়া যাই। পরে যে সময় বন হইতে বাটী ফিরিয়া আসি, সেই সময় পথে বহুতর লোক দ্বারা আক্রান্ত হই ও কঙ্কণপ্রদেশের ফৌজদার স্বয়ংই আমাদের উপর অস্ত্র ধারণ করে। সে আমাদিগকে বিশেষরূপে নির্যাতন করে, অবশেষে আমরা তাহার নিকট নানারূপ মিনতি ও বাধ্যতা স্বীকার করিয়া প্রতিজ্ঞা করি যে কখনই তাহার আয়ত্তের মধ্যে কোন স্থান দিয়া যাতায়াত করিব না। এইরূপে ফৌজদারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া চলিয়া আসি। আমার পিতা দ্বারা ভবিষ্যতে কোন মন্দ ফল না ঘটে এই অভিপ্রায়ে আমি আমার বয়স্যগণ সহ বিজয়পুর নগর পঁহুছিবার পূর্ব্বেই দুর্ব্বৃত্ত ফৌজদার প্রধান মন্ত্রীর নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করে যে, আমি আমার পিতার অনুমতি লইয়া কঙ্কণ প্রদেশে লুঠ করিয়াছি ও ফৌজদারকে তাহার কর্ম্মস্থান হইতে তাড়াইয়া দিয়াছি। বিজয়পুর রাজের প্রধান মন্ত্রী ঐ ফৌজদারের প্রধান সহায় এবং আত্মীয়, তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের সহ পরামর্শ করিয়া আমার পিতাকে হঠাৎ এক দিবস আবদ্ধ করেন। এই কার্য্যে বিজয়পুরা-

ধিপতিও সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। সংপ্রতি কারাগার মধ্যে আমার পিতা এরূপ কষ্টে আছেন যে, তাঁহার জীবন সংশয়। রাজা, মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ সকলেই আমার পিতার উপর খড়্গহস্ত, তাঁহার উদ্ধার জন্য আর কোন উপায় ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। এইক্ষণে জাঁহাপনার শরণ লইলাম। কৃপা কটাক্ষপাত করিলেই এ অধীনকে তৃপ্ত ও জীবন দান করিতে পারেন। আমার প্রার্থনা জানাইলাম। আপন অবস্থা নিবেদন করিলাম। এই দীনহীনের পিতাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া আজিকার এই উৎসবদিবসকে চিরস্মরণীয় করুন। আমি বুদ্ধি হীন। যাহা বলিলাম যদি তাহাতে কোন বিষয় বেয়াদবী প্রকাশ পাইয়া থাকে মার্জ্জনা করিতে অনুমতি হয়।

সাজেহান অনেক ক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, তুমি যে প্রার্থনা করিলে আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। তোমার বাসনা পূর্ণ করিব।

যুবক আপন বৃত্তান্ত বলিলে জানা গেল, যে পান্থদ্বয় মাধোবানামক স্থানের অশ্বত্থ বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিয়াছিল ও রাত্রিতে মোহন লালের সরাইতে বাস করিয়াছিল, উহাদের মধ্যে অল্পবয়স্ক পান্থই অদ্য সাজেহান সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। এই যুবা সাহজিব দ্বিতীয় পুত্র শিবজি। পিতাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই সম্রাট সমক্ষে আসিয়াছে। শিবজি সাজেহান কর্ত্তৃক আশ্বস্ত হইলে কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহাকে উভয় হস্তে সেলাম করিতে লাগিল। প্রধান মন্ত্রী শিবজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে কত দিন যাবৎ দিল্লীতে আসিয়াছে এবং কোন স্থানে বাস করিতেছে। শিবজি বলিল সে দুই মাস কাল যাবৎ দিল্লীতে আছে এবং এক সরাই গৃহ কেবায়া লইয়াছে। বাদসাহ প্রধান মন্ত্রীর প্রতি আদেশ দিলেন যে, শিবজি যতদিন দিল্লীতে থাকিবে ও ছিল তাহার সমুদায় ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদান কর। আর দিল্লীতে থাকা কালে তাহার কোনরূপ অসুবিধা কি কষ্ট বোধ না হয় এবিষয় দৃষ্টি রাখিও। তিনি প্রধান মন্ত্রীকে আরও বলিলেন যে, শিবজীর প্রার্থনার বিষয় তাঁহাকে অন্য এক সময়ে যেন মনে করিয়া দেওয়া হয়। এই বলিয়া শিবজিকে সংপ্রতি বিদায় হইতে অনুমতি করিলেন। শিবজি আনন্দ-ভরে ময়ূরাসনের ময়ূরপদ চুম্বন করিল ও উভয় হস্তে সেলাম করিতে ২ বাদসাহ সমীপ হইতে প্রস্থান করিল।

এই সময়ে রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। গায়ক গায়িক গণ আপন আপন যন্ত্রাদি সহকারে মজলিসে উপস্থিত। বাই সকল অনেকেই কাশ্মীর দেশীয় যুবতী। তাহাদের রূপ

লাবণ্যচ্ছটা এমন যে হটাৎ দেখিলে মানব-কন্যা বলিয়া বিবেচনা হয় না। উপাখ্যানে যে রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতির নাম ও পরীজাতীয় নারীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করা যায়, অনুভবে ইহাদিগকেও অপ্সরা বা পরীজাতীয় নারী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইহাদের এক এক জনের অঙ্গ সহস্র সহস্র মুদ্রা মূল্যের অলঙ্কারে বিভূষিত। পেশোওয়াজ ও দোপাট্টা এরূপ যে অনেক আমীর ও ধনীর গৃহে ঐ প্রকার বহুমুল্য বস্ত্র অতি অল্প পরিমাণেই থাকে। প্রথমতঃ গায়কেরা কতক্ষণ পর্য্যন্ত গীত বাদ্য করিলে পর গায়িকাদিগের মধ্যে এক এক জন আপন ২ সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। সভাস্থ জানপদবর্গ সঙ্গীতরসে একবারে বিমুগ্ধ হইল। গায়িকাদিগের অমৃত-ময় তান যতবার তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে, ততবারই তাহাদিগকে পুলকিত ও মোহিত করিয়া তুলিতেছে। চারিদিক্ নিঃশব্দ। সকলেই নর্ত্তকীদিগের প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া আছে। এইরূপে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সঙ্গীত ও আমোদ স্রোত অনর্গল প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে সাজেহান আপন ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে চন্দ্রাতপের দূরবর্ত্তী পুর্ব্বদিকে একমাঠে অগ্নিক্রীড়া দর্শনার্থ উপস্থিত হইলেন। মাঠে বহুবিধ অগ্নিক্রীড়ার আয়োজন প্রস্তুত ছিল। ফুলঝরী, আনোয়ার, দাউদী, ভুঁইচাপা, মাজেয়ারী, মাহাতাবী হাউই, গল্লহাউই, চরকী, ঝাঁঝী, জুঁহী, পটাখা, ছেতারা, মাহাতাবের ঝাড়, গুলদাউদ, বোম, নানা বর্ণের ফানস অপরাজিতার ঝাড়, তুম্‌রী এবং অনেক রূপ কৃত্রিম যুদ্ধের সাজ পোড়ান হইল। আতস্‌বাজি দেখার জন্য লোকারণ্য হইয়াছে। প্রায় এক প্রহরকাল, ব্যাপিয়া অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শিত হইল আমোদপূর্ণা রজনী অবসানোন্মুখী হইলেন। শালগীরা উৎসবের অনুরোধ, কি নগরবাসীগণকে সুখ সাগরে নিমগ্ন রাখিবার জন্য রজনীদেবী আপন নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়া জগন্মণ্ডলে অধিক ক্ষণ অবস্থান করিতে পারিলেন না। পুর্ব্বদিক্ ফরসা হইয়া আসিল। শ্যামা, বুল্ বুল্, দৈয়ল, রঙ্গভরে অমৃতময় সুর যোগে জীবগণের কর্ণে বিশেষতঃ মানব শ্রবণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রভাত হিল্লোলিত সমীরণ আমোদ মগ্ন ব্যক্তিগণকে স্পর্শ করতঃ তাহাদিগকে স্নিগ্ধশরীর করিয়া তুলিল। দেখিতে ২ সূর্য্যদেবের বালরশ্মি কিছু ২ করিয়া আকাশ মার্গে দৃশ্যমান হইতে লাগিল। এ যাত্রায় সাজেহানের শালগীরার নিশা এইরূপে প্রভাত হইল।

দশম অধ্যায়।

রাত্রি দুইপ্রহর অতীত। জগত্ স্তম্ভিত ভাব ধারণ করিয়াছে। চারিদিক্ নিঃশব্দ। সময় সময় ঝিল্লীরব গাঢ় নিশার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কোথাও কখনও স্বন্ স্বন্ করিয়া একটু বাতাস বহিতেছে। নিদ্রাদেবী সকলকে আপন ক্রোড়ে লইয়া শ্রান্তিদূর করাইতেছেন। কোন ২ স্থানে পেচক ও বাতলীগণ ধপ্ ধপ্ করিয়া উড্ডীয়মান হইতেছে। চিন্তাকুলহৃদয় কখনই স্থিরভাবে থাকিতে পারে না। যদি কাহারও হৃদয় মন্দিরে চিন্তাদেবী একবার দৃঢ়রূপে উপবেশন করিতে পারেন তাহা হইলে ঐরূপ হৃদয়শালী ব্যক্তিকে নিদ্রা কি আহার কি বিশ্রাম কোন কার্য্যই নিশ্চিন্তমনে করিতে দেন না। চিন্তা প্রথমে তিলপ্রমাণে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র দূরীভূত হইতে না পারিলে তালপ্রমাণ হইতে থাকে। চিন্তাক্লিষ্ট শরীর ব্যাধিগ্রস্ত শরীর অপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল ও ক্লেশভোগী। চিন্তা যতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের কোমল হৃদয়কে ছারখার করিতে না পারে, ততদিন আপন ইচ্ছাক্রমে কখনই স্থানান্তরিত হইতে চাহে না। যাহাতে মনে চিন্তা প্রবিষ্ট হইতে না পারে তাহার চেষ্টাকরা উচিত। উহাকে একবার হৃদয়ে ধারণ করিলে ত্যাগ করা সুকঠিন হইয়া উঠে। এই যে নিস্তব্ধ পৃথিবী, ইহাতেও চিন্তাকুল ব্যক্তিগণ নিস্পন্দশরীরে শয্যাশায়ী হইয়া আছে বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ নিস্পন্দ নহে। উহা অনবরত চিন্তাতরঙ্গে মগ্ন হইয়া ক্ষণে এদিকে ক্ষণে ও দিকে এইভাবে আন্দোলিত হইতেছে। এক তিলার্দ্ধমাত্র স্থির থাকিতে পারিতেছে না। বরং প্রকৃতি দেবীকে গাঢ় স্তম্ভিতা দেখিয়া এই সময়েই চিন্তাতরঙ্গ আরও অধিক পরিমাণে হিল্লোলিত হইবার সুযোগ পাইতেছে।

চিন্তাকুল-হৃদয়া আমীনা ও বেলাঅলী এই সময়ে একত্র শয়ন করিয়া আছে। সহসা দেখিলে বোধ হয় যে, আমীনা গাঢ় নিদ্রায় অভিভুতা। ফলতঃ তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও নিদ্রানুভব হইতেছেনা। সে কেবল অনবরতই চিন্তা করিতেছে। ভাবিতেছে বিধাতা বুঝি চিন্তানলে পোড়াইবার জন্যই আমার এ দেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। হায়! আমার মত হতভাগিনী কি আর জগতে আছে? যে পিতামাতা আমার দুঃখে দুঃখ এবং আমার সুখে সুখ জ্ঞান করিবেন, তাঁহারাই আমাকে দুরাত্মা মোরাদের হাতে অর্পণ করিতে চাহিতেছেন। আমি যাঁহাকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছি সরল মনে ভাল বাসিয়াছি ও বাসিতেছি,

তাঁহা হইতে চিরদিনের জন্য একবারে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিতেছেন। আমি যে, এত দিন অবিবাহিতা আছি ও ইউসফের সহিত কখনও নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করি নাই, ইহাতেও কেবল ইউসফের অকপট স্নেহ ও অনুরাগের বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া ও বিধি সদয় হইলে ভবিষ্যতে ইউসফের সহিত পরিণয় হইলে হইতে পারে এই ভাবী আশায় দিন কাটাইতেছি। ইহাতেও মনে পরম সুখ প্রাপ্ত হই। কিন্তু বাদসাহের বধূ হইব, রাজপুত্রের গৃহিনী হইব এসুখ, এচিন্তা, এ আশা আমার নিকট বিষাক্ত কণ্টক বিদ্ধ বেদনার ন্যায় বোধ হয়। হায়! আমি মোরাদকে ঘৃণা করি, তাহার সহিত পরিণয়ে অসম্মতা, তত্রাপি আমার পিতা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোরাদকে সমর্পণ করিবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। মাতাও পিতার অভিমতে অনুমোদন করিয়াছেন। এ দুঃখ কাহাকে জানাব? লোকে বলে পিতা মাতা জগতে প্রধান সুহৃদ, কিন্তু আমার ভাগ্যে সকলই বিপরীত দেখি! পিতা ধন ও মান লোভে অন্ধ হইয়া চিরজীবনের তরে আপন কন্যাকে দুঃখসলিলে ভাসাইয়া দিতেছেন। মাতাও পিতার অনুরোধে তাঁহার পশ্চাদ্গামিনী হইতেছেন। পিতার কি ভ্রম! ধন ও মান হইলেই যদি প্রকৃত রূপে সুখী হয় তবে আমার পিতাও ত এই দিল্লীনগরে একজন ধনে ও মানে সাধারণ লোক নহেন। কিন্তু কই তিনি ত তিলেকের জন্য ও সুখ কাহাকে বলে, জানেন না। সর্ব্বদাই কিসে অর্থ বাড়িবে, কিসে লোকের নিকট মহামাননীয় বলিয়া পরিচিত হইবেন তাহার জন্যই শশব্যস্ত থাকেন। সাধারণ কৃষকদিগের আহারও নিদ্রা যত সুখপ্রদ, আমার পিতার নিকট তাহা তত সুখপ্রদ নহে। তিনি অনেক সময়ে নিশ্চিন্ত বসিয়া যথেষ্টরূপে আহার করিতে পারেন না। নিদ্রার ত কথাই নাই। যাহার মন স্বভাবত অপরিতৃপ্ত অসুখী হইয়া উঠে, সেকি কখন ও কেবল ধন ও মান পাইলেই সুখী হইতে পারে? হায়! পিতা আপনার মনের অবস্থা অনুভব করিয়াও কি রাজসংসারে যে অবশ্য অসুখ ও অতৃপ্তি আছে তাহা বুঝিতে পারেন না? অনেক রাজপত্নী চিরদিনের জন্য মনের দুঃখে কালযাপন করিতেছেন। কত জন সপত্নী যন্ত্রণা সহ্য করিতে অক্ষমা হইয়া আপন প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছেন। এক এক জন কত লাঞ্ছনা ও ক্লেশ ভোগ করিয়া অবশেষে রাজ সংসারের বাহ্যিক সুখ, আড়ম্বর ও সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া গোপনে রাজঅন্তঃপুর ত্যাগ করতঃ একবারে অনুদ্দেশ হইতেছেন। ইহা কি আমার পিতা জানিয়াও জানেন না? আমাদের এই বাড়ী ও বাদসাহের মহল ত নমাস ছমাসের পথ নয়? তবে

পিতা পরিণাম দৃষ্টি না করিয়াই আমাকে যন্ত্রণা সাগরে নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন বই আর কি বলিতে পারি? হায়! আমি যে, ইউসফের নিকট বারংবার প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছি যে তাহাকে আপন মন সমর্পণ করিলাম, আবার সেই মন কি প্রকারে মোরাদকে অর্পণ করিব। কপটের ন্যায় মনে দ্বেষ রাখিয়া কি প্রকারেই বা মোরাদকে বাহ্যিক ভাল বাসা জানাব? আমি ত কপট প্রেম কখনও জানি না, তাহা করতে ও পারব না। ছি! কপট প্রেমকেও ধিক্! কপট প্রেমিককে ও ধিক্! যে প্রেম পরস্পরকে স্বর্গতুল্য সুখ প্রদান না করে, যে প্রেম আজীবন কাল হৃদয়ে সতেজ ও বলবৎ না থাকে, যে প্রেম নিরবচ্ছিন্ন অকপটতা ও সন্তোষের আকর না হয়, সেরূপ প্রেম দুঃসহ যাতনাযুক্ত ব্যাধি মাত্র। ঐরূপ কপট প্রেম অসীম অমঙ্গল ও দুঃখের আকর বই কিছুই নহে। মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই যে, অমুক বেগমের সহিত বাদসাহের অতিশয় প্রণয় হইয়াছে। বাদসাহ তিলার্দ্ধকাল ঐ বেগমকে না দেখিতে পাইলে উন্মত্ত হইয়া উঠেন, কি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেন। ঐ বেগমও বাদসাহকে তাঁহা অপেক্ষা অধিক প্রেম দেখান। কিন্তু আবার কিছুদিন পরেই শুনিতে পাই যে ঐরূপ প্রাণপুত্তলী প্রেমের আধার বেগম স্বহস্তে বাদসাহকে দুগ্ধে, জলে বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্যে হলাহল মিশাইয়া দিয়াছে। ইহা কেবল কপট প্রেমের পরিচয় ও ফল। আমি মোরাদকে চাহিনা সুতরাং তাহার সহিত প্রেমও করতে পার্ব্বো না। কপট প্রেমও শিক্ষা করি নাই যে, তাহা দ্বারা কোনরূপে মোরাদকে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, আমি তাহাকে ভাল বাসি। মোরাদকে ভাল বাসিতে না পারিলে আমার সহিত তাঁহার পরিণয়ের ফল কি? এ পরিণয় আমার পক্ষে কণ্টকাকীর্ণ শয্যায় শয়নের ন্যায় হইবে। পরিণয়ত ধন-মান-লাভ জন্য নহে। দম্পতীহৃদয়ে অকপট প্রেমের স্ফূর্ত্তিই উহার উদ্দেশ্য। হায়! পরিণয়ের যে প্রধান ফল দাম্পত্যপ্রেম সঙ্ঘটন, আশু আমার সহিত মোরাদের পরিণয় হইলে সে ফলের অবিদ্যমানতার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হইবে। এ অবস্থায় মোরাদের সহিত পরিণয় না হওয়া সহস্রাংশে বাঞ্ছনীয়। আমি কি জীবিত অবস্থায় মৃত হইয়া রহিবার জন্য মোরাদের হস্তে পতিত হইতেছি? আমার জীবনে ধিক! জনকজননীর ভালবাসায় ধিক্! দুরাত্মা মোরাদের ধনে ধিক্! ক্ষমতায় ধিক্, মানে ধিক্, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমীনার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল দেহে জীবন থাকিতে সাধ্যানুসারে কখনই এ শরীরকে মোরাদের

হস্তে পতিত হইতে দিব না। এই ভাবিয়া পার্শ্বশায়িনী বেলাঅলীকে হস্ত দ্বারা জাগরিত করিয়া বলিল সখি! তোমার সহিত কিছু কথা বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

বেলাঅলী বলিল। এত রাত্রিতে আবার কি বল্‌তে ইচ্ছা হল?

আমীনা। তুমি জান আমি মোরাদকে কতদূর ঘৃণা করিয়া থাকি, আমার পিতা তথাচ আমার অনিচ্ছায় মোরাদের সহিত বিবাহ স্থির করিয়াছেন। পিতা যেরূপ অন্তঃকরণের লোক তাহা তুমি বিলক্ষণ জান। আমার বোধ হইতেছে, তিনি মনে মনে যাহা ধার্য্য করিয়াছেন সহস্র সহস্র বাধা উপেক্ষা করিয়া তাহা করিবেন। ইহার কিছুই সন্দেহ নাই। তাহা হইলে আমি চিরদিনের জন্য দুঃখ ও বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইব। এখন এ বিপদ হইতে কি প্রকারে মুক্ত হই? সখি! তোমার বুদ্ধি অগাধ, তুমি চতুরার শিরোমণি, আমার আদ্যন্ত সকলই জান, তোমার নিকট কিছুই ছাপা নাই। এখন কিসে এ আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত হই, তাহার উপায় তুমি না করিলে আর কে করবে? সখি! তুমি আমার দুঃখেরও ভাগী, সুখেরও ভাগী। এখন যাহা করা উচিত বলিয়া দাও, নতুবা এই স্থির কর যে, চিরকালের জন্য আমার সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। আমিও তোমার নিকট জন্মেরমত বিদায় হই।

বেলাঅলী। এত উতলা হ'লে কেন? যে কার্য্য সাধ্যের অতীত তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া কি ফল হইবে?

আমীনা। সখি! তুমি আমাকে কথায় কথায় কেবল উপদেশই দিয়া থাক, এতকাল ত উপদেশ দিয়াই কাটা'লে? আশু কি উপায়ে মোরাদের হস্তে পতিত না হ'তে পারি, তাহারই উপায় বলে দাও। আমার আর উপদেশ শোন্‌বার সময় নাই।

বেলাঅলী। ইহার উপায়ত ভাবিয়া স্থির কর্‌তে পাচ্ছি না, আমি তোমাকে কি উপায় ব'লে দি।

আমীনা। ভেবেছিলাম তোমার নিকট হ'তে কোন সদুপায় হ'বে কিন্তু তাহা ঘটিল না। এখন আপনার উপায় আপনি কর্‌তে হল।

বেলাঅলী। কি উপায় স্থির ক'রেছ?

আমীনা। মৃত্যু।

বেলাঅলী। যদি তোমার এতদূর পণ, তবে এক উপায় আছে। তাহাতে আপাততঃ মোরাদের হস্ত হইতে মুক্ত হ'তে পার বটে কিন্তু শেষ কালে কি ঘট্‌বে বল্‌তে পারি না।

আমীনা। আশু যে উপায় হয়, তাহাই বল, পরে যখন যে বিপদ্ উপস্থিত হবে এড়াইতে পার্‌লে এড়াব নয়ত যা হয় হবে।

বেলাঅলী। এখন এই দিল্লী নগর হ'তে কোনরূপে পলায়ন করাই এক উপায় আছে। কিন্তু——তাতে

যে শেষে কি ঘট্‌বে বল্‌তে পারিনা।

আমীনা। সখি! পরে যা হয় হ’বে এখন অবশ্যই এই উপায় অবলম্বন কর্‌ব। কিন্তু তা হলে তোমার উপায় কি হবে? তোমাকে কোথায় কার হাতে রেখে যাব?

বেলাঅলী। তুমি গেলেপর আর আমি কি এই রাজবাটীতে মুহূর্ত্তের জন্যও তিষ্ঠিতে পারি? তোমার পিতা আমাকেই দোষী জ্ঞান করে প্রাণে বধ কর্‌বেন। আর যদি তোমার এই পলায়নের বিষয়ে আমাকে কোনরূপ না দুষিয়া থাক্‌তেন, তথাপি তোমাকে না দেখে কখন বাঁচিয়া থাক্‌তে পার্‌ব না! আমি বেঁচে থাক্‌তে কখনই তোমার সঙ্গ ছাড়া হতে পার্‌ব না।

আমীনা। ভাল পলাইয়া কোথায় যাব? আমরা দুই জনেই যুবতী কিরূপে পলাইয়া ফির্‌ব? আমার পিতা ও মোরাদ পাছে থাক্‌বেনই থাক্‌বেন।

বেলাঅলী। আমরা কেবল দুটী যুবতী কেন?——ইউসফ্?

আমীনা। তাঁহার সহিত একত্র হ’য়ে এই নগর ত্যাগ কর্‌তে আমার ইচ্ছা হয় না। লোকে কতই গ্লানি কর্‌বে, গঞ্জনা দিবে ও কত শত্রুই হাস্‌বে। পিতামাতার কতই অযশঃ ঘোষণা কর্‌বে। আমি এই লজ্জাতেই পূর্ণবয়স্কা হ’য়ে ইউসফের সহিত কখনও গোপনে সাক্ষাৎ করি নাই। সখি! তুমিত জান যে, একদিন মাত্র আমাদের বাটীর গোওয়ালিনী বেটীর ফোঁসে প’ড়ে সেই বাগানে গিয়ে কি বিপদেই পড়্‌তেছিলাম! যদি সে দিবস পিতা আর কিছুকাল বিলম্বে তথায় যেতেন তবে বল দেখি আমাদের ভাগ্যে কি ঘট্‌ত? আমি তদবধি প্রতিজ্ঞা ক’রেছি গোপনে কখনও আপনাকে আর এরূপ কার্য্যে লিপ্ত কর্‌ব না। সখি! অবশেষে বুঝি সে দায় হ’তে এড়াতে পার্‌লাম না। হায়! আমার মনে ছিল যে, ইউসফের সহিত আমাকে বিয়ে দিয়ে আমার পিতামাতা ও পরিজনেরা আমাদিগের উভয়কে লয়ে পরম হর্ষে ও সুখে কাল যাপন কর্‌বেন। কিন্তু এক্ষণ তাহা না হ’য়ে পিতামাতার অগোচরে ইউসফের সঙ্গিনী হতে হ’ল। ইহার পরেই বা ভাগ্যে কি ঘটে উঠে কে জানে? যা হোক্ এখন তুমি যে উপায় স্থির কর্‌লে, তাহা কিসে শীঘ্র সিদ্ধ হয় তাহার চেষ্টা কর।

বেলাঅলী। তবে কালি গোওয়ালিনীর নিকট একখানি পত্র ও কিছু টাকা দাও। ইউসফ যেন একখানি ডিঙ্গী ঘাটে এনে রাখেন, আমরা রাত্রিতে কোন এক সময়ে যাহা কিছু পারি সঙ্গে ল’য়ে এবাটী ত্যাগ করব।

আমীনা। ভাল তাহা ত কর্‌ব,

কিন্তু আমরা কোথায় চল্লাম তার একটা ঠিকানাও কর্‌লাম না?

বেলাঅলী। এখান হ'তে একবার বাহির হই। পরে অদৃষ্ট যেখানে লয়ে যায় সেই খানেই যাব। কিন্তু দিল্লী ছাড়্‌তেই হবে।

আমীনা। আচ্ছা——।

এইরূপ নানা কথায় একখানি পত্র লিখিল। বেলা প্রহর হইলে গোওয়ালিনী মাখন ও দুধ লইয়া উপস্থিত। আমীনা সংগোপনে গোওয়ালিনীকে পত্রখানি দিয়া বলিল "এই পঁচিশ টাকা নে, ইউসফকে দিস্। আর তুই আমার জন্য অনেক পরিশ্রম ক'রে থাকিস্, তোকে আর এই পাঁচ টাকা দিলাম, ইহাদ্বারা তোর যা ইচ্ছা করিস্। গোওয়ালিনী বিদায় হইল। ক্রমে ক্রমে নানা চিন্তা ও নানারূপ কথায় দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। রাত্রি হইল। অধিক রাত্রি হইলে বাটীর সমস্ত লোক আপন আপন গৃহে শয়ন করিয়া নিঃশব্দ হইল। কেবল বাটীর বাহিরে প্রহরীগণ জাগ্রত আছে। আমীনা ও বেলাঅলী ঐ সময়ে সুযোগ দেখিয়া অতিশয় সাবধানে ও নিঃশব্দে বাটীর লগ্ন বাগানে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিকের খিড়্‌কীর নিকটে গেল। খিড়্‌কী খুলিয়া অতি কষ্টে ও সতর্কতার সহিত একবারে গলিটীর উপর গিয়া উঠিল। কতক দূর পর্য্যন্ত পশ্চিম মুখে চলিয়া পরে উত্তর পূর্ব্বমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ দেখিতে পাইল যে, একটী আলো সহকারে দুই জন লোক পাছের দিক্ হইতে গলির উপর দিয়া চলিয়া আসিতেছে। আমীনা ও বেলাঅলী একবারে হতবুদ্ধি হইয়া নদীর ঘাট বলিয়া দৌড়িতে লাগিল। তাহারা ভাবিল যে, হয়ত তাহাদের বাটীতে সকলে টের পাইয়াছে ও তাহাদিগকে ধরিবার জন্য লোক আসিতেছে। আমাদের ভাগ্যে কি দশা ঘটিল! বুঝি ধরা পড়িলাম! এই ভাবিয়া আমীনা ও বেলাঅলী সাধ্যানুসারে দৌড়িতে লাগিল। কিন্তু আতঙ্কে শরীর ও পদ কম্পমান্। যত দূর বল ও সাহসের দৌড়িতে আশা করিল, কম্পমান্ পদদ্বয় তাহা করিতে দিল না। আজি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। ঘোর অন্ধকার। পথে আলো না থাকিলে কিছুই দেখা যায় না। আমীনা ঐ অন্ধকারে উসট খাইয়া গলির উপর পড়িয়া গেল। বেলাঅলী তখনই তাহাকে ধরিয়া উঠাইল ও বলিল সখি! দুঃখ পেলে না কি? আমীনা বলিল, না অধিক দুঃখ পাই নাই, চল্‌তে পার্‌ব। এই বলিয়া আমীনা উঠিয়া পুনরায় বেলাঅলি সহ চলিতে লাগিল। খানিক পরে আলোটী কতদূরে আছে দেখিবার জন্য উভয়ে একটু দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া পথের দিকে দেখিল। দেখে আলোক নাই, মানুষ দুটিও নাই; তখন

তাহারা ভাবিল তাহাদের বাড়ীর লোক নহে। অন্য কোন স্থানের লোক,। যে গলি দিয়া তাহারা আসিতে ছিল ঐ গলিরপার্শ্বস্থিত কোন বাড়ীতে গিয়া প্রবেশ করিল। তখন তাহাদের শরীরে একটু জীবনের সঞ্চার হইল। তাহারা পুনরায় নির্দ্দিষ্ট ঘাট লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে যে ঘাটে ইউসফ্‌কে নৌকা রাখিতে সঙ্কেত করিয়াছিল তথায় পঁহুছিল। দেখে নৌকাও নাই ইউসফও নাই। তাহারা ভাবিল হয়ত এই ঘাটেরই কিছু ভাটি কি উজানে কোন স্থানে ইউসফ্ নৌকা সহ আছে। কিছু অন্বেষণ করিলেই পাইব। এই ভাবিয়া তাহারা নদীর ধারে ধারে এদিক্ ওদিক্ কিছুদূর পর্য্যন্ত বেড়াইয়া দেখিল। কিন্তু ইউসফ্ কি নৌকা কিছুই দেখিতে পাইল না। তখন তাহারা চমকিয়া উঠিল। তাহাদের মনে নানামত চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। পুনরায় বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া অতিকষ্টকর ব্যাপার। হয়ত বাড়ীর লোকেরা জাগিয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাই কি না। কেনই বা এতদূর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া রাত্রিকালে নদীতীরে আসিলাম। কি কারণে ইউসফ্ আসিতে পারিল না! সে আসিয়া বা ফিরিয়া গিয়াছে! কি ইহার পরেই বা আইসে! আসিবার জন্য কি গুরুতর বাধা ঘটিয়াছে! এই সকল নানারূপ চিন্তা স্রোত আমীনা ও বেলাঅলীর হৃদয়সরোবরে যুগপৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল। উহাদের কোমল অন্তঃকরণ বিষাদ ও ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িল। অনেক চিন্তার পর অনন্যগতি হইয়া অবশেষে উহারা পুনরায় বাটীর দিকে চলিতে লাগিল। ক্লান্তশরীর, সশঙ্কিতহৃদয়, উহাদের গতির নানারূপ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। আমীনা সময় সময় পদস্খলনে ভূপতিতা হইয়া দুঃখ পাইতে লাগিল। অনেক কষ্টের পর উহারা আপন বাটী-সংলগ্ন উদ্যান-সমীপবর্ত্তিনী হইল। ঘোর অন্ধকারে প্রাচীরস্থ গবাক্ষদ্বার সহসা দৃষ্ট হইতেছে না। অন্তঃকরণের ভয় ও ব্যাকুলতা আমীনা বেলাঅলীকে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা প্রাচীরের স্থানে স্থানে হস্ত-স্পর্শ পূর্ব্বক খিড়্‌কীর দ্বারটী খুঁজিতে লাগিল এবং উদ্যানের ভিতর দিয়া বাটী প্রবেশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু কোন প্রকারেই ঐ গবাক্ষ দ্বার কোন্ স্থানে তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। ফলতঃ তাহাদের দিগ্‌ভ্রম জন্মিয়াছে। উত্তরের দিকের প্রাচীর যাহাতে গবাক্ষদ্বারটী সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া উদ্যানের পশ্চিমপার্শ্বস্থ প্রাচীরের খিড়্‌কী-দ্বারের অনুসন্ধান করিতেছে। তাহারা কিয়ৎক্ষণ পরে জানিতে পারিল উত্তরদিকের প্রাচীর

ছাড়িয়া আসিয়াছে। তখন ঐদিকের প্রাচীরের সন্নিহিত হওয়ার জন্য পথ দিয়া একটু ফিরিয়া চলিল। এমত সময়ে হঠাৎ মনুষ্যের সবল পদ-বিচরণ-শব্দ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন কোনদিকে দাঁড়াইতে হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারিল না। বুঝি ধরা পড়িলাম! হায়! কি ঘটিল! ভাবিয়া যেমন মুহূর্ত্তের জন্য একরূপ সংজ্ঞাহীনা ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। অমনি দেখে যে, একজন কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকার পুরুষ উহাদের সম্মুখে উপস্থিত। সে এক বারে এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, বেলাঅলীর শরীরে ঐ ভীষণাকার পুরুষের শরীর দ্বারা প্রতিঘাত হওয়াতে বেলাঅলী গলির উপর পড়িয়া গেল। আমীনা ভয়ে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল। বেলাঅলীকে ঐ ভীষণাকার পুরুষ মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া বলিল তোমরা কে? বেলাঅলী ও আমীনার মুখ হইতে বাক্য-নিঃসরণ হইল না। ভীষণাকার পুরুষ বলিল, কথা না বলিলে এখনই গলা টিপিয়া ধরিব। তখন বেলাঅলী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল আমরা এই বাড়ীর স্ত্রীলোক।

ভীষণাকার পুরুষ বলিল। "তোমরা এত রাত্রিতে এস্থানে আসিয়াছ কেন? আমীনা ও বেলাঅলীর মুখে উত্তর নাই। ভীষণাকার পুরুষ বলিল বোধ হয় তোমাদিগকে চিনিলাম। তোমারাই এক দিবস আমাকে বাগানের ভিতর কতকগুলি গহনা দিয়াছিলে। আমার জন্য আরও দুবার নরদমার ইটের নীচে দুখান মোহর রাখিয়াছিলে। তাহা আমি পাইয়াছি। এখন তোমাদের এত রাত্রিতে বাহির হওয়ার কারণ কি বল। আমি না শুনিলে ছাড়িয়া দিব না। বেলাঅলী কিঞ্চিৎ শঙ্কিতা হইয়া অগত্যা বলিতে লাগিল, আমরা বাটীতে নানারূপ কষ্ট পেয়ে থাকি, তজ্জন্য এই বাটীত্যাগ করতে ইচ্ছা ক'রেছি ও আজি পলাবার জন্য আমাদের এক জন পরিচিত লোককে এক খানি নৌকা আমাদের বাটীর নিকটস্থ ঘাটে এনে রাখতে বলেছিলাম,সেই জন্যই এই রাত্রিতে ঘাটে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঘাটে নৌকাও নাই, মানুষ ও নাই। এই ফি'রে বাড়ী আস্‌তে তোমার সহিত এস্থানে দেখা হ'ল। ভীষণাকার পুরুষ বলিল, আচ্ছা ভাল! তোমরা আমাকে সরল ভাবে সকল কথা বল্লে ও আমাকে অলঙ্কার ভিন্ন আরও দুবার দুটা মোহর দিয়াছ। আমি তোমাদের নিকট ব'লেছিলাম যে আমাকে সময় সময় কিছু দিলে আমি তোমাদের বাধ্য থাকব। এই জন্য তোমাদের কাজ ক'রে দিব। কিন্তু আমাকে কি দিবে বল, টাকা না হলে কিছুই করব না। বেলাঅলী বলিল তোমার নিকট কোন সময়ে উপকার পাব এবং তোমা দ্বারা ঐরূপ উপকার হইতে পারে, এই ভেবে তোমাকে

দুখান মোহর দিয়েছি। আজ্ সেই সময় ও আবশ্যকতা উপস্থিত। এখন উপকার করা না করা তোমার ধর্ম্ম, তোমার ইচ্ছা। আমরা বড় বিপদে প'ড়েছি। তুমি আপন প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তেও পার ভাঙতে ও পার।

ভীষণাকার পুরুষ। আমাকে কি দিবে দাও, আমি তোমাদের নৌকাও মানুষ সকলই মিলাইয়ে দিচ্ছি। আমাকে কিছু দিতে হবে। তোমরা জান না যে, টাকা না হ'লে কোন কার্য্য হ'তে পারে না। আগে আমাকে সন্তুষ্ট কর, পরে আমা দ্বারা কার্য্য লও! টাকা হ'লে আমাকে যে কাজ কর্‌তে বল তাহাই কর্‌তে পারি।

বেলাঅলী। তুমি কিরূপে আমাদের নৌকা মিলাইয়া দিতে পার?

ভীষণাকার পুরুষ। আমি যেরূপেই পারি তাতে তোমাদের কায কি? আমাকে কি দিবে দাও। আমি যেরূপেই হোক্ তোমাদের কায সিদ্ধ ক'রে দিব।

বেলাঅলী নীরব হইয়া আপন বস্ত্র পুঁটলীর মধ্য হইতে চারিখান মোহর বাহির করিয়া ভীষণাকার পুরুষের হস্তে দিল। সে তখন বলিল আমার সঙ্গে আইস, কিন্তু অন্য রাস্তায় যাইতে হইবে। আমি তোমাদিগের নৌকা ও মানুষ সকলই দিচ্ছি। বেলাঅলী ও আমীনা দস্যুর সহিত রাত্রিকালে চলিতে ভীতা হইল। দস্যু তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিল, তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা অবশ্যই করিব। তোমরা আমাকে অবিশ্বাস করিও না। আমীনা ও বেলাঅলী মৌনভাবে রহিল। দস্যু বলিল, আমি এত বল্‌তেছি তথাপি আমাকে অবিশ্বাস কর্‌লে? তবে আমি আর তোমাদিগের সহিত সরল ব্যবহার ক'রে কি করি? এখনই তোমাদিগকে তোমাদের বাটীর সম্মুখে লইয়া এমন গোলযোগ বাধাইয়া দিব যে, বাড়ীর লোকে টের পেয়ে তোমাদিগকে ধর্‌বে। নতুবা ইচ্ছা কর্‌লে এই স্থানেই তোমাদের উপর কোনরূপ বল প্রকাশ কর্‌তে পারি। কিন্তু আমি তোমাদের নিকট যে সরল ভাবে কথা বল্‌ছি ইহা বিশ্বাস কর্‌লে যতদূর পারি তোমাদের উপকার কর্‌ব। বেলাঅলী তখন সম্যক্ বিপদ উপস্থিত দেখিয়া বলিল, আচ্ছা! আমরা তোমার সঙ্গে চল্‌ছি। এখন আমাদের মান, ধন ও জীবন তোমার হাতে। ভীষণাকার ব্যক্তি বলিল, তবে চল! দেখ কি করি। দস্যু দক্ষিণ মুখ হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। বেলাঅলী ও আমীনা অবাক্ হইয়া তাহার পশ্চাদ্গামিনী হইল। কতক্ষণ চলিতে চলিতে পুনরায় যমুনার তটদেশে উপস্থিত হইল। দেখিল যে স্থানে ইউসফকে নৌকা রাখিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছিল তাহার বহুদূর উজানে এই স্থান। উহারা ক্রমে ক্রমে

একটি বৃহৎ কবর ভূমিতে যাইয়া উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে অনেক গুলি বৃহৎ মস্‌জিদের ন্যায় কবরগৃহ আছে। স্থানটী অতিনির্জ্জন ও ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইল। দস্যু, আমীনা ও বেলাঅলীকে সঙ্গে লইয়া উহার এক বৃহৎ কবর গৃহে প্রবেশ করিল। বেলাঅলী ও আমীনা দেখিল, উহাতে চারি জন বলিষ্ঠ হাপ্সী ও অপর তিন জন মুসলমান দাঁড়াইয়া আছে। তিন জন বলিষ্ঠকায় হাপ্সী অপর তিন জন মুসলমানকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া ধরিয়া আছে। আর এক জন হাপ্সী এক খানি শাণিততরবার খুলিয়া হস্তে রাখিয়াছে। হাপ্সীদিগের প্রত্যেকেরই নিকট এক এক বল্লম, পিস্তল, ঢাল, পেস্কবজ ও তরবার আছে। উহারা সকলেই বলিষ্ঠ ও ভীষণাকার। মস্‌জিদের এক কোণে একটী ক্ষুদ্র আলো মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। ঐ আলো দ্বারা কিছুকাল বিলম্বে আমীনা ও বেলাঅলী চিনিতে পারিল যে, বন্ধনদশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন তাহাদের হারানিধি ইউসফ। আমীনা ও বেলাঅলী উহা দেখিয়া আরও চমকিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল, বিধাতা আজ কি দুর্ব্বিপাকেই ফেলেছেন? বোধ হয়, আমাদের একুল ওকুল দুকুলই গেল। যে দস্যু বেলাঅলী ও আমীনাকে সঙ্গে করিয়া মস্‌জিদে উপস্থিত হইল, সে অপর চারিজনের সহিত এমন এক প্রকার ভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করিল যে বেলাঅলী ও আমীনা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত অনুমান করিল যে, দস্যুরা উহাদেরই বিষয় লইয়া আপনাদের মধ্যে যেন কি তর্ক বিতর্ক করিতেছে। অনেকক্ষণ পরে যে বক্তি আমীনা ও বেলাঅলীকে সঙ্গে করিয়া ঐ কবর গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল, সে ইউসফের দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া আমীনাদের মধ্যে বোধগম্য ভাষায় বলিতে লাগিল, এই ছোকরা একমাস মধ্যে আমাদিগকে দশখান মোহর দিতে একরার করেছিল, তাহা এপর্য্যন্ত দেয় নাই। আজ্ রাতে আমরা পাঁচ জন যখন যমুনার পাড় দিয়া সহরে যাচ্ছিলাম, ইহাকে তখন মাঠের উপর দেখে চিন্‌তে পারিলাম। এ অমনি তাড়াতাড়ি নৌকার ভিতর ঢুক্‌লো ও মাঝি বেটারা নৌকা খুলে দিয়ে বেটাকে ধরবার বাধা দিতে লাগ্‌ল। কিন্তু "আমরা নাছোড় বান্দা" ইহাদের পাছে পাছে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়িলাম। নৌকা আমাদের হাতছাড়া হতে পার্‌ল না ও এই তিন জনকে ধরে আট্‌কালাম। ইহাদের উচিত শাস্তি দেওয়ার জন্য উহাদের নৌকাতেই চড়ে নৌকা এই স্থানে আনাইলাম। আমার চারিজন সঙ্গীকে এদের নিকটে রেখে কয়েক বোতল মদ আনবার জন্য সহরের মধ্যে গিয়েছিলাম, এদের ভাগ্যবলে তোমাদের দুজনের সহিত

আমার সাক্ষাৎ হল। কেবল আমার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় ইহারা এখনও বেঁচে আছে। যা হোক্ আমরা মানুষের প্রাণ চাই না, অর্থ চাই। হয় এরা কুড়িটী মোহর দিয়া জীবন বাঁচায়ে বিদায় হোক্, নয় ত তোমরাই এদের প্রাণের জন্য কুড়িটী মোহর দাও। এদের প্রাণ বাঁচায়ে এস্থান হতে লয়ে যাও। আমীনা ও বেলাঅলী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, আচ্ছা! তুমি যা বল তাই করি, এই তিন জন লোকের জীবন ভিক্ষা কর্‌ছি। দস্যুরা বলিল তবে দাও। বেলাঅলী আপন বস্ত্র হইতে বিশখান মোহর বাহির করিয়া দস্যুর হস্তে দিল। অমনি ঐ দস্যু মোহর প্রাপ্ত হইয়া অপর দস্যুগণকে উহাদের সাঙ্কেতিক ভাষায় যেন কি বলিল। উহারা ইউসফ ও অপর দুইটী লোকের বন্ধন খুলিয়া দিল। দস্যুরা আপনাদের মধ্যে অনেক কথা বলিতে লাগিল ও উহাদের মধ্যে অনেকরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল। কেহ কেহ সময় সময় বেলাঅলী ও আমীনার হস্তের বস্ত্রপুঁটলির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আমীনা ও বেলাঅলী তখন অনুমানে বুঝিতে পারিল দস্যুদিগের লোভ সংবরণ হইতেছে না। তাহারা বোধ হয় আরও কিছু লইতে চায়, কিন্তু যে দস্যু আমীনা ও বেলাঅলীকে সঙ্গে আনিয়াছে সে উহাদিগকে নানামত বুঝাইয়া বারণ করিতেছে। অনেক বিলম্বে যে দস্যু আমীনা ও বেলাঅলীকে সঙ্গে আনিয়াছিল ও যাহার ইঙ্গিতে ইউসফ সঙ্গীদিগের সহিত বন্ধনমুক্ত হইল, ঐ দস্যু, আমীনা, বেলাঅলী ও ইউসফের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, তোমরা এখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার, আর আমরা তোমাদিগকে কোনরূপ বাধা দিতে চাই না। ইউসফকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিল যে, সাবধান! আমাদের ন্যায় দস্যুকে ফাঁকি দিয়া এড়ান কত কঠিন কাজ তাহা বুঝিলে? সে দিন আম্বানশীনার মস্‌জিদ হতে বার হয়ে ভেবেছিলে যে, আর মস্‌জিদেও যাবে না, আমাদের হাতেও পড়্‌বে না। কিন্তু আমরা তোমার পাছু ছাড়ি নাই। ফাঁকি দিয়া এই লাভ হইল যে দশটীর জায়গায় বিশটী মোহর দণ্ড লাগ্‌ল। এখন তুমিই দেও বা তোমার পক্ষ হতে অন্যেই দিক্। দস্যু এই বলিয়া উহাদিগকে যেখানে ইচ্ছা যাইতে বলিল। আমীনা, বেলাঅলী, ইউসফ ও মাঝিরা সকলে নিকটস্থ ঘাটে গেল এবং ডিঙ্গীতে চড়িয়া যমুনার ঘাট দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আসঙ্গ-লিপ্সা ও স্নেহই পরিণামে প্রেমবিকাররূপে পরিণত হয়। যদি কোন বিষয়ে মনোভঙ্গ বা বিরক্তি না ঘটিয়া অনবরত এই প্রেম বিকারের বর্দ্ধিষ্ণুতা সাধিত হইতে থাকে তবে উহার ফল, কাঁদে যার পর

নাই বিষময় হইয়া উঠা অণুমাত্রও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সরল এবং কোমল হৃদয় সহসা প্রেমবিকার সভ্যটনের স্থল। কেবল অনুরাগ ও স্নেহের পাত্র মিলা আবশ্যক। প্রেমবিকার-গ্রস্ত হৃদয় ক্রমে ক্রমে এতদূর জ্ঞানহীন হইয়া পড়ে যে সদসৎ, সুখদুঃখ, ইহাদের মধ্যে কিরূপ বিভিন্নতা আছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কেবল অনুরাগের পাত্রকেই সুখ ও সন্তোষের উৎস বলিয়া জ্ঞান করে এবং তাহাকেই সর্ব্বদা নয়নের উপর রাখিতে বাসনা করে। তাহার বাক্য স্বভাবতঃ কর্কশ হইলেও স্থির মনে শ্রবণ করিতে ভাল বাসে। তাহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অতিশয় কুৎসিত হইলেও তাহাকে অতুল লাবণ্যময় বলিয়া বোধ করে। প্রণয়ের পাত্রকে ক্ষণৈককালের জন্য দেখিতে না পাইলে অনন্ত বিচ্ছেদসাগরে নিমগ্ন হয়। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়, শত শত বাধা উপেক্ষা করিয়া, নিদারুণ পীড়ার ভয়কে চরণে দলিত করিয়া অনায়াসে হৃদয়রঞ্জন প্রণয়পাত্রের সন্নিহিত হইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। জগতে দুঃসাধ্য ব্যাপার যাহা কিছু সাধন করিতে হয়, প্রেমবিকারগ্রস্ত ব্যক্তি প্রণয়ের ক্ষত অঙ্গ পূরণ করিবার জন্য তাহা অক্লেশে সাধন করিতে সাহসী ও অগ্রসর হইয়া থাকে। আজি অবলা হৃদয় সুলভ এই গাঢ় প্রেমবিকারই আমীনাকে মাতা পিতা, ধন সর্ব্বস্ব ও রাজপ্রাসাদ তুল্য সুরম্য হর্ম্ম্য পরিত্যাগ করাইল। বেলাঅলীও সখীসংসর্গজনিত নিগূঢ় প্রণয়বন্ধনে সংবদ্ধা হইয়া আমীনা সহ নিশার তিমিরাবৃত নিবিড় নিলিমাময়ী যমুনা ও জলের অনন্ত লীলাময় তরঙ্গোপরি ভাসিতে লাগিল। হায়! না জানি ইহার পর উহাদের ভাগ্যে আরও কি ঘটিবে!

একাদশ অধ্যায়।

দিল্লী নগরীস্থ কোতয়ালী থানার পশ্চিম দিকে কোতয়ালের বাস গৃহ। গৃহটী পাষাণ-নির্ম্মিত চারি প্রকোষ্ঠযুক্ত ও সুন্দর। শেষ প্রকোষ্ঠে কোতয়াল ও মাহিদপুরের ফৌজদার উভয়ে রাত্রিকালে নির্জ্জনে বসিয়া আমোদ করিতেছে ও পরস্পর নানারূপ মনের কথা প্রকাশ করিতেছে। কোতয়ালের নাম মৌলবীআব্দুল্ রহমান্, ফৌজদারের নাম মীর হবিব। আলাপ করিতে করিতে মৌলবী আব্দুল রহমান্, মীর হবিবকে বলিল, ভাল! ইয়ার, মতিয়াকে নিরপরাধে কেন বধ করিলে?

হবিব বলিল। ইয়ার! তুমি যদি

সকল কথা আগাগোড়া ভাল করিয়া জান্তে পার্তে তা হ'লে আমাকে কখন দোষ দিতে না।"

পাঠক! ফৌজদারের কথা শুনিয়া, সে কিরূপ চরিত্রের লোক বেশ বুঝিতে পারিবেন। যেমন শুনিল মতিয়ার বিষয় বলিতে হইবে, অমনি গল্পের ঝুরি খুলিয়া দিল। আব্দুল্ রহমান্ সময় সময় ভাবিতেছিল যে, এতদীর্ঘ না করিয়া সংক্ষেপ করিতে বলে, কিন্তু গল্পপ্রিয় ফৌজদার পাছে অসন্তুষ্ট হয়, সেইজন্য আর কিছু বলিল না, বিরক্তি ফৌজদারের গল্পের দৌড়ে বাধা দিতে পারিল না! চলিতে লাগিল। কখন কখন কোতয়াল ইহাও ভাবিল যে, কথাটা উত্থাপন করিয়া অন্যায়ই করিয়াছি। আমি তো বেশ জানি ওঁকে পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে প্রপিতামহের নামপর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন। তবে কেন এরূপ বলিলাম, এখন এঁকে থামান ভার, যাহা হউক হুঁ দিতে ও শুনিতে লাগিল।

হবিব। প্রথমতঃ মতিয়ার রূপের কথা, আমার একজন পাইকের মুখে শুন্তে পাই। আমার খানখা ইচ্ছা হয় যে, মতিয়াকে আপন কব্জায় ফেলে তার রূপলাবণ্য উপভোগ করি। পাইক রোস্তমগীর কি প্রকারে যেন মতিয়াকে তার শ্বশুর চুনিলাল বেণের বাড়ীতে দেখ্তে পায় এবং আমাকে তার তত্ত্ব দেয়। আমি তিন কি চার্ দিন পরে হঠাৎ এক দিন তিন শত পাইক সহকারে চুনিলালের বাড়ীতে উপস্থিত হই। চুনিকে মতিয়ার কথা জিজ্ঞাসা কর্লে, সে বলে মতিয়া তার বাড়ীতে নাই সুতরাং তার সহিত বল প্রকাশ কর্তে হ'ল। পাইকেরা মতি-য়ার অনুসন্ধানে চুনির বাড়ীর ভিতর ঢুক্লো। তাহাতে চুনির প্রতিবাসীরা একবার আমার লোকদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু মোগল পাইকদিগের সম্মু-খীন হ'য়ে অধিক ক্ষণ আমার কার্য্যে বাধাদিতে পারে নাই। রোস্তম আর কয়েক জন পাইকের সাহায্যে মতিয়াকে ধ'রে বে'র করে। মতিয়াকে ভিতর হ'তে টানাটানি ক'রে বে'র কর্বার কালে যেমন মতিয়া অনিচ্ছায় পাইকগ-ণের হাত হ'তে এড়াবার জন্য বল প্রকাশ কর্বার চেষ্টা কচ্ছিল, অমনি কেহ ২ দুই একটা চড় ঘুষা দ্বারা তার সতীত্বের পুরস্কার দিয়েছিল। মতিয়ার আর্ত্তনাদ শু'নে ও দুরবস্থা দে'খে আমার একটু দয়া হয়। একবারে নিজে মতিয়াকে ধ'রে ডুলীতে উঠাইয়ে দেই এবং অবিলম্বে তাহাকে ল'য়ে আপন বাসায় উপস্থিত হই। ভিতর প্রকোষ্ঠে ডুলী রেখে মতিয়াকে বের করিও তার হাত ধ'রে শয়ন গৃহে ল'য়ে যাই। দেখি, মতিয়া ভয়ে জড় সড়। মধ্যে মধ্যে ফুকরিয়া ফুকরিয়া কাঁদ্ছে। আমি মতিয়ার হাত ধ'রে বলিলাম, যুবতি! আমি অদ্যাবধি তোমার দাস হলেম,

তুমি আমার ধন জন সমস্তেরই অধিকারিণী হলে। যখন যে আজ্ঞা প্রকাশ করবে, এ অধীন বিনা ওজরে তাহা সম্পাদন করবে। সুন্দরি! রোদন ত্যাগ কর। এখানে তোমার শ্বশুর কি পিতার প্রবেশ কর্‌বার ক্ষমতা নাই। এখন তারা তোমার কোন কাজে আস্‌বে না। কেন বৃথা কষ্ট পাও! দুঃখ পরিত্যাগ কর এবং দাসের প্রতি দয়া কর। হাস্যমুখী হও। আজ্ হতে তোমাকে হৃদয় ভাণ্ডারের কর্ত্রী করিলাম! এইরূপ মিনতি মতিয়ার কাণে কিছুই প্রবেশ করিল না। মতিয়ার ক্রন্দন থামিল না। আমার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাকে শান্ত করতে পারিলাম না। আমার প্রবোধবাক্য তার নিকট যেন কটু বোধ হতে লাগিল। সে ক্রমে আরও অধিক ক্রন্দনব্যাকুলা হয়ে উঠিল। তখন তার উপর আমার অতিশয় বিরক্তি জন্মিল। কিঞ্চিৎ বল প্রকাশও করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হতে পারিলাম না। অবশেষে মতিয়ার সেবা শুশ্রূষার জন্য দুটী বান্দী রেখে বাহিরে গেলাম। কয়েক দিবস পর পুনরায় একদিন মতিয়ার নিকট যাই। সেদিবস তার মনের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কতকটা ভাল বোধ হইল। দেখিলাম মতিয়া দাসীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলছে কখন কিছু কিছু হাস্‌ছে। মতিয়ার ঐ পরিবর্ত্তনে আমি অতিশয় সুখী হইলাম। মতিয়াকে উত্তমোত্তম অলঙ্কার ও বস্ত্রাদিতে লাগ্‌লাম। ক্রমে মতিয়ার মন ফির্‌ল। তার চিত্ত প্রফুল্ল বোধ হতে লাগ্‌ল। আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিছু দিন পর মতিয়ার সহিত প্রকাশ্যরূপে নিকা হওয়ার বিষয় বল্লে মতিয়া আহ্লাদ সহকারে সম্মতা হল। উপযুক্ত দিনে নিকা ব্যাপার সম্পন্ন হল। আমার সাকল্যে পনরজন বেগম ছিল। মতিয়াকে লইয়া যোলজন পূর্ণ হইল। এত দিন মতিয়াকে যেখানে রেখে ছিলাম, তাহা বসাগৃহ মাত্র, বাটী নয়। নিকার অনুমান এক বৎসর পর মতিয়াকে নিজ বাটীতে লয়ে গেলাম। মতিয়া আমার সহিত বাসা গৃহে থাক্‌তে যতদূর প্রফুল্ল-চিত্তা ছিল, বাটী গেলে তাকে সেরূপ দেখ্‌তে পেলাম না। যা হোক কিছু দিন সুখে কাটাতে লাগ্‌লাম। মতিয়াও আমার প্রতি অনুরাগ দেখাতে ত্রুটি কর্‌ল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বোধ হল যে, মতিয়া কিছু অধিক শঠ ও চতুরা হয়ে আস্‌চে। আমি নিয়ম করেছি যে, প্রত্যেক বেগম বিশ দিন আমার বাসা মোকামে থাক্‌বে। ঐ কালে আমিও বাসাতেই থাকৃতাম। এইরূপে একের পর অপর বেগম ক্রমান্বয়ে বিশ দিন আমার সহিত বাসা মোকামে থাকৃত। আমিও ঐরূপ পালা প্রতিপালন কর্‌তাম। নিজ বাটী হইতে বাসা প্রায় তিন

ক্রোশ দূর। আমার ঐ বাসা কাছা-রীর অতি নিকটবর্ত্তী। বাটী গ্রামের মধ্যে। যে কালে বাসা মোকামে থাকতেম, দুই এক দিন পরেই এক একবার বাটীতে যেতেম ও সংসারিক বিষয় কার্য্যের আবশ্যকীয় ব্যবস্থাদি করতেম। ঐ সময়ে বাটীস্থ অন্যান্য বেগমগণের সহিত সাক্ষাৎ হত। এই-রূপে যে সময়ে বাসা গৃহে থাকতেম অতিশয় সুখ বোধ হত এবং যে বেগম বাসায় থাকত সেও আপনাকে সুখী জ্ঞান করত। বাটীতে সকল বেগম-একত্র থাকাকালে প্রায়শঃ আপনাদের মধ্যে কলহ করে ও সংসারে যতপ্রকার কষ্ট আছে আমাকে দিতে ত্রুটি করিত না। এই জন্যই বাসা মোকাম বাটী হইতে নিরুদ্বেগের স্থান বিবেচনা হত। মতিয়াও এই নিয়মে কখন কখনও বাসায় পালামত বাস করতে লাগল। মতিয়া ক্রমশই অর্থশালিনী হয়ে উঠতে লাগল। আমি আমার অন্যান্য বেগম-দিগের খাতিরে সর্ব্বদা তার নিকট উপস্থিত থাকতে পারি না। সেও এবিষয় কোন অনুরোধ জানায় না। এক দিবস মতিয়া বল্লে দিল্লী নগর কি-রূপ দেখতে চাই। আমি তাতে সম্মত হলেম। মতিয়াকে দিল্লী পাঠান স্থির হলে কয়েক জন খোজা, পাইক এবং চারি জন বান্দী সহ তাকে এক লালী ডিঙ্গীতে এই নগরাভিমুখে রওনা করিলাম। আমার কার্য্যস্থানে নানা-রূপ কার্য্যের ভিড় থাকায় স্বয়ং মতিয়ার সহিত যেতে পারলেম না। আমার ভগিনীপতি হোসেনখাঁকে এই বলে পত্র লিখি যে, মতিয়া আমার স্ত্রী, দিল্লী নগর দেখবার জন্য তার অতিশয় ইচ্ছা হওয়ায় তাকে তথায় পাঠান গেল। কিছু দিন আপনার বাটীতে একে স্থান দিবেন, যেন মতিয়ার কোন বিষয় কষ্ট বা অসুবিধা না হয়। মতি-য়ার আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য তার সহিত পঞ্চসহস্র মুদ্রাও পাঠালেম। মতিয়া এইরূপে দিল্লী নগরীতে পঁহু-ছিয়া কিছু কাল বাস করে। আমি সময়২ পত্র দ্বারা তার তত্ত্ব লতেম। প্রায় এক বৎসর পর আমার ভগিনী-পতি হোসেনখাঁ মতিয়াকে আমার বাটীতে লয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করে। আমি তাকে বাটী লয়ে আসি। মতিয়া দিল্লী হতে আসা কালে দুই জন খোজা গোলাম ক্রয় করে আনে। খোজাদের মধ্যে এক জনের বয়স অনুমান পঁচিশ বৎসর, অপর জনের বয়স আটার কি বিশ বৎসর হয়েছে। আমার অন্যান্য বেগম দের প্রত্যেকের ঐরূপ দুইটী খোজা গোলাম, বান্দী ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য পুরুষ চাকর নিযুক্ত করে দিয়েছি। পুরুষ চাকরেরা বাটীর বাহিরে থেকে আবশ্যকীয় নানারূপ কার্য্য করে থাকে। মতিয়ার নিজের গোলাম খোজা ছিল না। দিল্লী নগরী আসা উপলক্ষে

তার ঐ অভাব দূর হল। আমি এক বার আমার পার্শ্ববর্ত্তী নুরনগর গ্রামের এক জন ধনী বণিকের বাড়ী লুঠ করি; তাতে হীরা, চুনি ও পান্না লাগান অতি উৎকৃষ্ট এক ছড়া হার প্রাপ্ত হই, উহা মতিয়াকে পর্‌তে দেই। অন্যান্য বেগমগণ একেবারে জ্বলে উঠ্‌ল। আমাকে ঠাট্টা কর্‌তে, কথাচ্ছলে গঞ্জনা দিতে ও বিরক্ত কর্‌তে ক্রুটি কর্‌ল না। মতিয়া আগে হতেই সকলের চক্ষের কাঁটা ছিল। এক্ষণে আরও অধিক বিষদৃষ্টিতে পড়্‌ল। সকলে একবাক্যে মতিয়াকে ঘৃণা করিতে লাগিল। আমি বেগমদের এই সকল গোলযোগ ও গূঢ় বিষয়ে কোনরূপ অনুসন্ধান কর্‌তেম না এবং তাদের ব্যবহারের প্রতিও মনোনিবেশ কর্‌তেম না। এক দিন হোসেনী বিবি আমাকে বলিল যে, আমার সহিত তার বিশেষ গোপনীয় কথা আছে। সেই জন্য নির্জ্জনে সাক্ষাৎ কর্‌তে ইচ্ছা করে। আমার বেগম আমাকে বিশেষ গুপ্ত কথা বল্‌বে শুনে, কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হলেম এবং শোন্‌বার জন্য ব্যস্ত চিত্তে সে দিবস কাটাই। রাত্রিতে গোপনে হোসেনী বিবির গৃহে যাই। আমি যে বাটীতে হোসেনী বিবির নিকট গেলাম তাহা বাসা মোকামের বেগম টের পে'ল না। হোসেনী আমাকে দেখে আনন্দ ভরে তার পার্শ্বে বসা'ল এবং বলিল গোপনীয় কথা এই, তুমি যে মতিয়া মতিয়া করে থাক, মতিয়া ত তোমাকে একবারও চিন্তা করে না, একটু ভালও বাসে না। সে তোমাকে ভয় করে ও তোমার ধনের লোভ করে, এই বলেই তোমার কাছে বাধ্য থাকে ও মৌখিক ভালবাসা জানায়। আসলে মতিয়া তোমাকে বিষতুল্য জ্ঞান করে এবং তোমার মৃত্যু বাঞ্ছা করে। বুঝ্‌বার ভ্রমেই মতিয়া তোমার চক্ষের পুতুল ও গলার হার হয়ে উ-ঠেছে। তুমি ফাঁকিতে প'ড়ে হাবু ডুবু খা'চ্ছ। মতিয়া আড়ে থেকে তোমার তামসা দেখ্‌ছে। সে দিল্লী হ'তে যে হুকুম খোজা এনেছে, তা-দিগকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এমন কি রাত্রিতে শুয়ে থাকা কালেও তাহার নিকট খোজা গোলাম দুটী বরাবর হাজির থাকে। মতিয়া উহাদিগকে তিলার্দ্ধকালের জন্য চক্ষের আড়ে হতে দেয় না। এদের মধ্যে কি কথা, তা একবার তোমার অনুসন্ধান করা উচিত। আমার ত ভাল বোধ হয় না। আমি ইহা শুনে কিঞ্চিৎ শিহরিয়া উঠ্‌লাম ও বল্লাম এর বেশ অনুসন্ধান কর্‌ব। অন্যান্য কথোপক-থনের পর হোসেনীর ঘর হতে বিদায় হলেম এবং তখনই একবার মতিয়ার প্রকোষ্ঠে গিয়ে দেখ্‌লাম ঘরের দুয়ার বিলক্ষণ আঁটা। ভিতরে প্রদীপ নাই। আমি আর কোন গোলযোগ না করে চুপে চুপে আপন বাসায় চলে গেলাম।

তার কয়েক দিন পর হঠাৎ এক রাত্রিতে মনে কর্‌লাম, মতিয়া কি ভাবে আছে দেখে আসি। অমনি গোপনে আপন বাটীতে এসে উপস্থিত হলেম। তখন রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। একটা ঘোড়া ও বিশজন বলিষ্ঠ পাইক সঙ্গে করে এনে ছিলাম। তাহাদিগকে বার প্রকোষ্ঠে রেখে ভিতর মহলে প্রবেশ কর্‌লাম দেউরীতে প্রহরীরা আমাকে চিন্‌তে পেরে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। একবারে মতিয়ার মহলে উপস্থিত হয়ে দেখি তার শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ। খিড়কীর নিকট দাঁড়াইলাম। উহা অল্প খোলা ছিল। তার ফাঁক দিয়ে দেখ্‌তে পেলেম ঘরের ভিতর প্রদীপ জ্বল্‌ছে। আমি আস্তে আস্তে খিড়কীটী অধিক ফাঁক কর্‌লাম। মশারির মধ্য পর্য্যন্ত একরূপ দৃষ্টি চল্‌ল। দেখ্‌লাম নবীন খোজানী মতিয়ার এক পার্শ্বে শয়ন করে আছে। আমার শরীর ক্রোধে জ্বল্‌তে লাগল। মনে কর্‌লাম তখনি দুয়ার ভেঙে ফেলি এবং উভয়কেই একাঘাতে কেটে টুকরা টুকরা করি। কিন্তু অত রাত্রিতে বাটীর মধ্যে কোন রূপ গোল যোগ কর্‌লে পাছে সকলে জান্‌তে পারে তাহ'লে বড় লজ্জা ও অসুবিধার কারণ হয়। লোকে বল্‌বে ফৌজদারের বেগম গোলামের সঙ্গে ধরা প'ড়েছে। এতে আমাকে বেঁচে থেকেও মৃতবৎ হ'তে হ'বে। এ নিন্দা কখনই সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। এই ভেবে মনে কর্‌লাম, সংপ্রতি ক্রোধ সংবরণ করা উচিত। আমি গোপনে পুনরায় বাসায় চ'ল্লাম ও প্রহরীদিগকে ব'লে গেলাম যে তারা ভিন্ন যেন বাড়ীর অন্য একটী প্রাণীও আমার রাত্রি আগমন বিষয় জান্‌তে না পারে। যদি আমার এই আজ্ঞা অবহেলা ক'রে কেহ কাকেও কিছু জানায় তবে তাহাকে একবারে প্রাণে বিনাশ কর্‌ব। আমি আপন চক্ষে যা দেখ্‌লাম তা বাসা কি বাটীর কোন লোককেই ব'ল্লাম না। কয়েক-দিন পর আমার বেগমকে ব'ল্লাম যে, আমার ইচ্ছা হ'য়েছে তোমাদিগকে সঙ্গে নিয়ে আমোদ প্রমোদ ক'র্‌তে ২ চম্বল নদীর খানিক দূর পর্য্যন্ত নৌকায় বেড়াই। তোমাদের প্রত্যেকের দাসী ও খোজাগণ সঙ্গে থাক্‌বে। বেগমেরা সকলে একবাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিল। দুই তিন দিন পর বিশ খানা উত্তম নৌকা আমার বাটীর নিকট আনীত হ'ল। পাইকগণ বহু পরিশ্রমে দুই দিবসের মধ্যেই ঐ সকল উত্তম নৌকা যো'টা'লে তাদের পুরস্কার স্বরূপ একদিন সমুদায় পাইককে একটী বৃহৎ ভোজ দিবার অনুমতি প্রকাশ কর্‌লাম। এদিকে বেগমেরা সকলেই নৌকায় ভ্রমণ জন্য প্রস্তুত। যে যতদূর পারে মনোরম বেশভূষা করিল, এক এক বেগমের দাসী ও খোজাদিগকে এক এক বর্ণের নূতন বস্ত্র দিলাম ও ভিন্ন ভিন্ন নৌকায় ভিন্ন ২ বর্ণের নিশান

তুলিয়া দিলাম। বিকাল বেলা আমি কয়েক জন মোসাহেব সহ এক নৌকায় চড়্‌লাম। আমার নির্দ্ধারিত শ্রেণী-মত বেগমগণও তাদের আপন আপন নৌকায় চড়্‌ল। নৌকায় ডঙ্কা বাজ্‌ল, অমনি মাঝিরা আল্লা আল্লা ব'লে নৌকা খুলে দিল। প্রত্যেক নৌকার ছাদের উপরে গান বাদ্য হইতে লাগ্‌ল। আমার নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী মধ্যে সকলের অগ্রভাগে যে নৌকা ছিল, তাতে নহবৎ বাজ্‌তে লাগ্‌ল। এইরূপে নৌকা সমুদায় জলের উপর ভেসে চল্‌তে লাগ্‌ল। ভাটি মুখে যেতে২ ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। সুশীতল জল-বায়ু শরীর স্নিগ্ধ করিতে লাগ্‌ল। এই সময়ে বাবুরচী খানার নৌকা হ'তে আহার্য্য সামগ্রীর সৌগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত কর্‌ল। কিছু রাত্রি হ'লে বাবুরচীখানা হ'তে প্রত্যেক নৌকায় আক্‌নী, পোলাও, কুকু-পোলাও, কোরমাপোলাও, মোতভঞ্জন-পোলাও, চারি প্রকার কালিয়া, নরগিসী, বাদামী, রোগনজোস, দোপে-য়াজা, সাদারুটী, বাকর্‌খানি, তুন্‌ফী, উজ্‌বকী, শিরমাল, গাওদিদা, গাও-জবান, পরাটা, লুচি, কচুরী, কোফ্‌তা, মালগোবা, সবদেগ, দোমপোখ্‌ত্তা, হরিসা, সমুসা, হালিম, শোবন মোহন-ভোগ, মালপুয়া, মিঠাপোলাও, ক্ষীর, নানাপ্রকার আচার, চাট্‌নী, দধির কুল্‌ফী প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হ'লে সকলে আহার কর্‌লাম। রাত্রিবাস জন্য চরমের এক ঘাটে নৌকা বেঁধে বিশ্রামার্থ শয়ন কর্‌লাম। নৌকার সমুদায় মাঝিকেও আমার সরকার হ'তে খেতে দেওয়া হ'ল। আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হ'বে বলে অন্যান্য নৌকার লোকদিগকে নিঃশব্দ হ'তে ব'ল্লাম। সকল নৌকার গীতবাদ্য থাম্‌ল আমি শয়ন কর্‌লাম। ক্রমে ২ নৌকাস্থ সকলই নিদ্রিত। রজনীদেবী ক্রমে স্তম্ভিত হ'লেন। মাঝিরা দিনমান পরিশ্রমান্তে ঘোর নিদ্রাভিভূত হ'য়েছে। কেবল আমার ও প্রধান বেগমের নৌকার চার্‌জন প্রহরী মাত্র জাগ্রত র'হল। রাত্রি অনুমান দুপ্রহর সময় তারা হঠাৎ চীৎকার শব্দে সকলকে ডাকৃতে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একবারে নদীর তীরে মহাগোল উপ-স্থিত হইল। নৌকায় অত্যন্ত ধুমধাম্ হচ্ছিল অনুভূত হ'ল। চার্‌দিকে মড় মড় হুট্, হাট্, ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ হইতে লাগ্‌ল। নৌকাস্থ সমস্তই ভয়ে চীৎ-কার ক'র্‌ত্তে লাগল। স্ত্রীলোকদিগের কান্নায় বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। আমিও সকলকে ডাক্‌লেম, সাহায্য চাইলেম, কিছুই হ'ল না। শুন্‌লেম মতিয়ার নৌকায় খুন হ'ল। ডাকা'তেরা সমুদা য়ই লুঠ ক'র্‌ল। পরক্ষণেই দেখ্‌লেম একটী হাতী তীরে দাঁড়া'ন, মতিয়ার লাস গুরপিঠে চাপান হ'ল। হাতী তীর হ'তে চ'লে যেতে আরম্ভ কর্‌লে

ডাকাতেরাও নৌকাত্যাগ করে একে একে অদৃশ্য হ'ল। স্ত্রীলোকেরা সকলেই আর্ত্তনাদ কর্‌ছে ও ভয়ে কাঁপছে। আমি প্রত্যেক নৌকায় উঠে সকলকে সান্ত্বনা ও সাহস প্রদান করলেম। গোলযোগ কথঞ্চিৎ নিবারিত হ'ল। যেয়েও দেখলাম মতিয়া ও তার প্রিয় খোজা নাই। বোধ হ'ল খোজা জলজলশায়ী হ'য়েছে। মতিয়ার লাস্ যে ডাকাতেরা হাতীর পিঠে চাপায়ে নিয়ে গিয়েছে তা ত স্বচক্ষেই দেখ্‌লেম। সকলেই পরদিন প্রভু যে বাটী যাইবার জন্য ব্যস্ত। তাদের নৌকায় চড়ে আমোদ কর্‌বার উৎসাহ ভঙ্গ হয়েছে। আমিও সম্মত হয়ে বাড়ীতে ফিরে এলেম। এইরূপে মতিয়ার মৃত্যু সাধন ক'রে আমার উপর তার অশ্রদ্ধা ও চাতুরীর পরিশোধ লয়েছি।

আত্ম-বৃথ-তৎপর ফৌজদার মতিয়ার চরিত্র মন্দ-হইয়াছে বলিয়া তাহার যে শাস্তি দিয়াছে, তাহা বর্ণন করিলে কোতয়াল বলিল ভাল! তোমার এই কার্য্যের বিষয় অন্যেত টের পায় নাই?

ফৌজদার। হোসেনী বিবি আমার উপর কিছু সন্দেহ করেছিল। আর আমার হাতীর একজন মাহুত ও গুজরাটের প্রসিদ্ধ দস্যু দলের সরদার মর্দান খাঁ ভিন্ন আর কোন প্রাণী বিন্দু বিসর্গও জান্‌তে পারে নাই। আমার বড় লজ্জা বোধ হয়েছিল যে, আমার যোল জন বেগম যে অন্দরে স্থাপিতা, সেই অন্দর মহলে একজন ইতর যুবা ছদ্মবেশে থেকে নানারূপ লীলা খেলা কর্চ্ছিল। এই সকল কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌লে লোকে হয়ত এক জন বেগমের উল্লেখে অন্যান্য বেগম দ্বারাও আমার অন্দর মহলে আমি থাক্‌তেই অনেক প্রকার অসঙ্গত ব্যাপার ঘট্‌ছিল বলে দশ জন ভদ্রের নিকট আমাকে লজ্জাও অবজ্ঞার পাত্র করে ফেল্‌ত। প্রতিবাসীগণ আমাকে নামরদ বল্‌ত। গৃহে কলঙ্ক প্রকাশ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমি মনে করলে কোনরূপ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা মতিয়ার মৃত্যু সাধন করতে পারতেম। কিন্তু আমার গৃহে মর্‌লে তার লাস তার পিতার নিকট নিয়ে যাওয়া কষ্টকর হ'ত। আমার বাটীতে তার মৃত্যু হলে ঐরূপ কার্য্য করা সহজ ব্যাপার হ'তনা। তার মৃত শরীর অন্যত্র না পাঠায়ে অবশ্যই কবর দিতে বাধ্য হতেম। আমার নিকার স্ত্রী আমার বাটীতে মরিয়া কবর না পেলে আমার বিষয় সমাজে নানারূপ হুলস্থূল পড়্‌ত। আরও মতিয়ার কোন ব্যামোহ ছিল না। হঠাৎ ঔষধ সেবন দ্বারা মৃত্যু হ'লে কালে ইহা নিয়ে কোন রূপ আন্দোলন হইতে পার্‌ত। আমি আমার বেগমদিগের এক জনকেও বিশ্বাস করি না! কি জানি তারা এর কোনরূপ অনুসন্ধান পায় তা হলে কালক্রমে সকল প্রকাশ করে দিতে পারে। আমাদের বাদসাহের যে কঠিন শাসন ও

তিনি কার্য্যকারকগণের প্রতি যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, তাতে মতিয়ার মৃত্যু বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কথা তাঁর কাণে গেলে তিনি একবারে অন্য শাস্তি দেওয়া উপযুক্ত জ্ঞান না করলেও অন্ততঃ আমাকে অবশ্যই কর্ম্মচ্যুত করে ফেলতেন। এই প্রকার নানারূপ চিন্তা করে অবশেষে চাতুরী পূর্ব্বক দস্যু দ্বারা মতিয়ার প্রাণ বধ করা শ্রেয়ঃ ও সুবিধাজনক বিবেচনা হওয়ায় তাই করেছি। এইরূপে অন্দর মহলের কণ্টক দূর হয়ে গেল। এমন ভাবে কার্য্য হয়েছে যে লোকে আমার কোন রূপ গ্লানি ও নিন্দা কর্‌তে পারে না। সকলেই ভাব্‌ল ডাকাইত দ্বারা মতিয়ার মৃত্যু হল। আমিও আমার কার্য্য কৌশলে সাধন কর্‌লেম। আমি যখন প্রথম মতিয়াকে তার স্বামীর বাড়ী হতে আনি তখন মতিয়ার পিতা উজীর মহাশয়ের নিকট আমার নামে নালিশ করেছিল। আমি তাতে এমনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেম তা খোদাতাল্লা জানেন। উজীর মহাশয়ের নিকট আমার এক মাসী আছেন, তিনি ঐ বিপদ সময়ে আমার জন্য বহু পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁরই চেষ্টা ও যত্নে আমার বিশেষ কোন অমঙ্গল ঘট্‌তে পারে নাই। কেবল উজীর মহাশয়ের এক তিরস্কার পত্র পেয়েই সে যাত্রায় সমুদায় বিপদ্‌ হ'তে উদ্ধার পাই। তদবধি মতিয়ার পিতার উপর আমার আন্তরিক ক্রোধ আছে। কিন্তু মতিয়ার পিতা যেখানে থাকে তথাকার সকল লোকই তার বাধ্য ও সে বেণে বেটাও নিজে ধনে জনে বড় কম নহে। বিশেষ আমাদের বাদসাহ প্রজাগণকে যেরূপ স্নেহ করেন, মোহনের উপর পুনরায় কোন দৌরাত্ম্য করলে আমাকে নিয়ে টানাটানি হ'বে। মতিয়াকে লইবার সময় যদিও বহুকষ্টে বিপদ হ'তে উদ্ধার পেয়েছি, পুনর্ব্বার তার পিতাকে নির্যাতন করতে গেলে সে নিশ্চয়ই বাদসাহকে সকল বিষয় জানাবে। সে কেবল উজীরকে বলে ক্ষান্ত থাক্‌বে না। এই সকল কারণে ও বিশেষ কোন সুযোগ না ঘটাতে ঐ হারামজাদাকে উচিত সাজা দিতে পারি নাই। নয়ত সেকি আমার বিরুদ্ধে নালিশ করে পুনরায় সুখ স্বচ্ছন্দে দিনপাত করতে পারে? অন্দর মহলের কোনরূপ নিন্দা প্রকাশ হবে কেবল এই বলেই যে মতিয়াকে নিজহস্তে বধ করি নাই এমন নয়, তার দুষ্ট পিতার কথাও মনে পড়ছিল, নতুবা মতিয়াকে বধ করতে এত চাতুরী অবলম্বন কর্‌তে হ'ত না। যা হোক যে দিন মর্দ্দান খাঁকে নৌকায় ডাকাতী করার ছলে মতিয়াকে ও তার উপপতিকে বধ করবার উপদেশ দেই, সেই দিন বলেছিলেম যে, মতিয়ার লাস জখমী ও বিকৃত অবস্থাতেই যেন তার পিতা মাতা দেখতে পায়। সেই জন্য

আমার এক জন বিশ্বস্ত মাহুতকেও গোপনে মর্দ্দানখাঁর সহিত মিলিত হবার আদেশ করেছিলেম। মতিয়া'র মৃত অবস্থা দেখে তার পিতা মাতা বেশ জব্দ হয়েছে। জনরবে অবশ্যই জান্‌তে পার্‌বে যে মতিয়াকে ডাকাতে বধ ক'রেছে। বেটা এখন আর আমার উপর সে বিষয়ে কোন দোষারোপ বা দাওয়া কর্‌তে পার্‌বে না।

আবদুল রহমান। আজ কাল মতিয়ার পিতা কি করিতেছে?

মীর হবিব। সে তত্ত্বে এখন আর আমার কোন আবশ্যক নাই, য ক'রতে হয়, তা ক'রেছি, এই জন্য আজ কাল আর তার কোন সংবাদ লই না।

আবদুল রহমান। ভাল! একজন যুবা পুরুষ এত দিন তোমার অন্দরমহলে ছিল, তার কিছুই টের পাও নাই? এর কারণ কি?

মীর হবিব। প্রত্যেক খোজাকে নিযুক্ত কর্‌বার পূর্ব্বে তার শরীর দেখে পরীক্ষা কর্‌বার নিয়ম আছে, কিন্তু হোসেন খাঁর বাড়ীতে থেকে দিল্লী হ'তে মতিয়া ঐ খোজাকে আনিল, এই কথা শুনে বিবেচনা ক'রেছিলেম খোজাকে ক্রয় কালে আমার ভগিনীপতির বাড়ীতেই ওর পরীক্ষা হ'য়েছে। বিশেষতঃ হোসেন খাঁর বাড়ীর আমার বহুদিনের পরিচিত একটী লোকও মতিয়া যথার্থ খোজা ক্রয় ক'রেছে, এই কথা আমার নিকট উল্লেখ ক'রে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়ে দিয়েছিল। আরও অন্যান্য বেগমের খোজা দেখে আমাকে পূর্ব্ব হ'তে বরাবর ব'লেছিল যে মতিয়া দুই জন খোজা ক্রয় কর্‌বে। দিল্লী হ'তে রওয়ানা হ'বার কিছু পূর্ব্বেই মতিয়া আমার নিকট দুজন খোজার মূল্য চেয়েছিল। আমিও খোজা ক্রয় কর্‌বার জন্য মূল্য পাঠা'য়েছিলাম, এই সকল কারণ বশতঃই খোজার বিষয় আর কোন সন্দেহ হয় নাই, গোপনে গোপনে মতিয়া কি প্রকার চাতুরী ক'রে যুবাকে খোজারূপে সঙ্গে আনে তার আর অনুসন্ধান কর্‌তে চেষ্টা পাই নাই, নতুবা সাধ্য কি যে, আমার অন্দরমহলে এত বড় অত্যাচার হ'তে পারে?

আবদুল রহমান। আচ্ছা! ছদ্মবেশী খোজার দাড়ি গোঁপ উঠেছিল কি না? তার কিছু চিহ্ন পাও নাই?

মীর হবিব। সে বেটা হয়ত মাকুন্দা ছিল, নতুবা কোনরূপ ঔষধ দ্বারা দাড়ি হ'তে দিত না।

দিল্লী নগরের শান্তিরক্ষক কোতয়াল ও এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ফৌজদার এইরূপ আলাপ করিতে করিতে অধিক রাত্রি হওয়াতে উহারা আহারাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

জগতের যে দিকেই নিরীক্ষণ করা যায়, পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। কিছুই চিরস্থায়ী নহে, হয় নাই, হইবেও না। যে বিষয়েই চিন্তা করা যায় পরিবর্ত্তন তাহারই মজ্জাগত। সকলই ক্ষণভঙ্গুর। মরীচিমালী প্রচণ্ড তপন, নয়ন-নন্দন বিমল শশধর, ব্যোম ভূষণ নক্ষত্ররাজি, প্রকাণ্ড সরিৎ, সুবিস্তীর্ণ অর্ণব, ধরাভূষণ ধরাধর ও মেদিনী প্রভৃতি সকলই সৃষ্টি ও প্রলয়ের অধীন হইয়া রহিয়াছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুচয় চক্রনেমীর ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বাস্তবিক কিছুই চিরস্থায়ী নহে, অদ্য এক স্রোতস্বতী উর্ম্মিমালা বিস্তার করতঃ বৃহত্তম সুদৃঢ় শৈল-শরীর বিদীর্ণ করতঃ নির্গত হইয়া ক্ষেত্র, গৃহ এবং ফল-পুষ্প সুশোভিত উদ্যান সকল জলময় করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, আবার কল্য তাহা মৃত্তিকা পরিপূরিত হইয়া কৃষকের হল-কর্ষিত হইতেছে। পৃথিবীতে উদ্ভিদ্ সকল উৎপন্ন হইয়া কীটের—কীট, পক্ষীর—পক্ষী; আরণ্য জন্তুর—আরণ্যজন্তু; গৃধ্রের—গৃধ্র; পুনরায় কীটের—কীট; উদ্ভিদের—উদ্ভিদ্, পৃথিবীর ভক্ষ্যোপযুক্ত হইতেছে। যেমন প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণী ধরাতলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বসুন্ধরার ভার বৃদ্ধি করিতেছে, তেমনই অসংখ্য প্রাণী কালের নিয়মে নিয়ত কালকবলিত হইয়া উহার ভারোন্মোচন করিতেছে। অদ্য বহুজনাকীর্ণ এক সুশোভিত নগর বিধ্বস্ত হইয়া শার্দ্দূল প্রভৃতি হিংস্র আরণ্য জন্তুর ক্রীড়াভূমি হইতেছে, পক্ষান্তরে কল্য কেশরী শার্দ্দূল ঋক্ষ প্রভৃতির আবাসভূমি জনশূন্য নিবিড় অরণ্যানী পরম রমণীয় সৌধমালায় পরিশোভিত হইয়া উঠিতেছে, অদ্য এক জাতি দুরাশার দাস হইয়া ধরাতলে আপন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ও আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, আবার কিছু দিন পরেই সায়ন্তন হীনপ্রভ অস্তগত দিবাকরের ন্যায় এবং সন্ত্রাসিত হীনমণি বিষধর ভুজঙ্গের অধোমুখে গহ্বরাশ্রয়ের ন্যায় ক্রমে ক্রমে তেজোহীন ও রাজ্যাশায় নিরাশ হইয়া অধঃপতিত হইতেছে। পর্ব্বত সমুদ্র ও সমুদ্র পর্ব্বতসাৎ হইতেছে। অদ্য এক ব্যক্তি প্রভূত অর্থশালী হইয়া অতুল সুখস্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করিতেছে, আবার কল্যই সে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দীনবেশে দ্বারে ২ ভ্রমণ করিতেছে। বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে, এবং যাহার ক্ষয় আছে, তাহারই বৃদ্ধি হইতে পারে। একভাবে একরূপে কিছুই থাকে না, পরিবর্ত্তন দ্বারাই জগৎ অনিত্য শব্দের বাচ্য হয়। শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক জগতের

সকল বস্তুরই পরিবর্ত্তন ঘটিবে। শিবজির পিতা সাহজি যে বিজয়পুরাধিপতির সৈনিকাগারে আবদ্ধ আছেন তাঁহার দিন কি এমনি যাইবে? আর কি মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না, অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল কাল কি আর তাঁহার নিকট পরিবর্ত্তিত হইবে না? ভাল দেখা যাউক অবরুদ্ধ স্বাধীনতা বিহীন সাহজির ভাগ্যে অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে কি না।

বিজয়পুরাধিপতি সভামন্দিরে আসীন। তাঁহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে সভাসদ্বর্গ আপন আপন পদমর্য্যাদানুসারে উপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আদিলসাহের নিকট বলিলেন যে, আমি শুনিতে পাইলাম বাদসাহ সাজেহানের দুই জন দূত আমাদিগের রাজ্যের নিকটবর্ত্তী কণ্ডলু নামক স্থানে প্রায় চারি দিবস হইল আসিয়াছেন। দূতদ্বয় সাজেহানের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেহ হইবেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনুমান দুই তিন সহস্র সৈন্য, হস্তী এবং তাম্বু প্রভৃতি আছে। কিন্তু দূত দ্বয়ের যুদ্ধাশয়ে আইসা বিবেচনা হয় না। নতুবা রাজ্যের সীমার নিকট আইসা অবধি নানারূপ অনিষ্টাচরণ করিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া শান্ত ভাবে আছেন। সঙ্গে অনেক সৈন্য আছে, এই এক সন্দেহের বিষয়; আমরাত কখনও বাদসাহের সহিত শত্রুতাচরণ করি নাই; বিনা কারণে তিনি কি জন্য আমাদিগকে আক্রমণ করিবেন? যাহা হউক আমাদিগের সেনাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া রাখা উচিত কিনা এবিষয়ে আপনার অনুমতি সাপেক্ষ। তাহারা বোধ হয় অদ্যই আমাদিগের রাজ্যের সীমায় পঁহুছিবে। যদি রণসজ্জায় প্রস্তুত থাকা উচিত হয় তবে আর বিলম্ব করা অনুচিত। মহম্মদ আদিল বলিলেন, এ অবস্থায় চুপ করিয়া থাকা আমার মতে সৎপরামর্শের কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। শত্রু একবার মস্তকের উপর খড়্গ ধরিতে পাইলে তাহার পর রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা বৃথা। শত্রু নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য কিন্তু উপস্থিত হইলে সকল চেষ্টা বিফল হইতে পারে। অতএব মন্ত্রিবর! তুমি সৈন্যদিগকে প্রস্তুত হইতে ও অস্ত্রাগার সকল উপযুক্তরূপে সজ্জিত রাখিতে বিধান কর। মন্ত্রী বলিলেন তবে প্রধান সেনাপতিকে এবিষয় জ্ঞাত দেওয়া যাউক। তৎপর অন্যান্য বিষয় কথোপকথনান্তর রাজসভাভঙ্গ হইল। আমীর ওমরাওগণ আপন বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। পর দিন পুনরায় মহম্মদ আদিলসাহ রাজ সভায় সমাসীন হইলে, প্রধান সেনাপতি আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, জাহাঁপনা! অদ্য এক

বারে সকল প্রস্তুত, আজ্ঞা হইলেই রণোন্মত্ত সৈন্যেরা সাজেহানের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে পারে। মহম্মদ আদিল বলিলেন, ভাল, এইক্ষণ প্রস্তুত থাকুক তাহা হইলেই হইল। মহম্ম আদিল সাহ ও প্রধান সেনাপতি নানারূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে চারিজন অশ্বারোহী, এক জন উষ্ট্রারোহী ও একজন চোপদার মহম্মদ আদিল সাহের সভার অনতিদূরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সভাস্থ ব্যক্তিগণ কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অশ্বারোহী ও চোপদার সভাগৃহের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। সকলে স্ব স্ব বাহনের পৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করতঃ বিজয়পুরাধিপতিকে লক্ষ্য করিয়া সেলাম দিল। প্রধান মন্ত্রীর ইঙ্গিতে একজন চোপদার আগত অশ্বারোহী ও চোপদারকে বলিল তোমরা কে? কি জন্য কোথা হইতে আসিয়াছ? উহারা বলিল যে, সাজেহানের আজ্ঞানুসারে তাঁহার প্রধান উজিরের পুত্র এবং দিল্লী নগরের প্রধান ফৌজদার বিজয় পুরাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। বিজয় পুরাধিপতির আজ্ঞা হইলেই উভয়ে তাঁহার হুজুরে আগামী কল্য হাজির হইতে পারেন। ইহা শুনিয়া মন্ত্রী অনুমতি প্রদান করিলে চোপদার ও সোয়ার চতুষ্টয় সেলাম দিয়া বিদায় হইল। পরদিন প্রত্যুষেই দূতদ্বয়ের অভ্যর্থনা জন্য সভাগৃহ সুসজ্জিত করাইলেন পদাতি সৈন্যগণকে সভাগৃহের সম্মুখস্থ পটঘরের উভয় পার্শ্বে দুই শ্রেণীতে সশস্ত্রে দণ্ডায়মান রাখিলেন। দূরে অশ্বারোহী সকল অশ্বারোহণে খট্ খট্ করিয়া বেড়াইতেছে। তেজিয়ান্ অশ্বগণের মুখ হইতে অনবরত ফেণরাশি নির্গত হইতেছে। অশ্বারোহীগণের অনেক দূরে তৈলাক্ত মস্তকোপরি সিন্দূর ও পাকশুক্র চিত্রিত বহু সংখ্যক হস্তী পৃষ্ঠদেশে কারুকার্য্য শোভিত আস্তরণ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে। দূতদ্বয়ের আগমন প্রতীক্ষায় শরীর মস্তক ও কর্ণ সঞ্চালন করিতেছে। স্থানে স্থানে নানা বর্ণের পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে। অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহিত নাদে সময় সময় ভূমিকম্পের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। লোক সকল দূতদ্বয়ের আগমন প্রতীক্ষায় পথের দিকে সমুৎসুক চিত্তে অনিমিষ লোচনে চাহিয়া আছে। এই সময়ে সাজেহানের সৈন্য সকল দৃষ্টি পথে পতিত হইল। উহাদিগের মধ্যে দূতদ্বয় এক হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ়। ক্রমে ক্রমে দূতদ্বয় আপন সৈন্যগণ সহ মহম্মদ আদিলসাহের প্রাসাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। আদিল সাহের প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং কতক দূর হইতে উহাঁদিগকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত করিলেন।

দূতদ্বয় বিজয়পুরাধিপতিকে সেলাম করিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিবার জন্য দূতদ্বয়কে আদেশ করিলে, তাঁহারা আসন গ্রহণ পূর্ব্বক বসিলেন, সাজেহান বাদসাহ আমাদিগকে এক বিশেষ অনুরোধ পত্রসহকারে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলে আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ বিবেচনা করিব এবং আমাদিগের পরিশ্রম ও সফল জ্ঞান করিব। হয় দূতদ্বয় এই বলিয়া বাদসাহের প্রদত্ত এক খানি পত্রিকা ও পত্র চিহ্নস্বরূপ এক ছড়া বহুমূল্য মুক্তাহার ও একটী হীরক অঙ্গুরীয়ক বিজয়পুরাধিপতির নিকট দিলেন। প্রকাশ্য সভায় প্রধান মন্ত্রীকে ঐ পত্র পাঠ করিতে বলিলে মন্ত্রী তাহা খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে এই লিখিত আছে।

অশেষ গুণ পরিমাযুক্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত সাহ মহম্মদ আদিল বিজয় পুর অধীশ্বর মঙ্গলাস্পদেষু।

শুনিতে পাইলাম আপনার একজন মহারাষ্ট্রীয় সচিব কারারুদ্ধ আছেন, আমার ইচ্ছা যে সে ব্যক্তির এ যাত্রায় যদি কোনরূপ অপরাধ হইয়াও থাকে, তত্রাপি আমার এই অনুরোধ যুক্ত আজ্ঞা লিপির প্রতি দৃষ্টি করিয়া সচিবকে কারা মুক্ত করুন্। আমার এই অনুরোধ আপনা হইতে রক্ষা না হইলে আমার দুঃখ ও অপমানের কারণ হইবে। অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

পত্রের উপরিভাগে সাজেহান বাদসাহ ছেকার মোহর অঙ্কিত। পাঠ শেষ হইলে মহম্মদ আদিল সাহ দূত দ্বয়কে বলিলেন, বাদসাহ যাহা অনুমতি করিয়াছেন, সে বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য আগামী কল্য জানাইব। এই বলিয়া দূতদ্বয়ের সহিত নানারূপ সাদর-সম্ভাষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কাল পরে সভাভঙ্গের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে এক উপযুক্ত রূপ স্থান দিবার ও সৈন্যগণের ছাউনির ভাগরূপ স্থল নির্দ্দিষ্ট করার জন্য আদেশ করিলেন। সে দিবসের সভাভঙ্গ হইল। সায়ংকালে বিজয়পুরাধিপতি ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী উভয়ে সাহজিসম্বন্ধে অনেক বিষয় কথোপকথন করিলেন। মহম্মদ আদিল সাহ বলিলেন, শিবজিত সামান্য বুদ্ধিমান্ নহে। সে সম্রাটের নিকট কি উপায়ে প্রবেশ করিল, কি রূপেই বা তাহার পিতাকে মুক্ত করিবার জন্য সাজেহানকে প্রতিশ্রুত করাইল। ইহাত সামান্য বুদ্ধির কার্য্য নহে! এইক্ষণ কি করা কর্ত্তব্য? মন্ত্রী বলিলেন, দিল্লীর বাদসাহগণের সহিত এপর্য্যন্ত আমাদের কখনও কোনরূপ শত্রুতা জন্মে নাই এবং বহুদিন যাবৎ এই রাজ্য মোগলদিগের দ্বারা অনাক্রান্ত আছে। আমরা যে সম্পূর্ণ স্বাধীন আছি, তাহা কেবল দিল্লীশ্বরের সহিত একতা নিবন্ধনই ঘটিতেছে। এইক্ষণ

বাদসাহের যেরূপ অনুরোধ দেখিতেছি, আমরা তাঁহার অনুরোধানুযায়ী সাহজিকে মুক্ত না করিলে তিনি আমাদের উপর অবশ্যই ক্রুদ্ধ হইবেন, ইহা নিশ্চয়। আমার মতে এমন একটী উপায় স্থির করা উচিত, যাহাতে বাদসাহ বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার অনুরোধ পালন করিলাম। এদিকে আবার আমাদিগকে এইরূপ সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন সাহজি সম্পূর্ণরূপে মুক্তভাবে থাকিতে ও এইরাজ্য হইতে অন্যত্র গিয়া যাহা ইচ্ছা করিতে না পারেন। তাহা হইলে বাদসাহের মনরাখা এবং আমাদের মনোগত উদ্দেশ্য সাধন উভয় কার্য্যই হয়। বিজয়-পুরাধিপতি বলিলেন মন্ত্রিন্! এই উপায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কিন্তু তাহা কি প্রকারে সাধিত হইবে, শুনিতে চাহি। মন্ত্রী বলিলেন, আমরা সাহজিকে আবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে পুনরায় স্বপদে স্থাপিত করি। কিন্তু তিনি কিংবা শিবজি আমাদের অজ্ঞাতরূপে নগর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে না পারেন, কি রাজ্যের অনিষ্টজনক কোনরূপ কুপরামর্শ করিতে না পারেন, এই জন্য কয়েকজন চর সর্ব্বদা উঁহাদের পিতা পুত্রের গতি বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য নিযুক্ত করি। শিবজিকে এই রাজসংসারে কোন একটী কার্য্য প্রদান করিয়া সর্ব্বদা রাজ সভায় উপস্থিত রাখিতে পারিলেই আমাদের অভিপ্রায় সফল হয় ও বাদসাহও জানিতে পারেন যে, সাহজিকে মুক্ত করিয়া পিতা ও পুত্রের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করিতেছেন। মহম্মদ আদিল বলিলেন, তবে কল্য প্রত্যূষে রাজদূত দ্বয় সমুখে সাহজিকে এই পরামর্শানুসারে মুক্তি প্রদান করিয়া তাহাকে তাঁহার পুর্ব্বপদে স্থাপিতকরা যাউক এবং শিবজিকেও আমার সভাগৃহের অধ্যক্ষতার পদ দিয়া কিছু বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া দেই। ছাতাবরদার, খাসবরদার, চোপদার, চামরদার, সুরাহিবরদার, ও ফরাস প্রভৃতি লোক শিবজির অধীনে থাকিবে এবং দেওয়ান্ আম্ সম্বন্ধে যত আবশ্যকীয় কার্য্য হয়, তাহা শিবজি সম্পাদন করিবে। অর্থাৎ কোন দরবার হইলে দরবারের ঘরটী সুসজ্জিত করা ও ঐ ঘরের আসবাব সকল পরিস্কৃতরূপে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা প্রভৃতি কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ শিবজিকে করিতে হইবে। ঐ বিষয়ে যত ব্যয় হয় সে সমুদায় শিবজির আদেশানুসারে হইবে। সে প্রত্যহ সায়ং এবং প্রাতঃকালে দেওয়ান আম্ গৃহে উপস্থিত থাকিবে। এই পদ তাহাকে প্রদান করিয়া পরে তাহার পিতাকে সৈন্যাগার হইতে মুক্ত করিয়া আনা যাইবে। মন্ত্রীবলিলেন যে আজ্ঞা!

পরদিন প্রাতে মহম্মদ আদিল সাহ পুনরায় সভাগৃহে উপবিষ্ট হইলেন বাদসাহের প্রেরিত দুতদ্বয়কে তত্ত্বদিনে তাঁহারাও উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ

শিবজির কথা উত্থাপন করিলে দূতদ্বয় বলিলেন শিবজি তাঁহাদের সঙ্গেই দিল্লী হইতে আসিয়াছে। বিজয় পুরাধিপতি শিবজিকে ডাকিলে শিবজি দিল্লী হইতে আগত দূতদ্বয়ের শিবির হইতে আসিয়া সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে সেলাম করিল। মহম্মদ আদিলসাহ দূতদ্বয়ের সাক্ষাতেই শিবজির পিতৃভক্তি বিষয়ে অনেক প্রশংসাবাদ করিলেন। শিবজি যে তাহার পিতার উদ্ধারের জন্য দিল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং স্বকার্য্য সাধনে যথেষ্ট পরিশ্রম ও বুদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছে, এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া শিবজিকে তৎক্ষণাৎ স্বাভিলষিত নূতন পদে স্থাপিত করিলেন। তদনন্তর সাহজিকে সভাগৃহে উপস্থিত করিবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষকে অনুমতি করিলেন। সাহজি সভাগৃহে আনীত হইলে মহম্মদ আদিল সাহ বলিলেন, তোমাকে রুদ্ধ করিবার বিষয় ভালরূপ অবগত নহি। প্রধান মন্ত্রী না বুঝিয়াই তোমাকে কষ্ট দিয়াছেন। যাহাহউক ভবিষ্যতে সতর্ক হইবার ও তোমার পুত্রকে শাসন করিবার জন্য এই কার্য্য করা হইয়াছে। তুমি বহুদিন যাবৎ আমার নিকট অতীব বিশ্বস্তভাবে ও দক্ষতার সহিত আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আমাকে যথেষ্ট সন্তোষ প্রদান করিয়াছ, তজ্জন্য আমি অদ্য তোমাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিদান করিয়া তোমার পূর্ব্বপদেই প্রতিষ্ঠিত করিলাম। এইক্ষণ তুমি পুনরায় উৎসাহ ও দক্ষতার সহিত আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাক। কোন বিষয়ে মনোমালিন্য রাখিও না। পরিণামে তোমার মন্দ না ঘটে এই জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ কষ্ট দিয়াছি। এ কেবল তোমাকে সতর্ক করার জন্যই করা হইয়াছে। তোমাকে নষ্ট করার অভিপ্রায়ে কিছুই করা হয় নাই। যাহা হউক আমাদের দ্বারা তোমার যে ক্লেশ হইয়াছে তাহা বিস্মৃত হও। আমরা সতত তোমার হিত চিন্তা করিব। আর তোমার পুত্র যে, তোমার মুক্তির জন্য দিল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছে ও তোমার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়াছে তাহার এই পুত্রোচিত কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ আমি তাহাকে আমার দেওয়ান আমের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের ভার প্রদান করিলাম। কিছু বৃত্তি ও ধার্য্য করিয়া দিলাম। দূত দ্বয় সাহজিকে মুক্ত দেখিয়া ও তাহাদের দৌত্যকার্য্যের সফলতা জ্ঞান করিয়া আপন সৈন্যগণকে আমোদসূচক তোপধ্বনি করিতে আদেশ করিলেন। বিজয় পুরাধিপতিও সম্রাটের মনস্তুষ্টির জন্য ও দূতদ্বয়ের সাদর অভ্যর্থনার চিহ্ন স্বরূপ আপন সেনানী নিচয়কেও আনন্দসূচক তোপধ্বনি করিতে আজ্ঞা করিলেন। সে দিবস নাগরিক লোকদিগকে আমোদ প্রমোদ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। রাত্রিতে নগর আলোক দ্বারা শোভিত করা হইবে এবং অন্যান্য রূপ তৌর্য্য

ত্রিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইবে। ইহা সকলকে অবগত করার জন্য মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন। নগরে তখনই আমোদের ধূম আরম্ভ হইল। এই সময়ে একটী অল্পবয়স্ক ভাট মহম্মদ আদিল সাহের সভামন্দির সমীপে উপস্থিত হইয়া একটী শরদ্বর্ণন কবিতা সুস্বরে পাঠ করিতে লাগিল।

(১)

প্রাবৃষার অধিকার হেরিয়া দুর্ব্বল,
হইয়াছে তেজোময় জ্যোতিষ্ক মণ্ডল,
সুনীল আকাশে বসি,
হাসিছে শারদ শশী,
কিরণ প্রভায় উজলিয়া ধরাতল,
শারদ-নিশার শশী কেমন বিমল!
সুদৃশ্য গগণাঙ্গনে,
চকোর চকোরীগণে
উড়িতেছে কুতূহলে সুধার আশয়ে
ছুঁইতে কি পারে চাঁদে চকোর নিচয়ে?
গগণে নাহিক ঘন,
নাহি মেঘ গরজন,
নাহি খেলে সৌদামিনী জলদ হৃদয়ে,
নাহি শোভে ইন্দ্র ধনু সৌর-করাশ্রয়ে।

(২)

শরতের আগমনে দেব দিবা কর,
বরষিছে তীক্ষ্ণকর বরষার পর,
আতপেতে জীব কুল,
নিতান্তই সমাকুল,
সর্ব্বদা রহিতে ইচ্ছা গৃহের ভিতর
বৃক্ষের শীতল ছায়া এবে প্রীতিকর।

বিফলে গরজে ঘন,
নাহি বারি বরষণ,
জলদে নাহিকো জল গরজন সার,
পথিমধ্যে বিন্দুমাত্র জল নাহি আর।
কৃষীবল শরদেতে,
হেরি শস্য প্রান্তরেতে,
আনন্দেতে মাতোয়ারা; হর্ষ সবাকার,
শরতে নিসর্গ শোভা অতি চমৎ কার!

(৩)

তড়াগে তড়াগ-শোভা হাসে কুমুদিনী,
প্রিয়পতি সমাগমে হয়ে প্রমোদিনী,
পদ্মিনীর তেজো গর্ব্ব
শরতে হয়েছে খর্ব্ব
আর নাহি তোষে তারে প্রিয় দিনমণি,
সম্পদের অবসানে ঘটয়ে এমনি!
স্থলপদ্ম শোভে স্থলে,
রক্ত জবা রক্ত দলে,
চামেলি শরত্ শোভা, মল্লিকা রঙ্গিনী,
গন্ধরাজ, নিশিগন্ধা প্রফুল্ল বদনী,
কৃষ্ণচূড়া মনোলোভা,
গোলাপ কানন শোভা,
অতসী, অপরাজিতা নয়নতোষিণী,
ফুটিয়াছে শেফালিকা মানস মোহিনী।

(৪)

ধবল আকার কাশকুসুম নিকর,
ফুটিয়াছে নদীতটে অতি মনোহর,
দূর হ'তে দৃষ্ট হয়,
অপরূপ জলাশয়,
বায়ুর হিল্লোলে যবে কাঁপে থর্থর,
বিস্তারে বারিধি যেন তরঙ্গ নিকর।

গাছে শোভে নারিকেল,
বাতাপি, জম্বীর, বেল,
এ সকল প্রকৃতির শোভার আকর,
হেরিয়া না হয় কার প্রফুল্ল অন্তর ?
অন্তরে না রহে দুঃখ,
জনমে বিপুল সুখ,
এ সকল প্রকৃতির শোভার আকর,
হেরিয়া প্রমুগ্ধ হয় সবারি অন্তর।
মিহির কিরণ আর নিশার শিশির,
পীড়াপ্রদ এ উভয়ে যেন সবে স্থির।

তারকাবেষ্টিত দেব সুধাংশু যেমন,
মন্ত্রীগণ মাঝে তুমি শোভিছ তেমন।
স্বর্গে যথা শচীনাথ বিরাজে অমর সাথ,
শোভিছ তেমন তুমি হে ধরাভূষণ,
প্রবল প্রতাপ তব জিনিয়া তপন।
শরতের পূর্ণ-চন্দ্র কিরণ সমান,
হউক জগতে ব্যাপ্ত তব যশোমান
জয় জয় মহামতি, জয় জয় ধরাপতি,
ঈশকৃপাবলে লভ সুদীর্ঘ জীবন,
সুতসম স্নেহে পাল নিজ প্রজাগণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

এক দিন মাহিদপুরের ফৌজদার বাসায় বসিয়া আছেন। এমন সময়ে দূরে একখানি শিবিকা দেখিতে পাইলেন। ক্রমে ক্রমে শিবিকা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। শিবিকার সঙ্গী একজন লোক ফৌজদারকে সেলাম করিয়া বলিল,—"আপনার যে বেগমকে ডাকাইতেরা অতিশয় প্রহার করিয়া তাঁহার পিতার বাড়ীর নিকট ফেলিয়াছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি আরোগ্য লাভ করায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া ফৌজদারের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অতি কষ্টে মানসিক ভাব গোপন করিয়া বাহ্যিক আহ্লাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন,—"কি ? মতিয়া বেগম জীবিতা আছেন ?" "আমি অনেক চেষ্টায় তাঁহার অনুসন্ধান না পাওয়ায় ভাবিয়াছিলাম ডাকাইতেরা তাঁহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছে। ডাকাইতেরা যে তোমাদের গ্রাম পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। আল্লার দরগায় আমার হাজার সোকরাণা ;—আজি আমার আনন্দের সীমা নাই।"

ভিতর প্রকোষ্ঠে শিবিকা নীত হইলে, মতিয়া বাসাগৃহে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিত্রালয়ের লোকেরা বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। ফৌজদার মতিয়ার বাসোপকরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলে সে পূর্ব্বমত বাস করিতে লাগিল। মতিয়া এপর্য্যন্ত ফৌজদারের দুরভিসন্ধি কিছুই জানিতে পারে নাই। কিন্তু ক্রমশঃ তাহার মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। এক-

দিন হোসেনী বিবির সহিত ফৌজদারের কোন কারণে কলহ হয়। তৎপর সে ফৌজদারকে যত দূর সন্দেহ করিয়াছিল, সমুদায় মতিয়াকে জানায়। প্রথমে মতিয়ার অন্তঃকরণে যে সন্দেহবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল এখন তাহা বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। সুচতুরা মতিয়া ক্রমশঃ অনুসন্ধান দ্বারা সমুদায় চক্রান্ত বুঝিতে পারিল। রমণীহৃদয় স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। যে চিন্তা যে সুখ, যে আশঙ্কা পুরুষের হৃদয়কে বহুক্ষণেও বিচলিত করিতে সক্ষম নহে তাহা নারীজাতির সুকোমল হৃদয়কে মুহূর্ত্তমাত্রেই সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিয়া থাকে। মতিয়া ফৌজদারের ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হওয়া অবধি এত সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল যে, চতুর্দ্দিকে ঘোর যন্ত্রণা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না। প্রতিপদ বিক্ষেপকে বিপদাভিমুখে অগ্রসর হওয়া বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল। মানব মনের প্রধান ধর্ম্ম এই যে, কোন সামান্যরূপ বিপৎপাতের সম্ভাবনা হইলে, তাহাতে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়। কয়েক দিন পরে মতিয়া হঠাৎ অনুদ্দেশ হইল। ফৌজদারের বাটীর কেহই তাহার অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না এবং ফৌজদারও মতিয়ার অনুসন্ধানে বিশেষ প্রয়াস পাইল না। সকলেই জানিতে পারিল মতিয়া একেবারেই ফৌজদারের গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে। অতঃপর ফৌজদার শুনিতে পাইল যে, মতিয়া একটা কূপে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ কূপ দিল্লীর অন্যূন বিংশতি ক্রোশ দূরে, দিল্লী ও মাহিদপুরের পথ পার্শ্বে অবস্থিত। মতিয়ার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে ফৌজদার যার পর নাই আহ্লাদিত হইল।

যে দিবস মতিয়া ফৌজদারের গৃহ পরিত্যাগ করে, সেই দিবস আমীনা ও বেলাঅলী বহুদূর বিস্তৃত জল ও স্থলপথ অতিক্রম করিয়া সমৃদ্ধিশালী বিজয় নগরে উপস্থিত হয়। তদবধি তাহারা নিশ্চিন্ত মনে ঐ নগরেই বাস করিতে লাগিল। ইউসফ্ আপন নাম গোপন করিয়া মীর মেহেদী নামে সকলের নিকট পরিচয় দিল, এবং সামান্য মূলধন লইয়া একখানি দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। কিছু দিন পর মীরমেহেদী নগরে একজন বিখ্যাত সওদাগর হইয়া উঠিল। একদা সে, দোকানে বসিয়া আছে, এমন সময়ে জনৈক ভদ্র মুসল্মান্ উপস্থিত হইয়া সামান্যরূপ আলাপের পর চলিয়া গেল। তদবধি ঐ ভদ্র লোকটী প্রায়শঃ মীরমেহেদীর দোকানে যাতায়াত করিত। এক দিন প্রধান খোজা ইউসফের নিকট বলিল, আমি শুনিলাম আপনার একটী গোমস্তার আবশ্যক আছে, যদি অন্য কাহাকেও নিযুক্ত না করিয়া থাকেন এবং অভিমত হয় তবে আমি একটী বিশ্বস্ত ও কার্য্যদক্ষ

লোক আপনাকে দিতে পারি। ইউসফ বলিল, "হাঁ, আজ কাল আমার কারবার বৃদ্ধি পাইয়াছে, একজন লোকের বিশেষ প্রয়োজন। আমি আহ্লাদের সহিত আপনার বিশ্বস্ত লোককে নিযুক্ত করিব। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও জবাব্ দেই নাই।"

খোজা। "সরফরাজ খাঁ নামক যে ভদ্রলোকটী ইতি পূর্ব্বে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং যিনি আমার বাটীতে প্রায় দুই বৎসর কাল থাকিয়া স্বীয় কার্য্যদক্ষতার বিশেষ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাঁহাকেই নিযুক্ত করিতে বলি।"

ইউসফ। "হাঁ, তিনি উপযুক্ত পাত্র বটেন, তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। তিনি আগামী কল্য হইতে কার্য্যারম্ভ করিতে পারেন।"

তদনন্তর সরফরাজ খাঁ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপনাকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত দেখাইতে ও স্বীয় কার্য্যদক্ষতা দ্বারা প্রভুকে এমত সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন যে, ইউসফ তাহাকে অন্তঃপুরে যাতায়াত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিল। কোন রাত্রিতে মীরমেহেদী ও সরফরাজখাঁ একত্র ভোজন করিতেছেন এমত সময়ে একটী যুবতী আশ্চর্য্য সামগ্রী উহাদিগের সম্মুখে যোগাইয়া দিতেছে এবং নিকটস্থ হইলে ঐ যুবতী যেন কি এক ভাবে সরফরাজখাঁর মুখপানে দৃষ্টিপাত করিতেছে। দৃষ্টির যে কি ভাব তাহা যিনি দেখিতে ছিলেন ও সেই দৃষ্টি যাঁহাকে লক্ষ্য করিতে ছিল, সেই দুই ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ জানিতে পারে নাই। ফলতঃ ওরূপ দৃষ্টি বেলাঅলীর ন্যায় প্রেমাকাঙ্ক্ষিণীর নয়নাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইবার যোগ্য বটে। যে কালে বেলাঅলী সরফরাজখাঁর মুখের দিকে প্রেমপূর্ণ কটাক্ষপাত করিতে ছিল, সুযোগমত সরফরাজখাঁও ঐ দৃষ্টির প্রতিশোধ দিতে ক্রটি করে নাই। সেদিন এই পর্য্যন্তই শেষ। তদনন্তর বেলা অলীও সরফরাজখাঁর মধ্যে আর কি কি ঘটিয়া ছিল তাহা ইউসফ কি অন্য কেহই জানিতে পারে নাই। চতুরা বেলাঅলী সকলেরই চক্ষে ধূলি দিয়াছিল। এদিকে ইউসফের প্রসাদে সরফরাজও বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিল। মোবারিকের সহিত শুভক্ষণেই সরফরাজ খাঁর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মোবারিকের অনুগ্রহে সরফরাজখাঁ মনে মনে আপনাকে একজন সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বিবেচনা করিত; কিন্তু অর্থের অনাটনেই ইউসফের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল। যাহা হউক ইউসফ সরফরাজখাঁর কার্য্যদক্ষতায় বিলক্ষণ সন্তোষ লাভ করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিল। সরফরাজখাঁ মোবারিকের সাহায্যে বিজয় পুরাধিপতির সহিত পরিচিত হইল। মোবারিকের অনুরোধ ক্রমে বিজয়পুরাধি-

পতি তাহাকে উপযুক্ত পদ দিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সরফরাজখাঁ যেন কি ভাবিয়া তাহাতে অস্বীকৃত হইল। মীরমেহেদী বাণিজ্যে যতই উন্নতি লাভ করিতে লাগিল, সরফরাজখাঁ ততই তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে লাগিল।

মীরমেহেদী বিজয়পুরে সুখে কালাতিবাহিত করিতেছে। এক দিবস আমীনা তাহার শয়নগৃহ হইতে উঠিয়া বেলাঅলীর নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য তাহার ঘরের নিকট গিয়া দেখিল যে, দ্বার খোলা রহিয়াছে, বাহির হইতে ডাকিয়া বেলাঅলীর উত্তর না পাওয়াতে গৃহে প্রবেশ করিল এবং অমনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার আর্ত্তনাদ শ্রবণে দুই চারিজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল বেলাঅলীর শয্যা রক্তে প্লাবিত হইয়াছে। বেলাঅলী রক্তাক্ত কলেবরে মৃতবৎ পতিত রহিয়াছে। কাহার দ্বারা এই লোমহর্ষণ কার্য্য ঘটিয়াছে, তখন কেহ কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু বেলা অধিক হইলে সে দিবস সরফরাজখাঁকে না দেখিয়া ইউসফ কিছু সন্দিহান হইল। অতঃপর সরফরাজখাঁর বাসায় লোক পাঠাইল। প্রেরিত লোক ফিরিয়া আসিয়া ইউসফের সন্দেহকে আরও বদ্ধমূল করিল। "সরফরাজখাঁ বাসা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে" এই সংবাদ শ্রবণে ইউসফ এত ব্যতিব্যস্ত হইল যে, তৎক্ষণাৎ সে সরফরাজের রক্ষিত পণ্য দ্রব্যাদি অনুসন্ধান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিল না। সে সর্ব্বাগ্রে আমীনা কর্ত্তৃক আনীত মূল্যবান্ প্রস্তরাদি দেখিতে চলিল। ইউসফ ভাণ্ডারশূন্য দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া "হা হতোঽস্মি" বলিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিল, পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা প্রকার অনুশোচনা করিতে লাগিল এবং নয়নের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। ইউসফের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। ঐ প্রস্তর কয়েক খান লইয়া তাহার এত ঐশ্বর্য্য, এত মান সম্ভ্রম। সে তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অন্যান্য স্থানে গিয়া দেখিল সেখানেও বহুমূল্যের অনেক রত্নাদি নাই। এদিকে আমীনাও আর্ত্তনাদ করিতে ২ স্বামীর নিকটে আসিয়া শুনিল, তাহার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইহইয়াছে; আমীনা একান্ত অধীরা হইল। কিন্তু সর্ব্বস্ব অপেক্ষা বেলাঅলীর এই আকস্মিক সাংঘাতিক বিপদ তাহার অন্তঃকরণকে দ্বিগুণিত ক্লেশ দিয়াছিল। আমীনা কিয়ৎক্ষণ স্বামীর গলা ধরিয়া রোদন পূর্ব্বক তাঁহাকে বেলাঅলীর গৃহে লইয়া চলিল। এদিকে সূর্য্যদেব যেন সরফরাজ খাঁর অসদ্ব্যবহার দেখিয়া ক্রোধে হুতাশন হইয়া তীক্ষ্ণকর করবাল হস্তে ঊর্দ্ধে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিজয়পুরাধিপতি নির্জ্জনে বসিয়া খোজা মোবারিকের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরামর্শ করিতেছেন। খোজা মোবারিক কি মন্ত্রে আদিলসাহকে দীক্ষিত করিল, তাহা অপরে বুঝিতে পারিল না। আজি স্বাধীনভূমি ও মহার্ঘরত্নের আকর বিজয়পুররাজ্য ধ্বংস হওয়ার সোপান প্রস্তুত হইল। যে বিজয়পুরে মোগল সেনাগণ কখনও বল প্রকাশ করিতে চাহে নাই, কালে সেখানেও জয়পতাকা উড্ডীন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। রাজ্যাধিপ কেবল মন্ত্রীবর্গের ক্রীড়াপুত্তলী হইলে যে, রাজ্য শোচনীয় দশায় উপস্থিত হইবে, ইহা কিঞ্চিন্মাত্র বিচিত্র নহে। রাজার কর্ত্তব্যকার্য্যে শৈথিল্য বুঝিলেই মন্ত্রীগণ স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, এবং দেশের হিতাহিত বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া তাহারা আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য প্রজার অসুখ ঘটাইতে ক্রটি করে না। প্রজাতন্ত্রবিহীন দেশ এইরূপে ধ্বংস হইয়া যায়, প্রজাতন্ত্র কাহাকে বলে, বিজয়পুরে তাহা স্বপ্নেও কেহ জানিত না। রাজারাই সর্ব্ব বিষয়ে মূলাধার ছিলেন, বর্ত্তমান বিজয়পুরাধীশ্বর রাজ্যশাসনে অপটু হওয়ায় মন্ত্রীগণ তাঁহার প্রভু হইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি একজন সামান্য ভৃত্য মোবারিকের বাধ্য হইয়া অচিরে রাজলক্ষ্মীর শিরোদেশে পদাঘাত করিলেন। রাজ্যে বিপ্লব ঘটাইয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব বিলুপ্ত করিলেন, না হইবেই কেন? একজন সাধারণ ভৃত্য যাঁহার উপদেষ্টা, তাঁহা হইতে দেশের কিনা অনিষ্ট ঘটিতে পারে? যিনি ইতর ভৃত্যের বাধ্য, তিনি রাজোপাধি ধারণে সম্যক্ অযোগ্য, ইহা কে না স্বীকার করে? মোবারিকের ন্যায় ভৃত্য ও মহম্মদ আদিলসাহের ন্যায় ভূপতি অনেক স্থলে রাজ্যধ্বংসের দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া পরিগণিত। মোবারিক মহম্মদ আদিলসাহের প্রাসাদ হইতে চলিয়া গেলে আদিলসাহ বিষণ্ণবদনে যেন কি গুরুতর চিন্তায় অভিভূত হইলেন। তিনি একবার মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দেওয়ান আমে বাহির হইলেন। মন্ত্রী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমি আপনার নিকট এবিষয়ে আর এক্ষণে কি নিবেদন করিব? যাহা হইবার হইয়াছে।" মন্ত্রীও মহম্মদ আদিলসাহ কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে নগরের বাহিরে হঠাৎ মহাকোলাহল শ্রুত হইল, বজ্রধ্বনির ন্যায় অসংখ্য তোপধ্বনিতে রাজপ্রাসাদ টলিতে লাগিল, কোলাহল ও আর্ত্তনাদে চারিদিক্ পরি-

পূর্ণ হইল, আদিল সাহের হৃদয় চমকিয়া উঠিল। অবলা, অন্ধ, আতুরদিগের ভয়ানক আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া কীদৃশী বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল, তাহা না দেখিলে অনুভব করা সুকঠিন। কামানের প্রজ্বলিত সীসকপিণ্ড এবং শরাসন নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত শরজাল নানা স্থানে অবিশ্রান্ত পতিত হইতে লাগিল, কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!! এতদিনের পর মোগল সেনা বিজয়পুররাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। বিজয়পুরাধিপতির সেনাগণ যদিও প্রাণপণে তাহাদিগের আক্রমণের ব্যাঘাত জন্মাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু অপরিমেয় মোগলসেনার নিকট তাহাদের অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সেনা সহজে পরাজিত হইবে, এই আশঙ্কায় হতাশ্বাস হইয়া আশানুরূপ রণকৌশল দেখাইতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে মোগলসেনাগণ নগরপ্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া মধ্যনগরীতে উপনীত হইল, বিজয়পুরাধিপতি রাজ্যের এবম্ভূত বিপদ উপস্থিত দেখিয়া ভয়ে অতিমাত্র অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সেনাগণ কয়েকদিন পর্য্যন্ত বিপক্ষগণকে সাধ্যানুরূপ বাধা দিয়া অবশেষে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল, নগরের ভগ্নদশা উপস্থিত দেখিয়া নাগরিক জনগণ অরণ্য ও পর্ব্বতগুহা প্রভৃতি নিভৃতস্থলে সপরিবারে পলাইতে লাগিল, দিঙ্মণ্ডল দিবাভাগেই শীতঋতুর ঘোর সন্ধ্যাসদৃশ ধূসর বর্ণে আবৃত হইল; রাজপ্রাসাদে ও আঢ্যলোকদের মন্দিরে যে আনন্দ, উৎসাহ, চিরবিরাজিত ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়া শোক, বিষাদ ও মলিনতাকে স্ব স্ব স্থান অধিকার করিতে দিয়া হতরাজলক্ষ্মী অন্তিমদশার জাজ্বল্যমান চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল, যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, কেবল বিজয়পুরনিবাসীদের শোকার্ত্ত মুখমণ্ডল, সচকিত লোচন ও তাহাদের দুরবস্থা ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। কালের অলঙ্ঘনীয় পরিবর্ত্তন কে বুঝিতে পারে? মোগলসেনার দৌরাত্ম্যে রত্নের আকর বিজয়পুর ভস্মের আকর হইয়া উঠিল, প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড অগ্নিসংযোগে দীপ্তি বিকীর্ণ করে এবং অগ্নি অভাবে অঙ্গারময় হইয়া কেবল কুৎসিত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, বিজয়পুর যতদিন রাজশ্রীতে সুশোভিত ছিল ততদিন মুসলমানাধিকৃত ভারতভূমিতে উহা প্রসিদ্ধ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। এক্ষণে রাজশ্রীর অন্তর্ধানের সঙ্গে২ বিজয়পুরের সুখ, সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য্যও জন্মের মত চলিয়া গেল, রাজশ্রীর বিনিময়ে মোগল জয়শ্রী, সুখের বিনিময়ে দুঃখ, সমৃদ্ধির বিনিময়ে দুর্দ্দশা, সৌন্দর্য্যের বিনিময়ে মালিন্য ও হীনতা যুগপৎ বিজয়পুরকে অধিকার করিল। সম্পদে উন্নতি, বিপদে অবনতি, ইহাই জগতের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। এই ভয়ঙ্কর রাষ্ট্র বিপ্লবে সপরিবারও সানুচর মহম্মদ

আদিল সাহ নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন সুতরাং মোগল-সৈন্যগণ সংপ্রতি বিশ্রাম করিবার সুযোগ পাইল। দক্ষিণ ভারতবর্ষে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য ছিল, ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায়কে মোগলকরকবলিত করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া সাহাজাদা মোরাদ বিজয়পুরে আপন বাসস্থান ও কার্য্যালয় স্থাপন করিলেন। দাক্ষিণাত্যে গোলকুণ্ডা, খান্দেশ প্রভৃতি স্বাধীনরাজ্যগুলি অধিকারেচ্ছায় মোগলচরগণ ছিদ্র অন্বেষণার্থ প্রেরিত হইল। সম্রাটের সহিত বিবাদ ঘটনার সূত্র লভে বিলম্ব হইল না। অনুসন্ধান করিলেই ছল পাওয়া যাইতে পারে। মোরাদ মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। দাক্ষিণাত্যে তুমুলযুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। মোরাদ সসৈন্যে গোলকুণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিজয়পুরে একজন প্রধান কর্ম্মচারী শাসনকর্ত্তারূপে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে সাহজির পুত্র শিবজি কতকগুলি পার্ব্বত্য সমরকুশল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিজয়পুরে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করতঃ আপনি তাহার অধিপতি হইবার বাসনায় বিলক্ষণ বল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সুযোগে মহম্মদ আদিলসাহের কতকগুলি পরাজিত সৈন্য শিবজির সহিত যোগ দিল। মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে অন্যান্য রাজ্যের যুদ্ধে নিযুক্ত থাকায় বিজয়পুরে তাহাদিগের অধিক দল বল ছিল না, সুতরাং শিবজির সৈন্যগণের সমকক্ষ হইতে পারিল না। শিবজি একণে স্বয়ং একটী রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। ইহাই আদিম মার্হাট্টা অর্থাৎ মহারাষ্ট্র দেশ (বিজয়পুর)। একদিন শিবজি, মহম্মদ আদিল সাহের একজন ভৃত্যের পুত্র উদ্ধত ও দুর্দ্দান্ত যুবক দস্যুমাত্র ছিল। সংপ্রতি একজন স্বাধীন ভূপতি হইল। তাঁহাকে হিন্দুসমাজে সকলেই বীরচূড়ামণি ও স্বজাতির গৌরব বলিয়া মান্য ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। বৈষয়িক সংসারে বুদ্ধি ও সহায়ই প্রধান ক্ষমতা। আবার ক্ষমতাই প্রভুত্বের মূল কারণ। বুদ্ধি অভাবে সহায় সঙ্ঘটন হয় না। জগতে যাহার বুদ্ধি আছে, সেই সহায় প্রাপ্ত হইতে পারে। সহায় ও বুদ্ধির একত্র সংযোগ হইলে বৈষয়িক উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হওয়া অণুমাত্রও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু সুযোগ সংঘটন অত্যাবশ্যক। বুদ্ধি সুযোগের অনুসন্ধান করায়ও তাহার জন্য অপেক্ষা করায়। সুযোগ খুজিয়া লইতে হয় কিন্তু সুযোগ মনুষ্যকে খোঁজে না। সর্ব্ব মূলাধার বুদ্ধি, বৈষয়িক অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী দিগকে সুযোগ পাইবার অপেক্ষা করিতে শিক্ষা দেয় এবং সুযোগ উপস্থিত হইলেই অভীপ্সিত বিষয় পূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে উপদেশ দেয়। তখন

পূর্ব্ব সংগৃহীত সহায়যোগে অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী অনায়াসে বাঞ্ছিতবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া ধরাধামে আপন গৌরব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। শিবজি এতদিন তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলে বহুসংখ্যক পার্ব্বতীয় লোককে স্ববশে আনিয়াছিল। কৌশলে অঘটন ঘটাইতে পারে। সে কৌশল ক্রমেই বিনা বেতনে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সৈন্যবল মহম্মদ আদিলের সেনা নিচয়কে পরাজিত করিতে উপযুক্ত, ইহা শিবজি কখন মনে করেন নাই, কালে তাঁহার পিতার অর্দ্ধ মুক্তি প্রদান করতঃ মোগল সম্রাটের চক্ষে আচ্ছাদনী নিক্ষেপ করিয়া মহম্মদ আদিলসাহ যে প্রতারণা করিয়াছিলেন ও ঘোর নারকী সরফরাজকে আশ্রয় দিয়া সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছিলেন এই সকল ব্যাপার দিল্লীশ্বরের নিকট সঙ্গোপনে জানাইয়া আদিলসাহের সহিত মোগলদিগের বিষম শত্রুতা জন্মাইয়া শিবজি সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। মহম্মদ আদিলকে নিস্তেজ দেখিয়া অনায়াসে আপনি একজন স্বাধীন রাজা হইয়া উঠিলেন। সম্রাট পুত্র মোরাদ দক্ষিণ দেশে অন্যান্য যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় আর কেহ শিবজিকে বাধা দিতে পারিল না। কেবল সুযোগ পাইবার জন্যই শিবজি এতদিন অপেক্ষা করিতেছিল। যেমন অপেক্ষার কাল অতীত হইল, অমনি চিরবাঞ্ছিত পদে আরূঢ় হইল। যবনের যে অধিকার ভারতবর্ষের প্রতিলোমকূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ স্খলিত হইয়া ইতিমধ্যে এক হিন্দুরাজ্য দেখা দিবে, ইহা কাহার মনে উদয় হইয়াছিল? যাহা হউক শিবজি একজন মহাত্মা পুরুষ এবং হিন্দুকুল চূড়ামণি, তাঁহা হইতেই ভারতে পুনরায় হিন্দু নাম প্রতিধ্বনিত হইবে। শিবজি সমগ্র বিজয়পুর অধিকার না করিতেই সাহজাদা মোরাদ তথায় প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি নবস্থাপিত মহারাষ্ট্র রাজ্য সম্যক্‌রূপে উচ্ছেদ করিতে পারিলেন না। বিজয়পুর রাজধানী ও রাজ্যের কতক অংশ মোগলদিগের হস্তে রহিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

রাত্রি ঠিক দুই প্রহর। অমাবস্যা, দিঙ্‌মণ্ডল নিবিড় মসীজালবেষ্টিত হইয়া ধবল লোহিত ও হরিদ্বর্ণ পদার্থ নিচয়কে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিতেছে। কেবল অগ্নি ও তাদৃশ অন্য কোন উজ্জ্বল পদার্থই এই অমাবস্যার

কালীময়ী ছায়ার প্রতিদ্বন্দী। আলোকের অভাবই অন্ধকার বটে, কিন্তু আজিকার এই অন্ধকার অমাবস্যা তিথির প্রভাবে আরও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়াছে। নৈসর্গিক ব্যাপার কি চমৎকার এই জগতীস্থ নানাবর্ণ বিশোভিত পদার্থ নিচয়ে সকলেই স্ব স্ব স্থানে বিরাজিত রহিয়াছে। সম্মুখে এই তরলতারকাযুক্ত লোচন যুগল সতেজ বিস্ফারিত হইতেছে, অথচ একমাত্র আলোকের অভাবে ও অমাবস্যার প্রভাবেই সমস্ত পদার্থ নয়নগোচর হইতেছে না; গগণে তারকারাজি ঘন তুষারকণায় আচ্ছাদিত হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে রাত্রি অধিক হইয়াছে বিধায় খদ্যোত মালা আর স্ব স্ব পক্ষোদ্ঘাটন পূর্ব্বক দেহজাত আলোক নির্গত করিতেছে না। ঘাটপর্ব্বতের তলদেশস্থিত বৃহৎ অরণ্য মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণস্থল দূর্ব্বাচ্ছাদিত। তথায় এক অশ্বথ বৃক্ষতলে প্রজ্বলিত অগ্নি কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আলোকময় করিতেছে। "এই নির্জ্জন প্রদেশে এত রাত্রিতে প্রজ্বলিত অগ্নি দৃষ্টি করিলে কে না ভাবিবে যে এস্থলে মানব বিদ্যমান আছে? অগোচর আলোক এক স্থানে এরূপ সমভাবে কখনই জ্বলে না এবং তাহার দূর বিসারিত জ্যোতিও নাই। কোন্ মানব অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে? এত রাত্রিতে এরূপ নির্জ্জন বনপ্রদেশে কি জন্যই বা আসিয়াছে? কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যতই বটবৃক্ষ সন্নিধানে গমন করিতেছে ততই চমৎকৃত হইতেছে, এখনই ত মানব-কণ্ঠ বিনির্গত রব অল্পং শ্রুতিগোচর হইল, অগ্নির সমীপবর্ত্তী হইলে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, যদি মনুষ্য না থাকিবে তবে নর কণ্ঠধ্বনির কারণ কি?" এইরূপ চিন্তা করিতেং একজন সন্ন্যাসী অশ্বথতলে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনভাবে থাকিয়াও তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে নবাগত ব্যক্তি সশঙ্কিত হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিদৃশ্যমানা পরিপাটী মৃত্তিকা ব্যতীত কিছুই লক্ষিত হইল না। সন্ন্যাসী ভাবিলেন এস্থানে যদি মনুষ্য নাই তবে অগ্নি প্রজ্বলিত কেন? এইরূপ চিন্তা করিতেং সন্ন্যাসী বটবৃক্ষতলে শয়ন করিলেন; পথশ্রমে ক্লান্ত, সুতরাং অনতিবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইলে পার্শ্বস্থ বৃক্ষবল্লীর অন্তরাল হইতে একজন মনুষ্য তাঁহার নিকট আসিল। প্রজ্বলিত অনলশিখার আলোকে নিদ্রাগত ব্যক্তির মুখ সুস্পষ্ট দেখা গেল, নিদ্রিত ব্যক্তির আকৃতি অতি মনোহর ও মহত্ত্বব্যঞ্জক। কিন্তু চিন্তাক্লিষ্টের ন্যায় বোধ হইল। পরিধেয় বস্ত্র অতি সাধারণ। ক্রমে জাগরিত ব্যক্তির নিকট আর দুইটী লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তিন জন একত্রিত হইয়া

যেন কি কি পরামর্শ করিল এবং বহুরাত্রি হইলে উহাদের দুইজন ভূশয্যায় শয়ন করিল। একজন জাগরিত রহিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর হইলে উহাদের একজন জাগিল এবং জাগরিত ব্যক্তি নিদ্রিত হইল। নিশাবসানে যে ব্যক্তি প্রথম একাকী আসিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলেন তিনি জাগরিত হইয়া নিকটস্থ মনুষ্যত্রয়কে দেখিয়া চমকিত হইলেন। মুখ শুকাইয়া গেল। দ্রুতবেগে ধমনী সঞ্চালিত হইতে লাগিল। ললাট ও নাসিকাদেশ হইতে বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি বিনির্গত হইতে লাগিল। যে ব্যক্তি আপন সঙ্গীদ্বয়ের নিদ্রার প্রহরী স্বরূপ ছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে? নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি বলিলেন। পরিচয় দিতে আশঙ্কা করি।"

প্রহরী। "আশঙ্কার কোন কারণ নাই, কেন না আপনার যে অবস্থা আমাদেরও সেই অবস্থা। আমরা তিনটী মাত্র লোক।"

নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি। বোধহয় তোমরা আমার অনিষ্ট করিবে না। আমি ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়াছি। এই অবস্থায় যে, তোমরা আমাকে আরো অধিক কষ্টে ফেলিবে তাহা আমি বিশ্বাস করি না। মৃত মৃগসাবকের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলে কোন পৌরুষ নাই।

এই বলিয়া আপন পরিচয় দিতে ইতস্ততঃ করিবার সময় অপর দুই ব্যক্তি ও জাগিয়া উঠিল। তখন নিশা অবসান হইয়াছে। পূর্ব্বদিক্ হইতে তপ্তকাঞ্চন সন্নিভ রবির কিরণচ্ছটা বনাভ্যন্তর ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিক্ আলোকময় করিতে লাগিল। বনজন্তুগণের পদচারণ শব্দ ও পক্ষীগণের কূজনে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মুক্তাফলের ন্যায় নিশাসঞ্চিত শিশিরবিন্দুনিচয় যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, তাহা সেই সেই স্থানে বিলীন হইতে লাগিল। এমত সময়ে অতি, নিকটে মনুষ্য কোলাহল শুনিয়া সকলেই শুষ্ক মুখ ও ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। ভাবিলেন, বিধাতা বুঝি আবার বিপদ্ ঘটাইতেছেন। দেখিতে ২ কতকগুলি মোগল সেনা আসিয়া চারিজনকেই বেষ্টন করিল ও সাহাজাদা মোরাদের নিকট লইয়া চলিল। ব্যক্তি চতুষ্টয়ের মধ্যে কাহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। মোরাদের নিকট নীত হইলে তিনি চারিজনকেই কারাগারে বন্দীকরিবার আদেশ প্রদান করিলেন। বিজয়পুরে মোগলদিগের কারাগার অতি ভয়ানক স্থান। কারাগৃহটী নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিত। গৃহাভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণে আলোক ও বায়ু সঞ্চারের পথ নাই। ভিত্তি পাষাণময় বলিয়া সর্ব্বদাই শীতল এবং দুর্গন্ধময়। বন্দীগণ দিনান্তে একবারমাত্র আহার প্রাপ্ত হয়। কারাগারের বহির্দ্বারে দুইজন বিকটবেশ ধারী শস্ত্রপাণি প্রহরী

দণ্ডায়মান থাকে। নবাগত বন্দী চতুষ্টয় কায়িক ও মানসিক কষ্টে অল্প দিন মধ্যেই কঙ্কাল মাত্রাবশিষ্ট হইলেন। তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, আর অল্প দিন এই অবস্থায় থাকিলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে।

এক দিন বন্দিগণের মধ্যে একজন অপরকে বলিল, "আপনি কে?" ভরসা করি এবার আর আপনার পরিচয় হইতে বঞ্চিত করিবেন না। কেন না আমাদের সকলেরই এক দশা। ইচ্ছা হইতেছে আমরা পরস্পর পরস্পরকে আপন আপন অবস্থা জানাই। কি জন্যই বা আপনি আমাদের সঙ্গে বন্দী হইলেন? আপনি কোন্ অপরাধে অপরাধী? আমাদের এই অন্তিম সময়ে আপন ২ বিবরণ পরস্পরকে জানাইলে আন্তরিক দুঃসহ যাতনার কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইতে পারে। ভাগ্য যাহা থাকে হইবে। কতদিন আর আমারা অপরিচিত অবস্থায় একত্র বাস করিব?

দ্বিতীয় বন্দী। এক্ষণে পরিচয় দিতে আপত্তি করিলে কি হইবে? যে কারণে এত দিবস পরিচয় দেই নাই, তাহার কোন ফল হয় নাই। তোমরা আমার সঙ্গের সঙ্গী হইয়াছ। তোমাদেরও বিবরণ শুনিবার জন্য অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে। আমার পরিচয় এই,— "আমি মহম্মদ আদিল সাহ, এই বিজয়পুর রাজ্য আমারই ছিল। মোগলেরা সামান্য কারণে বিবাদ করিয়া আমার এই দশা ঘটাইয়াছে।

প্রথমবন্দী। দুই হস্তে সেলাম করিতে করিতে বলিল,—"হুজুর! আপনাকে চিনিতে না পারিয়া সাক্ষাতে হয়ত অনেক বেয়াদবী করিয়াছি, ক্ষমা করিবেন। আপনি বন্দী হইলেও আমার নিকট সুল্‌তান্। আমি যদি সম্পূর্ণ সাধীন থাকি তবু একজন সাধারণ প্রজা বইত নই। আমি আপনার আকৃতি দেখিয়াই আপনাকে সুল্‌তান্ বাহাদুর বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার সন্ন্যাসীর বেশ, জটা ও মালা দেখিয়া সম্পূর্ণরূপে চিনিতে সক্ষম হই নাই। বিশেষতঃ আপনার শরীর কৃষ্ণবর্ণ দেখিতেছি। ভাল আপনি কিরূপে মোগলদের হাতে পড়িয়াছিলেন? এবং কিরূপে বনে আসিলেন? বলিলে চরিতার্থ হই। অধীনের বেয়াদবী মাপ করিবেন।"

মহম্মদ আদিল। "আমি সন্ন্যাসীর বেশে গুজরাটে যাইতে ছিলাম, পথি মধ্যে কিরূপে যেন মোগলেরা আমার অনুসন্ধান পাইয়া ধরিতে আসে। আমি প্রাণভয়ে বনে প্রবেশ করি কিন্তু তখন তাহারা আমাকে ধরিতে পারিল না। রাত্রি হওয়ায় তাহারা বনের বাহিরে রহিল। আমি ক্রমশঃ চলিতে ২ শীতে অত্যন্ত কাতর হই। পদব্রজে ভ্রমণ করা আমার কখন অভ্যাস ছিল না। বনে একাকী

চলিতে যে কষ্ট পাইয়াছি তাহা খোদাতালা জানেন। শীতে শরীর অবশ হইল, তথাপি চলিতে লাগিলাম। পরে বহুদূর হইতে তোমাদের জ্বালিত অগ্নি দেখিয়া তথায় উপস্থিত হই, মোগলেরা আর বনে প্রবেশ করিবে না, নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়া ছিল। আগুণ দেখিয়া ভাবিলাম কোন প্যাহাড়িয়া লোক কি সন্ন্যাসী ইহা জ্বালিয়াছে। এইরূপস্থানে মোগলেরা ছিল না মনে করিয়া আগুণের নিকট উপস্থিত হইয়া ছিলাম। তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, কিন্তু আর চলিবার শক্তি ছিল না সুতরাং আমার নিষ্কৃতির উপায় না করিয়া, "যাহা হয় হবে, যে কোন রূপে মরণ ঘটে ঘটিবে" এই ভাবিয়া আগুণের নিকট বসি; শরীরের অবসন্নতা হেতু সত্বরেই নিদ্রার আবির্ভাব হওয়ায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হই, পরে যাহা ঘটিল তোমরাই জান। তোমরা কে বল দেখি?

১ম, বন্দী। ধর্ম্মাবতার! হুজুর আমাকে জানেন, আমি সেই মীরমেহেদী।

আদিল সাহ। তুমিও এ অবস্থায়?

মীরমেহেদী। আমার বিবরণ শুনিলে হুজুর আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

আদিলসাহ। বল বল, তোমার বিবরণ কি?

মীরমেহেদী। আমি দিল্লীবাসী ছিলাম, তথাকার প্রসিদ্ধ বণিক্ মীর-আম্মনের কন্যা এ গোলামের সহিত সাদী করিতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু সাহজাদা মোরাদ তাহাকে বেগম করিতে চেষ্টিত হন। তাহার পিতা মাতা ও মোরাদের সহিত বিবাহ দিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক হন। এই অবস্থায় বণিক্ কন্যা আমার সহিত দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া আপনার রাজ্যে আইসে, আমিও তদবধি মোরাদের ভয়ে আপনাকে মীর মেহেদী বলিয়া পরিচয় দিয়া বাস করিতেছিলাম। হুজুরের অনুগ্রহে বিলক্ষণ ব্যবসা চলিতে ছিল। কিন্তু অল্প দিনেই বিপদে পড়িলাম। আমার গোমস্তা সরফরাজ খাঁ আমীনার সহচরী বেলাঅলীকে, সাংঘাতিক আঘাত করিয়া আমার যাহা কিছু মূল্যবান্ জহরাত্ ছিল, সমুদায় লইয়া পলায়ন করে। তাহাকে আরাম করিতে অনেক ব্যয় হয়, ব্যবসায়ও একরূপ অচল হইয়া পড়ে। তাহার পর তো আপনারই বিপদ্ উপস্থিত। আবার কিছু দিন পরে শুনিলাম যে, সাহজাদা মোরাদ আপনার রাজ্যে সুবাদার হইয়া আসিলেন। পরস্পর আগেই শুনিয়াছিলাম আমরা যে, আপনার রাজ্যে বাস করিতাম মোরাদ নাকি তাহা টের পাইয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় নগরে বাস করা আর উপযুক্ত জ্ঞান করিলাম না। ক্রমে মনে বড় ভয় হইতে লাগিল। ভাবিয়াছিলাম পলাইয়া বনে প্রবেশ

করি। কয়েক দিন বনে থাকিয়া সুযোগ পাইলেই অন্যত্র যাইব, কিন্তু মোগলেরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই যাতায়াত করিত বলিয়া বন পরিত্যাগ করিতে সাহসী হই নাই। ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া তিন জনেই বনে বাস করিতেছি। এমন সময় হুজুরের সহিত একত্রে ধরা পড়িলাম।

মহম্মদ আদিল। তুমিও মোরাদের ভয়ে ভীত? ভাল তোমার সঙ্গের এ দুইটীর পরিচয় দিলে না?

ইউসফ। গোলামের গোস্তাকী মাপ হইলে ইহাদের পরিচয় দিতে সাহস করি!

মহম্মদ আদিল। এখন আর ভয় কি? তোমার যাহা ইচ্ছা বলিতে পার।

ইউসফ্। হুজুর তথাপি সাহস হইতেছে না।

মহম্মদ আদিল। (ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গী করিয়া) আবার ঐ কথা?

ইউসফ্। এ আপনার সেই বাঁদী, সদাগর মীরআম্মনের কন্যা, অপরটী ইহার সহচরী বেলাঅলী। এই বেলাঅলীকেই আমার গোমস্তা সরফরাজ খাঁ অতিশয় জখম করিয়া আমার যথা সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে।

মহম্মদ আদিল। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—আমি সরফরাজখাঁকে বিলক্ষণ জানি; সেই আমার এ বিপদ ঘটনার মূল কারণ। তাহা দ্বারা তোমার ও আমার এক দশা ঘটিয়াছে।

ইউসফ্। সরফরাজখাঁ দ্বারা আপনার ও আমার একি! বড় চমৎকৃত হইলাম, ইহার গূঢ়তত্ত্ব জানাইয়া অধীনকে কি চরিতার্থ করিবেন?

মহম্মদ আদিল। অবশ্যই বলিব। সরফরাজ খাঁ নাকি এক জন প্রসিদ্ধ বদমায়েস, তাহার নামের ঠিক নাই। সে তাহার জন্মভূমি তুর্কিস্তান হইতে পিতা ও ভগিনীপতিকে বধ করিয়া দিল্লী নগরে আইসে। দুরাত্মা ছদ্মবেশে দিল্লী নগরীতে অবস্থিতি করিতেছিল, পরে কুস্তন্তুনীয়ার বাদসাহ প্রেরিত লোক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কি প্রকারে যেন পলায়ন করিয়া আমার রাজ্যে আসিয়া বাস করে। খোজা মোবারিকের পরিচয়ানুসারে আমি তাহার নাম সরফরাজখাঁ বলিয়া জানিতাম। একবার আমি তাহাকে কোন কার্য্য দিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু সে তাহা কি ভাবিয়া যেন স্বীকার করে নাই। কিছু দিন পরে সাজেহান সাহের এক খান পত্র আমার নিকট আইসে। তিনি আমীনখাঁকে (যে আমার নিকট সরফরাজখাঁ বলিয়া পরিচিত) তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। মোবারিক আমাকে নানারূপ মিনতি করায় ও আশ্রিতজনকে বিপদে পতিত করা অন্যায় বিবেচনায় নারকী সরফরাজখাঁকে তাঁহার নিকট পাঠাই নাই। বিশেষতঃ বাদসাহের পত্র খানা কিছু

রূঢ় ভাষায় লিখিত ছিল। ইহাতেই সে বাঁচিয়া গেল। আমি বাদসাহের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি।

ইউসফ্। কি বিপদ্! এক আমীন-খাঁ হইতেই আপনার এত সর্ব্বনাশ হইল! আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম, তখন আমীনখাঁর বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই। যদি জানিতাম তবে আর এরূপ বিপদ ঘটিতে পারিত না।

মহম্মদ আদিল। আমি এক্ষণে আর এক ভাবনা করিতেছি। আমরা পুরুষ, আমাদের ভাগ্যে যাহা ঘটে ঘটিবে, কিন্তু—এ স্ত্রীলোক দুইটীও যে আমাদের সহিত মারা পড়িল। ইহাদিগকে অন্য কোন গৃহস্থের বাটীতে রাখিয়া আসিলে ভাল হইত। সঙ্গে রাখিয়া আরও বিপদের কারণ হইয়াছে। বোধ হয় মোরাদ তোমাদের বিষয় বিশেষ কিছু জানিতে পারে নাই, তাহাতেই এত দিন অব্যাহতি। তোমাদিগকে আমার সহচর বলিয়া জানিয়াছে মাত্র। আর এই স্ত্রীলোক দুটী ফকিরের বেশ ধারণ করিয়াছে, সুতরাং স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইতেছে না ইহাতেই বাঁচিয়া আছে। নতুবা মোরাদের সমুদায় ক্রোধ ও আক্রোশের পাত্র একত্র জুটিয়াছে।

ইউসফ্। ভাবিয়া চায়া নাই, দেখা যাউক কি হয়।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে এক জন নিযুক্ত ভৃত্য বন্দীদিগকে আহার দিবার জন্য উপস্থিত হইলে বন্দীগণ নিস্তব্ধ হইল। তাহাদের এইরূপে কারাবাসে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে একদা রাত্রিতে ইউসফ্ মহম্মদ আদিলকে বলিল—" এরূপ কষ্টে থাকিলে আমরা আর অধিক দিন বাঁচিব না! এক্ষণে আমাদের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞাই নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

মহম্মদ আদিল। পরাধীন আছি, যাহা ইচ্ছা করুক, নিজের সাধ্যায়ত্ত কিছুই নাই। যতদিন এ অবস্থায় রাখিবে থাকিতে বাধ্য হইব।

ইউসফ্। প্রাণদণ্ড হইলেও ভাল, কিন্তু নির্জ্জনে কারাবাস ও এই কঠোর যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।

মহম্মদ আদিল। তবে তোমরা কি বল?

ইউসফ্। আমাদিগের সঙ্গে কতকগুলি মোহর ও মূল্যবান্ পাতর আছে, ইহা দ্বারা যদি কোন উপায়?

মহম্মদ আদিল। কি উপায়?

ইউসফ্। যে আমাদিগের খানা যোগায় তাহাকে আগে হাত করিতে চেষ্টা করি।

মহম্মদ আদিল। তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই কর। যদি তোমার সাহায্যে এখান হইতে কোন রূপে মুক্তি পাই তবে বাঁচিয়া থাকিলেও পুনরায় দিন ফিরিলে

তোমার ধার অবশ্যই পরিশোধ করিব।

পরদিন মধ্যাহ্নে যে ভৃত্য আহার যোগায় তাহাকে ইউসফ বলিল, মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন, আমাদের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা কখন প্রচারিত হইবে?

ভৃত্য। ভালরূপ কিছু জানি না। বাহিরের প্রহরীদিগের নিকট শুনিতে পাই, মোরাদ গুজরাটে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন ও আপনাদের বিষয়ে বাদসাহের নিকট কি একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তথা হইতে হুকুম না আসিলে কিছুই হইতেছে না।

ইউসফ্। মহাশয়! এক্ষণে প্রাণ গেলেই বাঁচি, আর কষ্ট সহ্য হয় না!

ভৃত্য। হাঁ! আপনাদের যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছে, কি করা—

ইউসফ্ বুঝিল, ভৃত্যের মনে একটু দয়ার ভাগ আছে; সে তখন ভৃত্যকে বলিল একটা কথা বলিতে চাই।

ভৃত্য। কি?

ইউসফ্। আপনি একটু অনুগ্রহ করিলেই আমরা চারি জনে প্রাণ লইয়া এখান হইতে বাহির হইতে পারি।

ভৃত্য। কি করিব, বাহিরে সর্ব্বদাই সিপাহী নিযুক্ত আছে।

ইউসফ্ দশটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিল, ভৃত্য আনন্দের সহিত বলিল—আচ্ছা চেষ্টা করিব। হইলেও হইতে পারে কিন্তু আরও কিছু খরচের কাজ। ইউসফ্ আরও পঞ্চদশ স্বর্ণমুদ্রা দিল। ভৃত্য বলিল অনেকগুলি প্রহরীকে হাত করিতে হইবে। বোধ হয় তাহারা আর চাকরী করিতে পারিবে না। তোমরা গেলে তাহাদিগকেও এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ কথা বার্ত্তা হইলে পর পুনঃ ভৃত্য ইউসফ্‌কে বলিল আর কিছু ব্যয় করিতে পারিলে এই রাত্রিতেই কারাগৃহ হইতে পলাইবার সুবিধা হইতে পারে। ইউসফ্ তৎক্ষণাৎ আরও দশটী স্বর্ণমুদ্রা দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্য চলিয়া গিয়া পুনরায় আসিল। সে বলিল, এই রাত্রে ঠিক দুই প্রহরের পর অনায়াসে গোপনে বাহির হইয়া যে স্থানে ইচ্ছা যাইতে পারিবেন ইহা গোপনে ঠিক্ হইয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায়।

বিষম শীতকাল উপস্থিত। চতুর্দ্দিক্ কুজ্ঝটিকাময়। দিবাভাগে সূর্য্যদেব দৃশ্যমান হইয়া থাকেন বটে কিন্তু তাঁহার আর খরতর কিরণচ্ছটা নাই। কমলিনী দিনমণির হীনদশা দেখিয়া মলিনা হইয়াছে। বোধ হয় সর্ব্ব-

নিয়ন্তা বস্তু মাত্রেরই গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য তাহার বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সময় বিশেষে প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ঋতু জগন্মণ্ডলকে উত্তপ্ত করিতেছিল। সুস্নিগ্ধ মলয়মারুত, শীতল বারি, শীতল শয্যাই সুখদ বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু শীতের প্রভাবে ঐ সমস্ত যৎপরোনাস্তি অপ্রতিকর হইয়া উঠিল। ঐ সমুদায়ের আর আদর নাই। ঊর্ণবস্ত্র, অগ্নির তাপ এবং তেজস্কর খাদ্যই প্রিয় হইয়া উঠিল। গ্রীষ্মগৌরব অন্তর্হিত হওয়াতেই স্বঋতু-সেবনীয় পদার্থনিচয় অপ্রীতিকর হইয়াছে। কোকিল,, পাপিয়া প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ নিদাঘনিশীথে সময় সময় যে অমৃতময় স্বরে বিরহব্যাকুল অন্তঃকরণকে অস্থির করিয়া তুলিত, ভাবুকের ভাবকূপে অধিক চিন্তা তরঙ্গ বিস্তার করিত, প্রবাসীকে স্বদেশের নৈশগগণের শোভা মনে করিয়া দিত, সেই কোকিল ও পাপিয়া একবারে দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়াছে। গ্রীষ্ম ঋতুতে যে পূর্ণশশী উজ্জ্বল তারকারাজি সহ সুনীল আকাশে ভাসমান থাকিয়া সুশীতল কর স্পর্শে জগতের আতপতাপিত জীব সমূহকে স্নিগ্ধ করতঃ সুধার্ণবে নিমগ্ন করিতেন, এখনও সেই পূর্ণশশী নির্দ্ধারিত তিথিতে গগণমণ্ডলে উদিত হন বটে, কিন্তু মলিন নৈশগগণ ও কুজ্ঝাসা আর সেই মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখাইতে দেয় না। তাঁহার সেই লোচনানন্দকর ভাব ও সেই সৌন্দর্য্য আর জীবনয়নোপরি নিপতিত হয় না। দীনাবস্থা অনুসঙ্গী এবং প্রিয়জনকেও দূর করিয়া দেয়। নরপতিগণ যে অবস্থায় সকলের পূজিত হন, তাহার বৈপরীত্য ঘটিলে তাঁহার সাধারণ ভৃত্য দ্বারাও অপমানিত হইয়া থাকেন। এই প্রসিদ্ধ নিয়মানুসারেই শশধরের প্রিয় সহচর নক্ষত্রগণ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে গ্রীষ্ম কি শরৎ ঋতুর ন্যায় তাঁহার সহিত দলবদ্ধ হইয়া শোভা বর্দ্ধন করিতেছে না। তাঁহার যে সুধাময় কিরণলোভে উন্মত্ত হইয়া চকোর নিকর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিত, তাহারাও অবস্থার বৈপরীত্যে আর তাঁহার দিকে ধাবমান্ হইতে চাহে না। এই শশী পূর্ব্বেও ছিলেন, শীতকালেও শশীই আছেন। অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহার শ্রীও আদরের হ্রাস হইয়াছে।

যূথিকা, জাতি, মল্লিকা, মালতী, বেল ও রজনীগন্ধা প্রভৃতি সুরভিযুক্ত কুসুম সকল বিকশিত হইয়া মধু-লোলুপকে আর ব্যাকুল করে না। প্রাকৃতিক নিয়মই জগতের প্রয়োজন পরিপূর্ণ করে। কেবল বাহ্যিক আরাম সুখের জন্য নরকুলের ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী সকল সৃষ্ট হয় নাই। গ্রীষ্মে সৌগন্ধ সেবন আবশ্যক ছিল বলিয়াই কিছু দিন অনবরত যূথিকা প্রভৃতি পুষ্প সকল

বিকশিত হইয়া মানবদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিয়াছে। শীত ঋতুতে সৌগন্ধের আবশ্যক না থাকাতেই সৌরভময় পুষ্প নিচয় আর বিকশিত হয় না। কমলা, বদরী এবং অলাবু প্রভৃতি শীতল-রসযুক্ত শীত-ঋতুর প্রধান খাদ্য ফল সকল ভূরি পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া ভোক্তাগণের রসনার তৃপ্তি জন্মাইতেছে। উহাতেও প্রাকৃতিক নিয়মের অত্যাশ্চর্য্য মহিমা বিরাজ করিতেছে। শীতকাল স্বভাবতঃই শীতল তবে আবার শীতল দ্রব্য ভোজনের প্রয়োজন কি? বাস্তবিক শৈত্যের প্রয়োজন আছে কিনা আমরা তাহা বলিতে পারি না, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, শীতের কঠোর তাড়নে অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষে শরীরস্থ আবশ্যকীয় রসের লাঘব হয়, সেই ক্ষতিপূরণের জন্যই বোধ হয় কমলালেবু প্রভৃতি সরস ফল নিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বটে, কিন্তু জলধর ধারাবিহীন। রত্রিকালে গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইলেই হস্তপদ দুঃসহ শীতে তৎক্ষণাৎ অবশ হইয়া পড়ে। এই শীতকালে আবার আজি উত্তর দিক্ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বায়ু বহিয়া হিমের প্রভাব বৃদ্ধি করিতেছে। রাত্রি দুই প্রহর অতীত। অন্ধকার কি জ্যোৎস্না কিছুই অনুভব করা যায় না। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় হিম কণা ব্যতীত আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। এমন সময়ে যমুনা তটে একটী রমণী একাকিনী রোদন করিতেছে। দূর হইতে কয়েক জন লোক ঐ রোরুদ্যমানা রমণীর দিকে আসিতেছে। তাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে দ্রুতবেগে জলযান চালনা জনিত জল কোলাহলের ন্যায় শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ রমণীর নিকট এক বৃহৎনৌকা আসিয়া উপস্থিত হইল। নৌকাখানি উজান দিকে চালিত হইতেছিল। এত রাত্রিতে যমুনার উজানমুখে নৌকা চলিতেছে দেখিয়া, রমণী কিছু বিস্মিত ও রোদনে বিরত হইল। মাল্লারা তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে?" রমণী শুনিয়া পুনরায় রোদন করিতে লাগিল। কোন উত্তর দিতে সমর্থা হইল না। বারংবার জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রীলোকটী বলিল, নদীতটে একাকিনী থাকিতে ভয় হইতেছে, আমাকে এক গ্রামে লইয়া চল, পরে পরিচয় দিব। মাল্লারা রমণীর দুরবস্থা'য় দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে আপন নৌকায় তুলিয়া লইল। নৌকা খানি রাত্রিতেই দিল্লী নগরের এক ঘাটে উপস্থিত হইল। উহাতে বিস্তর ঘৃত ও ময়দা ছিল। এই সময়ে সাজেহান বাদসাহের সহিত তাঁহার পুত্রেরা বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন। দিল্লীতে শীঘ্রই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, এই কারণ সেনাদিগের আহার্য্য সামগ্রী

সকল সংগৃহীত হইতেছে। প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীগণ সকলেই সাজেহানের সাহায্যার্থ তাঁহার সেনাগণের খাদ্যোপযোগী দ্রব্যাদি নানা দিগ্দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে। কেহ কেহ রসদ যোগাইবার জন্য বাদসাহের সরকার হইতে অগ্রিমমুদ্রা লইতেছে। যে নৌকাখানি ঘাটে আসিয়া পঁহুছিল তাহা বিখ্যাত বণিক্ মীরআম্মনের নৌকা। নৌকায় যে ব্যক্তি কর্ত্তা স্বরূপ ছিল সে মীর আম্মনের জনৈক গোমস্তা। পূর্ব্বোক্ত অনাথা রমণী মীর আম্মনের বাটীতে দাসীরূপে রক্ষিতা হইল। সকলে জানিত, রমণী স্বামীসহ দিল্লী আসিবার সময়ে হঠাৎ তাহাদের নৌকা জলমগ্ন হয়, ভাগ্যক্রমে সে সন্তরণ দ্বারা প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। তাহার স্বামী ও নৌকাস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ জলস্রোতে যে কে কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। নৌকা রাত্রিকালে ভাটি মুখে চলিতে ছিল, অপর নৌকার প্রতিঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে। সকলেই স্ত্রীলোকটীর নাম "আশ্মানী" বলিয়া জানিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

দিল্লীতে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। সাজেহানের সিংহাসন ও ছত্র টলমল করিতেছে। তিনি রোগশয্যায় শয়িত। তাঁহার পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে কখন্ কে সম্রাট্ হন, কিছুরই স্থিরতা নাই। তাঁহারা নিশ্চয় ভাবিয়াছেন এ যাত্রায় তিনি আর মৃত্যুহস্ত হইতে নিস্তার পাইবেন না। তিনি সাহজাদা মোরাদকে ভাবী উত্তরাধিকারী করিয়া যাইবেন, এইরূপ সংকল্প পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। দারাও পিতার রোগশয্যার নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। সুতরাং এইক্ষণ তিনি দারার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এক দিবস মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করতঃ স্থির করিলেন, অপর তিন পুত্রকে সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা যাউক। এই পরামর্শানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু সাজেহানের পুত্রত্রয় দারাকে প্রাধান্য প্রদান করিতে একান্ত অনিচ্ছুক হইলেন। সাহজাদা সুজা ও মোরাদ স্বস্ব সৈন্য লইয়া দিল্লীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দারার সহিত যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় এমন সময় সাজেহান আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু পুত্রগণের পরস্পর বিদ্বেষ ভাবের নিবৃত্তি হইল না। সুজা

ও দারা পরস্পর যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বারাণসীর নিকট এই যুদ্ধ হয়। সুজা পরাজিত হইয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং পুনরায় সুবাদারের কার্য্য করিতে লাগিলেন। আরাঞ্জিব সাংসারিক ধন ও পদমর্য্যাদার লোভ সংবরণ করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ করিলেন। সকলেই জানিল পুত্র-চতুষ্টয়ের মধ্যে আরাঞ্জিব সাম্রাজ্যের লোভ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এদিকে দারা, অপর এক যুদ্ধে মোরাদকে পরাজয় করিলেন। মোরাদ গুজরাটে চলিয়া গেলেন। সাজেহান পূর্ব্ববৎ সাম্রাজ্যের শাসন করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু নিরুদ্বেগে থাকিতে পারিলেন না। চতুর্দ্দিকেই আশঙ্কা ও বিপদ দেখিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারিগণ, তাঁহার ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া স্ব স্ব কার্য্যে শিথিলপ্রযত্ন হইল। সকলেই আপন আপন ভাবী-উন্নতি ও সুখের জন্য ব্যস্ত হইয়া কখন সুজার, কখন দারার, কখন বা মোরাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল। এদিকে দস্যুবৃত্তি, চৌর্য্য প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়ার এতদূর প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল যে, দিবসেই গৃহীগণের সর্ব্বস্বান্ত হইতে লাগিল। মন্ত্রীগণের ঈদৃশ আচরণে সাজেহান অচিরেই ঘোর বিপদে পতিত হইলেন। তিনি কাহাকে বিশ্বাস এবং কাহাকে অবিশ্বাস করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। ঐশ্বর্য্য-শালী ব্যক্তিরা সামান্য বিপদ ও অপমানকে সাতিশয় গুরুতর বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন। একজন চর্ম্মকার, একজন ভারবাহী ভৃত্যকে পদাঘাত করিলে সে তত অপমান বোধ করেনা, কিন্তু একজন ভূস্বামী তাঁহার সমকক্ষ অপর এক ভূ-স্বামীকে কিঞ্চিৎ অপমান-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেই গুরুতর অপমান বোধ করিয়া থাকেন। সামান্য বেতনের একটী ভৃত্য কর্ম্মচ্যুত হইলে একমাত্র উপজীবিকায় নিরাশ হইয়া তত ব্যথিত হয় না, কিন্তু একজন ভূস্বামী, তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তির একটু ক্ষুদ্রাংশ কোন প্রকারে অন্যের হস্তগত হইলে সম্পত্তি-হ্রাস জনিত চিন্তা ও দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া পড়েন। দিল্লীশ্বর উপস্থিত বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সংসারকে বিভীষিকাময় দেখিতে লাগিলেন। সম্পদে যাহা সুখ, বিপদে তাহা দুঃখরূপে পরিণত হয়। গজ, অট্টালিকা সম্পদেই সুখের উদ্রেক ও সাহায্য করিয়া থাকে। বিপদে উহা যন্ত্রণা ও তাহার সাহায্যকারী বলিয়া বোধ হয়। সম্পদ ও সৌভাগ্য বল পরস্পর অতি নিকটসম্বন্ধে সংবদ্ধ। বিপদ্ ও শ্রীহীনতার ও ঐরূপ সম্বন্ধ। সম্পদে ধন, জন সকলই চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত থাকে। আবার বিপদে ধননাশ, সহায়াভাব প্রভৃতি শ্রীহীনতার আবশ্যকীয় বিষয় সকল সহসা উপস্থিত হয়। সুদিনে যে অট্টালিকা প্রাসাদভূমি সুশোভিত করে, যে গজরাজীর

বৃংহিতনাদে ঐশ্বর্য্যের গরিমা প্রতিধ্বনিত হয়, যে তুরঙ্গ নিচয়ের হ্রেষারবে আঢ্যতার জয়ধ্বনি করিয়া থাকে, কুদিনে ঐ সুরমা ও গজবাজী গলগ্রহ হইয়া উঠে, সৌভাগ্য অন্তর্হিত হইলে ধনরাশি ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। তখন প্রাসাদের জীর্ণসংস্কার, অশ্ব ও মাতঙ্গের আহার প্রদান কষ্টকর হইয়া উঠে। ধন জন অভাবে অট্টালিকায় বিহার এবং হস্ত্যশ্ব প্রভৃতি বাহনে পরিভ্রমণ নিতান্ত উপহাসাস্পদ বলিয়া বিবেচিত হয়। পর্ণশালায় দরিদ্রের বাস ও ও পদব্রজে ভ্রমণ যেরূপ উপযুক্ত ও যুক্তিসিদ্ধ, হীনাবস্থায় রমণীয় সুদৃশ্য মন্দিরের প্রভু হইয়া থাকা ও গজাশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পরিভ্রমণ করাও তেমনি অযৌক্তিক ও বিড়ম্বনাত্মক। জগতে এরূপ অবস্থায় সাজেহান সাহ যে, উপস্থিত বিপদের বিষয় চিন্তা করিয়া জড়বুদ্ধি ও হীনবল হইয়া পড়িবেন ইহা অণুমাত্রও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য সাজেহান সাহের সময় যেরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, বোধ হয় এরূপ আর কখনও হয় নাই বা হইবে না। মহাত্মা আকবর সাহ অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছিলেন, সুশাসনে শান্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার পৌত্র পূর্ব্ব সঞ্চিত বিষয় দ্বারা ভারতের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই সমৃদ্ধিই মুসলমানাধিকৃত ভারতের বোধ হয় শেষ সমৃদ্ধি। অত্যুন্নতি পতনের প্রাক্ চিহ্ন। সাজেহানের সময়েই শিবজি দ্বারা মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। জাঠ ও শিখ জাতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক নিঃশব্দ। চারিজন পথিক বিজয়পুর হইতে দিল্লী যাইবার পথে পশ্চিমোত্তরাভিমুখে চলিতেছে। পথিক চতুষ্টয় সাতিশয় ক্লান্ত। প্রতিপদবিক্ষেপ তাহাদিগের পরিশ্রান্ত শরীরও সচকিত চিত্তের জাজ্বল্যমান পরিচয় প্রদান করিতেছে। এ অবস্থাতেও তাহারা সহিষ্ণুতার সহিত অনবরত চলিতেছে। যাইতে যাইতে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ মূলে উপনীত হইল। এমন সময়ে হঠাৎ দক্ষিণ দিক্ হইতে সবেগে পরিচালিত অশ্বপদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। পান্থদিগের হৃদয়ে যেন অশনি

পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে দুই জন অশ্বারোহী পান্থচতুষ্টয়ের গতি রোধ করিল। অশ্বারোহী পুরুষদ্বয় ভয়ানক রূপে আক্রমণ করিলে প্রাণের দায়ে দুই জন পান্থ সাধ্যানুসারে বাধা দিতে ত্রুটি করিল না। এইরূপ ঘটনা কালে আবার চারিজন অশ্বারোহী ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। তখন পথিকেরা মৃত্যু নিকটে জানিয়া বল প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হইল এবং আরাধ্য প্রভুকে স্মরণ করিতে লাগিল। বিপন্ন হইয়া তাঁহার আশ্রয় চাহিতে লাগিল। পশ্চাদ্‌গত চারি জন অশ্বারোহীর মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিল ;—"স্বামিন্! ভয় নাই।" আপনিও আপনার সঙ্গীরা এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেই আমি কৃতঘ্ন মোবারিক ও সরফরাজকে যমালয়ে পাঠাইতে পারি। পান্থগণের মধ্যে একজন পূর্ব্বপরিচিত স্বর শুনিয়া নিরতিশয় আশ্বস্ত হইল এবং সঙ্গীত্রয় সহ এক দিকে সরিয়া দাঁড়াইল। তখন পশ্চাদাগত অশ্বারোহীগণ পূর্ব্বাগত অশ্বারোহীদ্বয়কে ঘোরতররূপে আক্রমণ করিল। ক্ষণকাল উভয়-পক্ষ অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া শেষ প্রথমাগত অশ্বারোহীদ্বয় মুমূর্ষ অবস্থায় ভূতলশায়ী হইল। অরিপক্ষ হইতে জনৈক অশ্বারোহী তাহাদিগের শরীরের উপর দিয়া বারংবার অশ্ব-চালনা করিয়া যন্ত্রণা দিতে দিতেও তর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল,—"বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু এইরূপেই হয়" ভূতলশায়ী ব্যক্তিদিগের কণ্ঠ হইতে মৃত্যুযন্ত্রণা ঘটিত হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ বহির্গত হইতে হইতে তাহাদের চরম শ্বাস শেষ হইয়া গেল। তখন একজন অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পান্থগণের নিকট নতজানু হইয়া এবং একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল ;—"স্বামিন্! জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দেই।" অধীন আজি প্রভুহীন হইত, ভাগ্যবশে তাহা ঘটিল না।

জনৈক পান্থ। একে দেখি আমার জীবন সুহৃদ বিলোল? একি ব্যাপার! কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আমরা চারিজন বন্দী হইয়াছিলাম, অনেক কষ্টে ও উদ্‌যোগে পলায়ন করিয়া সাজেহানসমীপে গমন করিবার মানসে এই গাঢ় রজনীতে চলিতেছিলাম, হঠাৎ একি ঘটিল? তুমি মোবারিক কাহাকে বলিলে, সে কেমন করিয়া এখানে আসিল? তুমিই বা এঘটনা কেমনে জানিলে? এ—কি কাণ্ড!

বিলোল। ধর্ম্মাবতার! হুজুর যে, বিজয়-পুরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং কোন ক্রমে তথা হইতে পলায়ন করিয়া অসিয়াছেন, আমরা তাহা জানি। আপনি সঙ্গীত্রয় সহ বিজয়পুর হইতে পলায়ন করিলে আরাঞ্জিব এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, "যে ব্যক্তি শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক আপনার মুণ্ড তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে পারিবে তাহাকে তিনি বিজয়পুরের চতুর্থাংশ রাজ্য জায়গীর,"

স্বরূপ প্রদান করিবেন।” পাষণ্ড মোবারিক ও তদীয় প্রিয়বন্ধু দুরাত্মা সরফরাজ খাঁ উভয়ে আপনার অনুসন্ধানে সশস্ত্রে ফিরিতেছিল। আপনার রাজ্যাবসানে তাহাদিগের কর্ত্তৃত্ব ঐশ্বর্য্যের ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। তাহারা উপস্থিত সুযোগে আরাঙ্গজিবের প্রসন্নতা লাভ করিয়া সম্পত্তি ও সম্মানের চরমসীমা প্রাপ্তি আশয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া আপনার এই বিপদ্ উপস্থিত করিয়াছিল। আমিও হুজুরের সহিত যোগ দিবার জন্য অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলাম। উহারা বহুচেষ্টায় তত্ত্ব পাইয়া আপনার পশ্চদ্ধাবিত হইয়াছিল। আমার অধীনস্থ অনেকগুলি বিশ্বস্ত সৈন্য অনেকস্থানে প্রেরণ করিয়াছি। তাহাদের এক জনের নিকট আপনার ও দুরাত্মা মোবারিকের তত্ত্ব পাইয়াছি। মোবারিক ও তাহার বান্ধব সরফরাজের সমস্ত পরামর্শ জানিতে পারিয়া অদ্য এই তিন জন বিশ্বাসী অশ্বারোহীসহ আপনার সাহায্যার্থ আসিয়াছি। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় যে, সফল মনোরথ হইয়াছি, ইহাতে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ।

আদিলসাহ। বিলোল! তোমার প্রভু-ভক্তিকে ধন্যবাদ।

বিলোল। জগদীশ্বর আপনাকে বাঁচাইয়াছেন। আমি সাধারণ লোকবই নই। আপনাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কি আমার সাধ্য আছে?

আদিলসাহ। আজি জানিলাম আমার এই হীনাবস্থায় আর কেহই সহায় নাই। কেবল তুমিই আমার জীবন রক্ষার এক প্রধান হেতু। যাহা হউক যদি কখনও প্রত্যুপকার করিবার শক্তি হয়, তবে তোমাকে বিশেষ পারিতোষিক প্রদান করিব।

বিলোল। আমি বহুকষ্টে প্রায় চারি পাঁচ শত সৈনা সংগ্রহ করিয়াছি, সুবিধা পাইলেই মোগলসেনাদিগকে দূর করিব। এক্ষণে নানারূপ অসুবিধায় সফল-মনোরথ হইতে পারিতেছি না।

আদিলসাহ। সৈনা সকল কোথায় রাখিতেছ? আর যে মোগলেরা তাড়িত হইবে ইহা আমার নিকট আকাশ কুসুমের ন্যায় বোধ হয়। বোধ হয় বিজয়পুর চিরকালের জন্য মোগল রাজ্যের অন্তর্ভূত থাকিবে।

বিলোল। দেখা যাউক কপালে কি ঘটে। আমার প্রাণ থাকিতে আপনার রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। উপযুক্ত পরিমাণ সৈনা সংগ্রহ হইলে এবং সুযোগ পাইলেই আপনার রাজ্য উদ্ধারের জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করিব। কিছুদিন প্রতীক্ষা করিতেই হইবে। যাহা হউক আপনাকে সংপ্রতি বিশেষ সাবধানে রাখিতে হইবে। আপনাকে হারাইলেই আমার এ পরিশ্রম ও যত্ন সমুদায়ই বিফল হইবে। আপনি এ গোলামের

নিষেধ না মানিয়া একাকী সৈন্যসংগ্রহ ও সাহায্য পাইবার জন্য অহম্মদ নগর যাইতে আরম্ভ করিয়া কি বিপদেই পড়িয়াছিলেন! হায়! আপনাকে হারাইলে আমার কি দুর্দ্দশাই ঘটিত! এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি অর্ব্বলী পর্ব্বতের পার্শ্বে কোন এক বনে কিছু দিন গোপনীয় ভাবে থাকুন। কয়েক জন শরীর-রক্ষক সৈন্য মাত্র আপনার নিকট থাকিবে। আমি উপযুক্ত সময় পাইলেই মোগল দিগকে আক্রমণ করিব ও তত্ত্ব দিয়া আপনাকে এই রাজ্যে পুনরায় আনাইব। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

আদিলসাহ। আমি তোমার কার্য্যে বিলম্ব দেখিয়া হতাশ হইয়াছিলাম এবং এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, কায়ক্লেশে সাজেহান সাহের নিকট গিয়া আপন দোষ স্বীকার করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করি। বোধ হয়, তাঁহার অধীনতা-স্বীকার করিলে আমাকে রাজ্য হইতে একেবারে বঞ্চিত করিবেন না। আমি কারাগার হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইয়া দিল্লী যাইবার মানসে যাত্রা করিয়াছিলাম। জানি না মোবারিক কি প্রকারে সন্ধান পাইয়া আমাকে বধ করিতে আসিয়াছিল। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আমার প্রাণরক্ষা হইল।

বিলোল। আপনি আস্তনীর ভিতর সাপ পুষিতেছিলেন এই অকৃতজ্ঞ মোবারিক হইতেই শিবজির সহিত বিবাদের সূত্র পাত। সেই আমীন খাঁকে আশ্রয় দিয়া বাদসাহের সহিত মনোবাদ ঘটায়। সে আপনাকে এতই বাধ্য করিয়াছিল যে, আপনি প্রত্যেক বিষয় তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই করিতেন না। ভাগ্যে যাহা ছিল ঘটিয়াছে। এখন চলুন আমার শিবিরে যাই। পথে আর থাকা উচিত নয়। দিল্লীতে এখন যাইবার আবশ্যক নাই। অধীনের আর এক নিবেদন,—আপনার সঙ্গে অপর তিনটী কে? এবং কি জন্যই বা ইহাঁরা কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন?

আদিলসাহ। আচ্ছা এখন চল। তোমার সৈন্যেরা যেখানে আছে সেইখানেই যাই। ইহাদের বিবরণ পরে বলিব। ইহারাও সঙ্গে যাইবে।

এই বলিয়া মহম্মদ আদিল বিলোলের অশ্বে আরোহণ করতঃ অগ্রে এবং অন্যান্য সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পদব্রজে পার্শ্বস্থ বনাভিমুখে গমন করিল। সেই রাত্রিতে মহম্মদ আদিলের কিঞ্চিন্মাত্র নিদ্রা হইল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন হায়! কি কুক্ষণে মোবারিকের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম! আমার পিতা তাহাকে কি কুক্ষণেই ক্রয় করিয়াছিলেন! আমি উহার পরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্ব-পুরুষদিগের চিরোপার্জ্জিত রাজ্য ও বিভব হারাইলাম! কেনই বা সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিবজির পিতাকে অর্দ্ধমুক্তি প্রদান

করিয়া সম্রাটের নিকট সম্পূর্ণ মুক্তির ভাণ করিলাম! কেনইবা দুরাত্মা আমীরখাঁকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিলাম না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে সম্রাটের মনোভঙ্গ করিয়া এখন কি বিপদেই পড়িয়াছি! মোবারিক যে হলাহল পূর্ণ-হৃদয়ে, মৌখিক মধুরবাক্যে আমাকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম! হয়ত আমি পাপিষ্ঠ খোজার কথায় আরও কত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু ঐ সকল বিষময় কার্য্যের সাক্ষাৎ ফল তৎকালে প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া খোজার খলতা অনুভব করিতে পারি নাই। উঃ! পামর একবারে ধর্ম্ম বিমুখ! আমার অন্নে তাহার দেহ গঠিত, আমার অনুগ্রহে তাহার সুখ ও সম্পত্তি? আমি তাহাকে একান্ত বিশ্বাস করিতাম। আমার সেই বিশ্বাস, অনুগ্রহ ও সরলতার কি অবশেষে এইরূপ পরিশোধ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল? আমার প্রাণ নাশ করিলে তাহার কি লাভ হইত? সে নিজে খোজা, তাহার জীবনে কিছুই সারছিল না। তথাপি সে আমার প্রসাদে বিলক্ষণ সুখ সচ্ছন্দতা ভোগ করিতেছিল। তাহাই তাহার পক্ষে প্রচুর বলিতে হইবে। এ অবস্থাতে ও অপরিতৃপ্ত হইয়া অবশেষে আমার জীবননাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিজয়পুরের চতুর্থাংশ লাভের জন্য লোলুপ হইয়া ছিল! এজগতে সে প্রকৃতপক্ষে আত্মীয় শূন্য, পুত্র কলত্র বিহীন, দুর দৃষ্টক্রমে তাহাদের আশাও করিতে পারিত না। ইহাতেও তাহার ধন লিপ্সার হ্রাস হয় নাই? নরাধমের কুটিলতার প্রতিফল দিতে সক্ষম হই নাই বলিয়াই সে এবং বিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিল। সংসার থাকুক বা না থাকুক, জগতে কেহ আত্মীয় হউক বা না হউক কুটিল বৃত্তির পরিচালনাই তাহার জীবনের মুখ্যোদ্দেশ্য ছিল। সে আমাকে তাহার কূট বুদ্ধিজালে জড়িত করিয়া তাহার স্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছিল। আরাঞ্জিবের নিকট সে, বিজয়পুরের কিয়দংশ যে নিশ্চয়ই পাইত তাহারই বা কি ভরসা ছিল? ইহার পর আরাঞ্জিবের প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইতে কতক্ষণ লাগিত? হায়! মূঢ় তথাপি অনিশ্চিত সুখ সমৃদ্ধি লাভাশয়ে আমার প্রাণনাশ করিতে আসিয়াছিল! এই কি তাহার ধর্ম্মোচিত কার্য্য? আমি এই অবধি শিক্ষা পাইলাম। যদি বাঁচিয়া থাকি তবে ইতর ব্যক্তির কথায় কখনও কর্ণপাত করিব না। সাধারণ ভৃত্যের উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাহাদের চাটুবাক্যে মুগ্ধ হওয়া যেরূপ গর্হিত ব্যাপার এতদিনে তাহা বুঝিতে পারিলাম। প্রাণ থাকিতে আর ভুলিব না। আজি আমার পুনর্জ্জন্ম হইল। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে রজনী যেন মহম্মদ আদিল

সাহের গাঢ় চিন্তামগ্ন হৃদয়কে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিবার জন্য জগন্মণ্ডলীর মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইল। আদিল সাহের অকালমৃত্যু ঘটিতেছিল মনে করিয়া এবং মৃত্যুমুখে পতিত তদীয় জীবনের মোক্ষণ দেখিয়া প্রকৃতি দেবী যেন শোক ও আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জনচ্ছলে বিন্দু বিন্দু শিশির পাত করিতে লাগিলেন। দিবাকরের সুবর্ণময় কর ধীরে ধীরে জীবনিচয়ের নেত্রাবরণ মুক্ত করিতে করিতে বলিল,—"দীর্ঘ নিশায় ঘোর সুষুপ্তিতেও তৃপ্ত না হইয়া কি প্রভাত পর্য্যন্ত নিদ্রিত রহিবে?" তরুলতার প্রত্যেক পত্র, প্রত্যেক পল্লব, প্রত্যেক শাখা অন্ধকাররূপ রোগ মুক্ত হইয়া স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। বিহঙ্গমগণ সুমধুর স্বরে চতুর্দ্দিকে উষার আগমন সংবাদ ঘোষণা করিতে লাগিল। ঈষৎ রক্তিম কিরণচ্ছটা সহযোগে প্রত্যেক স্থান তপ্তকাঞ্চন মণ্ডিত হইয়া বিধাতা স্বর্ণকারের বিশ্বরচনার শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। জগত জাগরিত হইয়া যেন পুনরায় নব-জীবন ধারণ করিয়া জীবচক্ষুর উপর ভাসিতে লাগিল।

ঊনবিংশ অধ্যায়

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। মনুষ্যমাত্রই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। কেবল তস্কর, দস্যু, হত্যাকারী, ব্যভিচারিণী ও আর আর দুই এক জন লোক জাগ্রত্ আছে। তস্কর ভাবিতেছে, এত পরিশ্রম করিয়া একটী মাত্র মুদ্রা পাইলাম? আর একজন বলিতেছে বেটা বড় সাবধান লোক যেই একটু সাড়া পাইয়াছে অমনি গোল করিয়া উঠিয়াছে। ভাগ্যে ধরা পড়ি নাই। আর একজন বলিল, রাত্রি প্রায় শেষ হইল কোন মতেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। হত্যাকারী ভাবিতেছে, উঃ! কি করিলাম! আমাকে তো পাপের ফল ভোগ করিতেই হইবে! আমি নিশ্চয়ই অপর কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইব। সে সময় সময় হত ব্যক্তির বিকটাকার মূর্ত্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতেছে। মূর্ত্তি এমনই বিকট যে, যখনই তাহা মনে হইতেছে তখনই আতঙ্কে কম্পিত ও জ্ঞানশূন্য হইতেছে। কখন দেখিতেছে, মৃত আত্মা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া তাহার উপর নানারূপ অত্যাচার করিতেছে। সে, সেই শোণিত ক্ষরণ, সেই পতিত মুণ্ড সেই ক্ষতশরীর আপন হৃদয় ক্ষেত্রে অঙ্কিত দেখিতেছে। রাজনীতি-কুশল

মন্ত্রী পুরুষ কি উপায়ে স্বীয় প্রভুকে করতলস্থ করিবেন, রাজ্যের অন্যান্য কর্ম্মচারীর উপর কিরূপে আধিপত্য বিস্তার করিবেন, কিরূপে আপন অনুগত লোক সকল প্রাধান্য লাভ করে ও উহার উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হইয়া উপকারকের হিত সাধনে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকে, তিনি সেই চিন্তা করিতেছেন। তিনি অগাধ বুদ্ধিমান সুতরাং জগতে তিনি যে একজন অসাধারণ ধূর্ত্তলোক তাহা তিনি বুঝেন। মিথ্যা কথা, মিথ্যা ব্যবহার তাঁহার অভ্যস্ত, তিনি যে ব্যক্তিকে শত্রুসম জ্ঞান করেন, তাহার পতনোপযোগী বিষয় সকল সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই বলিয়াই তাহাকে দেখিবামাত্র ভাল বাসা প্রকাশ করেন এবং হাস্যমুখে মিষ্ট সম্ভাষণ করেন। অর্থাৎ যাহাকে প্রকৃত পক্ষে ভাল বাসেন না, তাহাকে ভাল বাসা জানাইতে চান। একজন দুঃখীভদ্র সন্তান উপজীবিকার প্রার্থী, সে প্রত্যহ চাকরীর জন্য যোড় হস্তে 'প্রভু' সম্বোধন করে; তাহাকে কোনরূপে ভাল কার্য্যে নিয়োগ করিবার ইচ্ছা নাই, তথাপি মুখে বলিতেছেন, "দেখ্ছি তোমার জন্য খুব চেষ্টায় আছি" তিনি এক জনের হিত সাধনার্থ অপর জনের সর্ব্বনাশ ঘটান। তিল ভাঙ্গিয়া তাল, ও তাল ভাঙ্গিয়া তিল গড়িতে চান। তথাপি পরকাল ও পাপপুণ্যের পার্থক্য ভাবিতেছেন না, ব্যভিচারিণী একবারে আত্ম বিস্মৃতা। পৃথিবীকে সুখময় দুগ্ধ ফেণনিভ কোমল-শয্যা বোধ করিতেছে। আবার মুহূর্ত্ত পরেই ভাবিতেছে তাহার জীবন কি অসার! সে এত কলঙ্কিনী যে, তাহার পিতা মাতা তাহাকে আত্মজা বলিতে লজ্জা বোধ করেন, ভ্রাতা ভগিনী তাহাকে ভগিনী সম্বোধন করিতে কুণ্ঠিত হন। সমাজ তাহাকে কোন ক্রমেই গ্রহণ করিতে চায় না। যদি ঘটনাক্রমে তাহার সন্তান জন্মে, তবে সে তাহাকে 'মা' বলিতে ঘৃণা করিবে। নীচ যাতীয় কর্ম্মকার পত্নীও তাহাকে অস্পৃশ্যা জ্ঞান করিয়া থাকে এবং তাহার সহবাসকে কালবিষধরীর ন্যায় জ্ঞান করে। তাহার চক্ষুর সম্মুখে কুষ্ঠ ক্ষত রোগ, বাত প্রভৃতি পীড়া মূর্ত্তিমান দণ্ডায়মান, এইরূপে চিন্তা পীড়িত দেহ তাহার নিকট প্রতি মুহূর্ত্তেই অনন্ত কষ্টের আগার বলিয়া বোধ হইতেছে। এদিকে গাঢ় নিশীথে ভারতবর্ষের ঈশ্বর আরাঞ্জির বাদসাহ কি করিতেছেন? তিনি এক জন রাজনীতি কুশল পুরুষ। তিনি মুসলমান ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইলেও তাঁহার ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ সম্রাট্ আর কখন ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি একজন প্রধান হত্যাকারী ও দস্যু। পাঠক! দেখিবেন এই তৃতীয় প্রহর নিশিতেও তিনি সুষুপ্তিতে বঞ্চিত আছেন। তিনি শয়নাগারে একজন

চরের সহিত গুপ্ত পরামর্শ করিতেছেন।

আরাঞ্জিব্। সব ঠিক্ তো?

চর। জোনাব! হ্যাঁ।—

এতদিন তাঁহার ভয়ে কোন অভিযোগ উপস্থিত করিতে সাহসী হই নাই। এক্ষণে মোরাদ বন্দী হইয়াছেন, বিশেষতঃ আপনার অভিপ্রায়!

আরাঞ্জিব। আমি যে উদ্যোগী হইয়া তাহা দ্বারা অভিযোগ করাইতেছি ইহা যেন সাধারণে টের পায় না। টের পাইলে অনেকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে।

চর। হুজুর! এ গোলাম কি এমনি কাঁচা?

আরাঞ্জিব। ভাল, হীরা এখন কোথায় আছে?

চর। মীর আম্মনের বাটীতে।

আরাঞ্জিব। সে বাড়ীতে কেমন করিয়া গেল?

চর। মোরাদ একদিন তাহাকে সরাবের সহিত বিষ মিশাইয়া খাওয়ান ও কয়েক জন লোক সহ ডুলিতে করিয়া নগরের দক্ষিণ প্রান্তে কোন এক কূপে নিক্ষেপ করে কিন্তু যেরূপই হউক তাহার মৃত্যু হয় নাই। বোধ হয় রক্তে বিষ প্রবেশ করিতে পারে নাই। কূপটাতে ও অধিক জল ছিল না। দুইটী মাঝিমাল্লা লোক তাহাকে দেখিতে পাইয়া কূপ হইতে উঠায় এবং মাঠেই ফেলিয়া যায়। সেই দিন রাত্রিতে আম্মনের এক নৌকায় সরকারী রসদ আসিতেছিল। হীরা নানারূপ আর্ত্তনাদ করায় মাঝিরা তাহাকে নৌকায় তুলিয়া লয়।

আরাঞ্জিব। অনেক রাত্রি হইয়াছে, তুমি এখন যাও, আমি একটু নিদ্রা যাই।

চর বহির্গত হইয়া গেল আরাঞ্জিব শয়ন করিবেন। এমন সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, জোনাব আলী ওমরাও সাহেব একবার হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আরজবন্দ হইয়াছেন। আরাঞ্জিব অমনি তাহাকে আসিতে অনুমতি দিলেন। ওমরাও সাহেব উপস্থিত হইলেন আরাঞ্জিব বলিলেন কি হে! কতদূর করিলে?

জোনাব! দুই ঘর ঠিক করিয়াছি। আমি অনেকদিন যাবৎ আম্মা নসীনার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতাম। দুই একজন লোকের নিকটে শুনিতে পাই যে, নসীনার আশ্রয়ে কতকগুলি ডাকাইত আছে। তাহার ভণ্ডামিতে বহু লোক ঠকিয়াছে। হাপ্সী ডাকাইতগণ যেখানে যাহা পায়, তাহাই তাহার নিকট রাখে, কিন্তু মস্‌জিদের কোন্ খানে গোপন করিয়া রাখে তাহার ঠিক পাই নাই। হুজুরের যে পরিমাণ টাকার দরকার পড়িয়াছে তাহার উপযুক্ত না হউক কিন্তু ইহা দ্বারা অনেক সাহায্য হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

আরাঙ্গিব। তোমার বড় বিলম্ব হইতেছে। সুজার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে বহুব্যয় পড়িবে। এদিকে অনেক লোককে উৎকোচ দিয়া হাত করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আরও কিছু টাকা হাতে রাখা চাই। কারণ কখন কোন্ বিষয়ে আবশ্যক হয়, বলা যায় না। আমি দেখিতেছি খাজনা খানার সমস্ত টাকা ব্যয় করিলেও কুলাইয়া উঠা ভার। বৃদ্ধ বাদসাহ তাঁহার সমুদায় টাকা এক খাজনা খানায় রাখেন নাই, নানাস্থানে রাখিয়াছেন। তিনি সে সকল খবর আমাকে বলেন না। দারা বাদসাহ হইলে তাহাকে সমুদায় জানাইতেন। বিশেষতঃ আমার বোধ হয়, তিনি অধিক টাকা সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার সময়ে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। যাহা হউক কলে কৌশলে সুজা ও দারা অপেক্ষা অধিক টাকা হাতে রাখিতে হইবে। যেরূপ যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা, তাহাতে বিস্তর টাকা সংগ্রহ না করিলে চলিবে না। কিন্তু অত্যাচার করিয়া লোকের নিকট টাকা আদায় করিলে সাধারণতঃ প্রজাগণ আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবে। এক্ষণে ওরূপ করা যুক্তি সঙ্গত ও নহে। তুমি এমন কতকগুলি অপরাধীর অনুসন্ধান কর এবং উপায় করিয়া তাহাদের উপর অভিযোগ উপস্থিত করাও যে, তাহাদিগকে ধরিলেই যেন প্রচুর অর্থদণ্ড করিয়া বিশেষ লাভ করা যাইতে পারে। মীর আম্মন বিস্তর টাকা ধার দিয়াছে। তাহার নিকট আর টাকা চাহিতে লজ্জা বোধ হয়।

ওমরাও। হুজুর! আপনার ধার করিতে হইবে না। আমি আরও কয়েকটী অপরাধীর অনুসন্ধানে আছি। আমার উদ্যোগ ও যত্নের কিছু মাত্র ত্রুটি নাই।

আরাঙ্গিব। ওমরাওসাহেব! তোমরা কতকগুলি আমার চির সুহৃদ্। তোমরা না হইলে আমি কি বাদসাহ হইতে পারিতাম?

ওমরাও। জোনাব! গোলামের সাক্ষাতে ওরূপ কথা বলিবেন না। আপনাকে খোদাতল্লা বাদ্‌সাহ করিলেন, তাহাতে মনুষ্যের সাহায্যে কি আসে যায়?

আরাঙ্গিব। এখন রাত্রি প্রায় শেষ, তুমি যাইতে পার।

ওমরাও বিদায় হইলে, আরাঙ্গিব শুইলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না। তিনি অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এরূপ না হইলে সাম্রাজ্য লাভ করা যায় না। পিতাকে বন্দী করিয়া বাদসাহ হইলাম। লোকে আমাকে পিতার কৃতঘ্ন সন্তান বলিবে, ভ্রাতৃহন্তা বলিবে। বলে বলুক ক্ষতি নাই, আমার উদ্দেশ্য সাধন হইলেই হয়। লোকের কথায় কর্ণপাত করিলে নিজের কার্য্য হয় না। সংসারে আমি

যে স্বার্থপর এমন নহে, এমন কি বিষয় আছে যে যাহাতে স্বার্থ নাই? পুত্রশোকে কাতরা জননী ব্যাকুলা হইয়া পুত্রের জন্য কাতরস্বরে রোদন করেন। ইহা কি কেবল ঈশ্বরদত্ত মায়ারকাণ্ড? না; উহাতেও কিছু স্বার্থ আছে। সন্তান মরিল, সে জগতের সুখ ভোগ করিতে পারিলনা, মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিল। জননী কি তাহাই চিন্তা করিয়া কাঁদেন? তাঁহার নিজের মনের সুখ ও নয়নের আনন্দ বিলীন হইল পুত্র কন্যা দ্বারা ভাবী উপকাবের পথ রুদ্ধ হইল, আরও বহুপ্রকার আশা ঘুচিয়া গেল, দশমাস দশদিন বৃথা কষ্ট ভোগ করিতে হইল, ইহাই কি তাঁহার ক্রন্দনের প্রকৃত কারণ নহে? লোকে বলে ছেলের জন্য কাঁদে, ভাবিয়া দেখিলে নিজের জন্যই কাঁদে। পুত্র কন্যা উভয়েই সন্তান, উভয়কেই দশমাস দশদিম উদরে ধারণ করিতে হয়, তবে কেন পুত্রের জন্য পিতা মাতার এত আনন্দ এত উৎসব? কন্যার জন্য কিছুই না? শুনা যায় রাজপুতেরা সুতিকাগারেই জাতমাত্র কন্যা বধ করিয়া থাকে। পিতার নিকটে মূর্খ ও বিদ্বান্ উভয়ই তুল্য। তবে পিতার নিকট ইহাদের এত পার্থক্য কেন? উপার্জ্জনশীল ও অক্ষম সন্তানে এত প্রভেদই বা কেন? এ সমস্ত স্বার্থের কাণ্ড। রাজপুরুষেরা প্রজার শান্তির জন্য আইন সৃষ্টি করেন গ্রামে গ্রামে ফৌজদার ও কোতয়াল রাখিয়াছেন, লোকে মনে করিতে পারে এ সমস্ত প্রজার উপকারের জন্য, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে এ কেবল রাজপুরুষদের স্বার্থের বন্দোবস্ত। প্রজাগণ শাসন বিরহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে যথেচ্ছাচারী না হয়। শান্তিভঙ্গ হইলেই প্রজাগণ স্বস্ব প্রধান হইয়া পাছে রাজার আদেশ অগ্রাহ্য করে এই জন্যই রাজাকে সর্ব্বদা শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়। প্রজাগণের শান্তি রক্ষা করিতে গিয়া রাজপুরুষদিগের ক্ষমতা বিস্তার করার পথ পরিষ্কৃত হয়। ইহাতে কি রাজার স্বার্থ নাই? বলে ও কৌশলে এক বিঘা দুই বিঘা করিতে করিতে অর্দ্ধগ্রাম ভুমি অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করিতে পারিলে লোকের নিকট জমিদার বলিয়া পরিচিত হইতে পারা যায়। যিনি যুদ্ধ করিয়া প্রকারান্তরে দস্যুতা করিয়া অপরের রাজ্য হরণ করিতে পারেন, তিনি জগতে বীর পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়েন এবং লোকে তাহাকে ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ বলিয়া মনে করে। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর সাহকে [আলেক্জণ্ডারকে] মহাত্মা বলিয়া কে না মানে? তিনি কি প্রকৃত প্রস্তাবে এক জন দস্যু ছিলেন না? এই হিন্দু রাজ্যে আমার পূর্ব্ব পুরুষদের কোন স্বত্ব ছিল না। আমার পিতা ও ভ্রাতাদিগের ও ন্যায়তঃ কোন স্বত্ব নাই। এরাজ্যে তাঁহাদের যেরূপ স্বত্ব আমার ও সেই-

রূপ, হিন্দুরা তো মুসলমানরাজ্য অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়া ছিল না, তবে কেন তাহারা আমাদের অধীন হইল? যখন দেখিতেছি জগতের কোন বিষয়ই স্বার্থ বিহীন নয়, স্বার্থসিদ্ধ করিতে পারিলে অনেক স্থলে মঙ্গলই ঘটে, তখন আমি ভ্রাতাদিগকে বিনাশ করিয়া, পিতা সাজেহানকে বন্দী করিয়া সম্রাট্ হইব এটী কি মন্দ কার্য্য? আমার এখন পাপ পুণ্যের বিচার করিবার সময় নহে। তাহা হইলে উদ্দেশ্য সাধন হইতে বিলম্ব হইবে। যেরূপেই হউক সমস্ত হিন্দুস্থানের অধিপতি হইতেই হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার কিঞ্চিৎ নিদ্রাবেশ হইল।

বিংশ অধ্যায়।

দিল্লীর বেগমবাজারের পশ্চাদ্দিকের গলির মাথায় বাম পার্শ্বে যে গোয়ালিনীর "বাড়ী, যে একবার আমীনার সহিত ইউসফের গোপনে সাক্ষাৎ হওয়ার কার্য্যে লিপ্ত ছিল; আজি সন্ধ্যাকালে তাহার দ্বারে তিনটী ফকির আসিয়া উপস্থিত হইল। গোওয়ালিনী দ্বার খুলিয়া দিলে তিন জনই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহাদিগকে দেখিয়া পূর্ব্ব পরিচিত বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। গোয়ালিনী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনারা কে? এখানে কি জন্য?" ফকিরদের মধ্যে একজন উত্তর করিল,—"বিশেষ কথা আছে" গোয়ালিনী বলিল,—"কি কথা আছে বলুন্।" ফকির বলিল,—"আমি সেই হতভাগা ইউসফ্ মনে পড়ে কি?" গোয়ালিনী একটু শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল আজি এ কি? ইহাঁরা কোথা হইতে আসিলেন? পুনরায় বলিল,—"সঙ্গের ও দুটী কে?" ইউসফ্ বলিল,—"চিনিতে পার না?" গোওয়ালিনী সন্দিগ্ধ চিত্তে বলিল, "ঠিক করিতে পারিতেছি না—।" ইউসফ্ বলিল, "একটী বেলাঅলী ও একটী তিনি—।"

গোওয়ালিনী। এ'কি? ইহাঁরা যে পুরুষ সাজিয়াছেন? এত বড় লম্বা লম্বা দাড়ি পেটের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ভাল এতদিন কোথায় ছিলেন?

ইউসফ্। অদৃষ্টে অনেক বিপদ ঘটিয়াছে। এখন একেবারে সকল উপায় বিহীন হইয়া পড়িয়াছি।

এই বলিয়া ইউসফ দিল্লী পরিত্যাগ অবধি মহম্মদ আদিলের নিকট হইতে

বিদায় হওয়া পর্য্যন্ত সমুদায় বিবরণ সংক্ষেপে বলিলে, গোয়ালিনী বলিল, বেশ সময়ে আসিয়াছেন। এক্ষণে আমার বাড়ীতে এ অবস্থায় থাকিতে হইবে না। আমি এক উপায় করিতেছি, বোধ হয় সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আপনারা মীর আম্মনের বাড়ীতে যাইবেন।

ইউসফ্ লজ্জিত ও ভীত হইয়া বলিলেন, সেখানে,—

গোয়ালিনী। বড় সুবিধামত আসিয়াছেন। কিছুদিন হইল মীর-আম্মনের কন্যা পুত্র স্ত্রী সকলেই মরিয়াছে মীরআম্মনমাত্র একাকী জীবিত আছেন। বৃদ্ধ বয়সে অতিশয় শোক পাইতেছেন। বোধ হয় অধিক দিন বাঁচিবেন না। এই কথা শুনিয়া আমীনা ও বেলাঅলী রোদন করিতে লাগিল।

ইউসফ। তাঁহার নিকট এ অবস্থায় কিরূপে যাওয়া যাইবে, আমিতো এ অবস্থায় কখনই যাইতে পারিব না।

গোওয়ালিনী। তিনি আপনাদিগকে পাইলে অনেক সুস্থ হইবেন। তাঁহার আজ কাল আমীনার কথা ভিন্ন আর কোন কথাই নাই। তিনি বলেন, তাঁহার অভাবে সমুদায় সম্পত্তি বাদসাহ নিশ্চয় লইবেন। এমন সময়ে যদি কোন পুত্র কিংবা কন্যা থাকিত তবে আর তাহা ঘটিত না। অন্য জ্ঞাতিও নাই যে, তাঁহার অভাবে সমুদায় বিত্ত তিনিই পাইবেন। মীর সাহেব সর্ব্বদাই রোদন করেন ও বলেন যে, "আমার এ সমুদায় ধন কাহার হাতে দেই।"

ইউসফ এই সকল কথা শুনিয়া মনে ভাবিল, মীরআম্মন তাঁহার পুত্র, কন্যা কি স্ত্রীর শোকে তত কাতর হন নাই।" ধনগুলি কি হইবে?" এই চিন্তাই তাঁহার অধিকতর হইয়াছে। এ অবস্থায় আমীনার সমুদায় অপরাধ ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। মোরাদের সঙ্গে আমীনার বিবাহ না হওয়ায় এক রূপ ভালই হইয়াছে। মোরাদতো এখন আরঙ্গিবের হাতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। এই সকল চিন্তার পর ইউসফ বলিল, আজি আমরা এই স্থানেই থাকি, কালি দেখা যাইবে। গোয়ালিনী বলিল আচ্ছা।

আমীনা, সে রাত্রে মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীর শোকে নিতান্ত অভিভূতা হইয়া পড়িল। কিছুই আহার করিল না। কেবল নানারূপ চিন্তায় রাত্রি কাটাইতে লাগিল। আমীনা ভাবিল, আমার জন্ম কেবল কতকগুলি বিভীষিকা দেখিবার জন্য হইয়াছিল। পিতার আশা অসীম। তিনি মোরাদের সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন, আমি তাহা কিছুতেই ঘটিতে দিব না, এই জন্য গৃহ ত্যাগ করিলাম। তাহার পর যদিও বিজয়পুরে গিয়া কিছু দিন সুখে কালকর্ত্তন করিতেছিলাম। তাহাতেও বিধাতা আমাকে অসুখী করিবার জন্য রাজবিপ্লব ঘটাইলেন। অন্য বাদসা-

হের সৈন্যেরা ইহার গৃহ দাহ করে, কল্য ধনলোভে উহাকে বধ করে, বিজয়পুরের প্রজামাত্রকেই বাদসাহের বিদ্রোহী বলিয়া শাস্তি দেয়। নানামত অকল্যাণকর ব্যাপার উপস্থিত হইল। এদিকে বেলাঅলীর প্রাণপর্য্যন্ত বাঁচা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে যে মোরাদের ভয়ে দেশত্যাগী হইয়াছিলাম, সেই পাষণ্ড স্বয়ংই তথায় উপস্থিত। বিপদের উপর বিপদ দেখিয়া সে স্থান হইতে কোনমতে বাহির হইয়া নির্জ্জন পার্ব্বত্যদেশে কিছুদিন কাটাইতেছিলাম, ভাবিয়াছিলাম যুদ্ধ হাঙ্গামা মিটিলেই একটা ভাল স্থানে যাইব কিন্তু বিপদ আমাকে ছাড়িল না। সেই নির্জ্জন বনের মধ্যে আদিলসাহের সঙ্গে ধরা পড়িলাম। কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলাম। উঃ! সে কারাগারের কথা এখনও মনে হইলে শরীরের রক্ত শুকাইয়া যায়। যাহা হউক যদিও ঐ যমালয় স্বরূপ কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া দিল্লী অভিমুখে আসিতেছিলাম, কিন্তু পথিমধ্যেই যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভাগ্যে মোবারিকের হাতে প্রাণটা যায় নাই। আবার সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আদিলসাহের সঙ্গে থাকা অনুচিত জ্ঞান করতঃ তাঁহার অনুরোধ না মানিয়া অবস্থিতির জন্য একটা ভাল স্থান খুজিতেছিলাম, কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে যেখানেই যাই সেইখানেই যুদ্ধ সেইখানেই মহামারী। এখানে জাঠ, ওখানে বর্গী। এদিকে মোরাদ, ওদিকে দারা। শুদ্ধ সৈন্যদের অত্যাচার ভিন্ন কথাই নাই; কষ্টের একশেষ। কোনস্থানেও নিরাপদে কয়েকটা দিন কাটাইতে পারিলাম না। শেষে ভাবিলাম দিল্লীতে যাই, সেখানে মোরাদ নাই। পিতা-মাতা, সন্তানকে সহস্র অপরাধী জ্ঞান করিলেও একবারে ত্যাগ করিতে পারেন না, এই বিবেচনায় এখানে আসিলাম। কিন্তু আমার কি দুর্ভাগ্য! শুনিলাম আমার জননী, সহোদর ও সহোদরা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এখন আমার একাকী বাঁচিয়া ফল কি?

আমীনা এইরূপ চিন্তায় ও রোদনে রাত্রি যাপন করিতে লাগিল। একটু নিদ্রাবেশ হইলেই স্বপ্ন দেখিল——"সে একটা দোতলা দালানের উপর উঠিয়াছে। সেখানে অনেকগুলিন দাসী তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। হঠাৎ যেন একটা বৃহৎ ময়ূর তাহার পাছে আসিয়া পুচ্ছ বিস্তার করিয়া তাহার মস্তকের উপরিভাগ ঢাকিয়া ফেলিল। একজন মানুষ একখানি স্বর্ণ নৌকায় উৎকৃষ্ট আসনে বসিয়া হাসিতে হাসিতে যমুনার ভাঁটি দিকে গেল। আবার সে পরক্ষণেই একখানা জীর্ণ কাষ্ঠের কুৎসিত নৌকার গুণ টানিতে টানিতে উজান দিকে আসিতেছে। তাহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত দুরন্ত রৌদ্র পীড়িত। কষ্টে তাহার প্রাণ

গুষ্টাগত অনবরত রোদন করিতেছে এবং বলিতেছে সুখ! তুমি নিতান্ত স্বপ্নের ন্যায়! আমার সে আসন কোথায়? আমার সে দাস দাসী কোথায়? আর এ কষ্ট প্রাণে সয় না! কত লোকে আমার নৌকা বহিত, এখন নিজেই বহিতেছি। এখনই ভাঁটিতে গেলাম, এই আবার উজানে আসিতেছি। অবস্থার কত পরিবর্ত্তন! কত তারতম্য! এই বলিয়া লোকটী আবার খল খল করিয়া হাসিতে লাগিল, নৌকাখানি হঠাৎ স্বর্ণময় হইল। তখন সে, গুণ ছাড়িয়া নৌকার মধ্যস্থিত আসনে বসিল। দাস দাসী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইল। কতকগুলি মাঝি আসিয়া ভাঁটির জলে ভাসাইয়া নৌকায় দাঁড় ফেলিতে লাগিল এবং সারি গাইতে লাগিল। আমীনার মস্তকোপরি যে ময়ুরটীর পুচ্ছ কর বিস্তার করিয়াছিল, সেটী গিয়া আবার নৌকারূঢ় লোকটীর মাথায় ছত্রের কার্য্য করিল। ময়ূর আনন্দে কেকাধ্বনি করিতেছে। যে পুরুষটী সুবর্ণের নৌকায় আরূঢ় ছিল, আমীনা তাঁহাকে প্রথমে ভালরূপ চিনিতে পারে নাই, এখন চিনিল, সে তাহার হৃদয়-বল্লভ, আনন্দের উৎস, সুখ-দুঃখের অংশী ইউসফ্। আমীনা পুলকিত হইল। কিন্তু পুনরায় রোদন করিতে লাগিল। তাহার মনে যেন কি উদয় হইল, সে ইউসফের পার্শ্বে নাই। ইউসফ্ নদী মধ্যে নৌকায়, আমীনা ইষ্টকালয়ের উপরিভাগে। এই বিচ্ছেদেই তাহার মনে কষ্ট বোধ হইল। নিজের ও ইউসফের অবস্থা দাস দাসী সকল দেখিতেছে, কিন্তু পরস্পর দূরে আছে বলিয়া আমীনার হৃদয় ব্যথিত হইল। এমন সময়ে বৃদ্ধ মীরআম্মন যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, মা! আমার লক্ষ্মি! কাঁদিও না এই হতভাগ্য পিতা কর্ত্তৃক তুমি যে দুঃখ সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ তাহা সকলই বিস্মৃত হও; আমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে, আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখী হও। মা! আজি বড় কষ্ট হইতেছে, অনুতাপ হইতেছে, এই বলিয়া মীর আম্মন হাটাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইল। আমীনা তাহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার চেষ্টা সফল হইল না। আমীনা পিতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রকৃতই কাঁদিতেছে; তাহার পার্শ্বশায়িনী বেলাঅলী, আমীনার ক্রন্দনে জাগ্রত হইল, আমীনাকে ডাকিল। আমীনা নিরুত্তর। বেলাঅলী বেশ বুঝিল আমীনা নিদ্রিত। সে বিবেচনা করিল ভ্রাতৃশোকে স্বপ্ন দেখিতেছে, তখন তাহাকে হস্ত দ্বারা জাগরিত করিল। এমন সময়ে সূর্য্যদেব উদিত হইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল, গোয়ালিনী মাঠা ও মাখনের পাত্র হাতে করিয়া মীর-

আম্মনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তখন তিনি পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। গোয়ালিনী সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে একজন ভৃত্য তাহাকে মীর-আম্মনের নিকটে লইয়া গেল। গোওয়া-লিনী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,—হুজুর! গতকল্য সন্ধ্যার পর আপনার কন্যা ও বেলাঅলী আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন। সঙ্গে ইউসফ্ ও আছে। আমি অনেক রকম বলিলাম তথাপি তাঁহারা আমার বাড়ী ছাড়িতে চান না। আমি সামান্য লোক আমার বাড়ীতে ঐরূপ অবস্থায় থাকা তত উপ-যুক্ত বোধ করিনা। তাঁহারা বলিলেন, "আর এমন স্থান দেখি না যে, সেখানে আমরা থাকিতে পারি।" তাঁহাদের বেশ এতদূর মলিন যে, সাধারণ ভিক্ষুক অপেক্ষাও হীনাবস্থা বলিয়া বোধ হয়।

মীর আম্মন, আমীনার নাম শুনি-বামাত্র অতিশয় ব্যগ্র হইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন এবং তাঁহাকে দেখি-বার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছুক হইলেন। গোয়ালিনীকে বলিলেন, তুমি এখ-নই যাও, তাহাদিগকে অন্যত্র যা-ইতে দিও না, সত্বরে আমার নিকটে লইয়া আইস। আমি তাহাদিগের সমুদায় অপরাধ ভুলিয়া গিয়াছি। তাহা-দিগকে এখানে আনিবার জন্য শীঘ্রই বন্দোবস্ত করিতেছি। গোওয়ালিনী বিদায় হইলে মীরআম্মন, আমীনা প্রভৃতিকে আনিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

আমাবস্যা, রাত্রি ঠিক দুই প্রহর। আম্মানসীনার গৃহে খুব হাসি কৌতুক ও আমোদ চলিতেছে। পাঁচজন হাপসী দস্যু ও আম্মানসীনা মদ ও আফিং সেবন করিয়া বিলক্ষণ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোন কাফি মাংস লইয়া টানা টানি করিতেছে। কেহ আহ্লাদে নৃত্য গীত করিতেছে। সক-লেই মনে ভাবিতেছে, তাহাদের ন্যায় সুখী পুরুষ আর কেহই নাই। এক জন বলিতেছে, আমাদিগকে সকলেই জানে, কিন্তু কৈ? কেহই তো ধরিতে সাহস করে না? আমাদিগকে দিল্লীর বড় বড় লোকে মাসিক কর দিয়া থাকে। আর একজন বলিল আম্মা-নসীনাই আমাদের সকল সুখের মূল। তিনি এমন নির্জ্জন স্থানে আশ্রয় না দিলে এমন সুবিধা ও সুখ ঘটিত না,

অতএব তাঁহাকে ধন্যবাদ দেই। আর একজন বলিল, ধন্যবাদ কেন বাবা? আমাদিগের অন্নেই তো তাঁর শরীর। আমরা যেখানে যাহা পাই, তাহা তাঁহারই নিকট রাখি। তিনি আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া কি নিজে সুখ বোধ করিতেছেন না? মাংস, দুধ, আফিং ও মিটাই তাঁহার কোথা হইতে মিলে? আর এক জন বলিল, বেটী যদি বুড়ী না হইত, তবে আমরা পাঁচ জনেই উহাকে নিকা করিতাম। ঐ বেটী ঘরকন্না করিত, আমরা টাকা আনিয়া পায়ে ঢালিয়া দিতাম। অপর একজন বলিল পাঁচজনে নিকা করিলে ঝগড়া বাধিয়া উঠিত, আর একজন বলিল ও বেটী দিল্লীর অনেক অনেক ব্যক্তির মন যোগায়, ফাঁকি দেয়; আমাদিগকে কি ঝগড়া করিতে দিত? পাঁচজনকেই ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া রাখিত। এই কথা বলিলে পাঁচ জনেই হাতে তালি দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ও আম্মানসীনাকে উহাদের সঙ্গে নাচিবার জন্য প্রত্যেকেই অনুরোধ করিতে লাগিল। এমন সময়ে মস্‌জিদের দ্বারে ঘোরতর আঘাত হইতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরেই দ্বারভগ্ন করিয়া কতকগুলি সিপাহী ভিতরে প্রবেশ করিল এবং আলোক জ্বালিল। আম্মানসীনা ও কাফ্রি দস্যুগণ চমকিয়া উঠিল। ডাকাইতেরা কতকক্ষণ পর্য্যন্ত বল্লম ও তরবার দ্বারা বাদসাহের সৈন্যগণকে বিলক্ষণ বাধা দিল এবং দুই জন গোলযোগে মস্‌জিদ হইতে পলায়ন করিল। অবশিষ্ট তিনজন বাদসাহের সৈন্যের সহিত ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়া নিরস্ত হইল। ওমরাও সাহেব এবং কোতয়াল আম্মানসীনা ও তিনজন কাফ্রি দস্যুকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন। ওমরাও সাহেব আম্মানসীনাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার টাকা ও সোণা রূপার জহরাত যাহা কিছু থাকে দেখাইয়া দেও। আম্মানসীনা বলিল, আমার কিছুই নাই। ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করি। কোতয়াল বলিল, সে সব কথা ছাড়, দিল্লীতে যত ডাকাইতি ও লুটপাট হয় সে সমস্তই তোর কাণ্ড। এই বলিয়া একজনকে বলিল, বেটীর গায় একখান কয়লা জ্বালিয়া লাগাইয়া দে। আজ্ঞামাত্র একজন ভৃত্য ঐরূপ করিল। আম্মানসীনা প্রাণের ভয়ে বলিল, বাবা! কেন কষ্ট দাও! ঐ ঘর আছে, তোমরা দেখিলেই পাবে আমার কত টাকা কড়ি আছে? কোতয়াল বলিল, আমরা ইহার মধ্যে তোর ঘর দেখিতে কি বাকী রাখিয়াছি? তোর ঐ চীনা বাসন কয়েকখানি একটা বাক্‌স ও দুটী টাকা ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। তুই অবশ্যই টাকা কড়ি ও জহরাত সকল কোন স্থানে পুতিয়া রাখিয়াছিস্। এই বলিয়া একজনকে আদেশ করিল এই বেটী ও তিন বেটার গায়ে গরম তৈল ঢালিয়া দে। কোতয়ালের আজ্ঞামাত্র

ঐরূপ কার্য্য আরম্ভ হইল। আম্মানসীনা ও কাফ্রিদস্যুদের চর্ম্ম চট্‌পট্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল। দস্যুগণ বলিল, আর যাতনা দিও না,আমরা ডাকাইতি করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হই, আম্মানসীনাকে দিয়া থাকি। সে কোথায় রাখে তাহা সেই জানে। আমাদিগকে যাতনা দিলে, আমরা এ বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিব না। আম্মানসীনা আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে কাতর ও ক্ষীণস্বরে বলিল,—আর কষ্ট দিও না, তোমরা একজন আমার সঙ্গে আইস, যাহা কিছু আছে দেখাইয়া দেই। এই কথা বলিলে কোতয়াল ও ওমরাও সাহেব কয়েকজন লোক লইয়া আম্মানসীনার সঙ্গে চলিল। মস্‌জিদ হইতে কিছু দূরে গিয়া আর একটা পুরাতন ভগ্নমস্‌জিদ দেখাইয়া দিল ও বলিল, আমাদের যাহা কিছু সম্পত্তি তাহা ইহার নিচেই আছে। তৎক্ষণাৎ মস্‌জিদের মধ্যভাগ খুদিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই বহু টাকা, সোণা, রূপা ও নানাপ্রকার মূল্যবান্ প্রস্তর বাহির হইল। কোতয়াল ও ওমরাও সাহেব হিসাব করিয়া দেখিলেন প্রায় সাত লক্ষ টাকার সম্পত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা পুনরায় আম্মানসীনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আরও টাকা, কড়ি কিছু আছে কি না? আম্মানসীনা বলিল, থাকিলে তাহাও দেখাইয়া দিতাম। তৎপর দস্যুগণ সহ আম্মানসীনাকে কোতয়াল ও ওমরাও সাহেবের আদেশানুসারে দিল্লী অভিমুখে লইয়া চলিল। কতক দূর গমন করিলেই রাত্রি শেষ হইল।

পরে এক দিন বাদসাহ আরাঞ্জিব প্রত্যূষে দেওয়ান আমে বসিয়া আছেন। তাঁহার পরিচ্ছদের জাঁকজমক নাই। সভারও আড়ম্বর নাই। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় তিনি একজন উদাসীন পুরুষ। পার্শ্বে প্রধান উজীর ও মীর জুম্লা বসিয়া আছেন। এমন সময়ে মোরাদ বন্দী অবস্থায় বাদসাহ সমীপে আনীত হইল। অদ্য তাহার অপরাধের বিচার হইবে। অভিযোক্তা একজন ব্রাহ্মণ। ইহার জন্মস্থান বৃন্দাবন! সম্প্রতি জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া গুজরাটবাসী হইয়াছে। অভিযোক্তা বলিতে লাগিল,—ধর্ম্মাবতার! দিন্ দুনিয়ার মালিক! এ গরীবের নালিশ এই, পিতা যশোদা অগ্নিহোত্রীর এককন্যা ছিল। তাহাকে এই মোরাদ আমীনখাঁর চক্রান্ত বলে বাহির করিয়া আনে। তাহার স্বামী ও আমার পিতা এইজন্য সাজেহান বাদসাহের সমীপে অভিযোগ করিতে আইসেন। মোরাদ এমনই চক্রান্ত করিয়াছিল যে, তাঁহারা ছয় মাস কাল এই নগরে বাস করিয়াও বাদসাহের নিটক নালিশ করিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহারা যখন বাদসাহ অথবা প্রধান উজীরের নিকট নালিশ করিতে আসিতেন, তখনই

কতকগুলি প্রহরী তাঁহাদিগকে জোর করিয়া দূরে রাখিত। কোন ক্রমেই দরবারে প্রবেশ করিতে দিত না, সুতরাং তাঁহারা মনে ভাবিলেন, বাদসাহের পুত্রের নামে নালিশ করিতে গেলে অন্ততঃ দুই তিন বৎসর কাল দিল্লীতে বাসা করিয়া থাকিতে হইবে। যদি সুযোগ পাইয়া নালিশ করা যায়, কিন্তু শেষ ফল যে ভাল হইবে তাহারই বা ঠিক্ কি? তাঁহারা এইজন্য দিল্লী হইতে চলিয়া যান। তাহার পর হঠাৎ কতকগুলি ডাকাইত আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া পিতাকে অত্যন্ত প্রহার করিয়া চলিয়া যায়। ঐ সকল লোক বাটী হইতে কোন সম্পত্তি লয় নাই। ডাকাইত গুলির মধ্যে এদেশীয় লোক ছিল না হাপ্সী ছিল বলিয়া বোধ হয়। আর এক দিন আমার পিতা সন্ধ্যার পর বাজারে যাইতেছিলেন, পথে দুই জন লোকে ধরিয়া তাঁহাকে অতিশয় প্রহার করে। এই সকল ব্যাপার কেবল মোরাদ ও আমীনখাঁর চক্রান্ত-জাত। পিতা যে, নালিশ করিতে আসিয়াছিলেন, তজ্জন্যই তাঁহার এরূপ শাস্তি হইয়াছিল। এপ্রকার অবস্থায় স্থান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য বিবেচনায় পিতা আমাদিগকে লইয়া গুজরাটে যান। তথায় যাইয়া কিছুদিন ভালই ছিলাম। তাহার পর মোরাদ তথাকার সুবাদার হইয়া গেলে হঠাৎ আমার পিতাকে তাঁহার লোকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া ধরে। মোরাদ তাঁহার বিচার না করিয়াই তাঁহাকে শূলে দেন। রাজবিদ্রোহিতার বিষয়ে কোন প্রমাণই ছিল না। তিনি আমার পিতাকে আক্রোশ বশতঃ বধ করিয়াছেন। আমার ভগিনীকে দিল্লীতে আনিয়া কি করিয়াছেন জানি না। ধর্ম্মাবতার! আপনি ধর্ম্মতঃ ন্যায় বিচার করিতে বাধ্য। আপনার নিকট বিচার কালে পিতা, মাতা, ভাই ও বন্ধু সকলেই সমান। ভরসা করি, ধর্ম্মাবতার অবশ্যই ন্যায় বিচার দেখাইবেন। এইরূপ অভিযোগের সময়ে একটী মলিন-বেশা স্ত্রীলোক একবারে বিচারস্থলে উপস্থিত হইল ও চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"দোহাই ধর্ম্মাবতারের, আমি সেই হতভাগিনী হীরা। আমাকেই মোরাদ কুলটা করিয়াছে। এই মোরাদ আমার মান, জাতি, কুল নষ্ট হওয়ার মূল। শেষে একজন গোলামের সহিত দোষারোপ করিয়া আমাকে বিনা কারণে ইঁদারায় ফেলিয়া দেয়। ইঁদারায় পতন-কালে আমার চক্ষে আঘাত লাগিয়া একটী চক্ষু নষ্ট হইয়া যায় ও দক্ষিণ হস্তের দুইটী অঙ্গুলী ভাঙ্গিয়া যায়। ভাগ্যবলে প্রাণ যায় নাই। আমার চীৎকার শুনিয়া দুই জন মার্হাট্টা পথিক আমাকে ইঁদারা হইতে উঠাইয়াছিল। এক্ষণে মীর আস্মান সাহেবের বাটীতে বাঁদী হইয়াছি, আমার বিচার করিতে আজ্ঞা

হউক।” আরাঞ্জিব প্রধান উজীর ও চারিজন ওমরাওকে মোরাদের অপরাধের বিচারের ভারার্পণ করিলেন তিনি বলিলেন অতিশয় নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইবে এবং মোরাদের কি দণ্ড হওয়া উচিত, তাহা নির্ভয়ে জানাইতে হইবে। মোরাদের বিষয়ে এই আজ্ঞা প্রচারিত হইলে, সেই সময়েই সংবাদ আসিল যে কোতয়াল আম্মা নসীনাকে তিন জন ডাকাইত সহ ধরিয়া আনিয়াছে। তাহারা নিকটে আনীত হইলে, আরাঞ্জিব আম্মা নসীনার নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন পূর্ব্বক দিল্লী-নগরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহার সমুদায় সম্পত্তি সরকারে জব্দ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কাফ্রি-দস্যু তিন জনকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। এই দিন আম্মানসীনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, আমীনখাঁ তাহার পিতাকে বধ করিয়া আসিবার কালে তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছিল। আমীন-খাঁ তাহার পুত্র। আম্মানসীনার বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা শেষ হইয়া গেলেই পুনরায় আর একটী স্ত্রীলোক আসিয়া মাহীতপুরের ফৌজদারের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ করিল। বিচারের সময় প্রকাশ হইল সে মোহন লালের কন্যা তাহার নাম মতিয়া। সে প্রাণভয়ে ফৌজদারের বাড়ী হইতে পলাইয়া দিল্লীতে আসিয়াছে এবং তদবধি তথায় একজন লোকের আশ্রয়ে থাকিয়া দিনাতিপাত করিতেছে। আরাঞ্জিব মাহীতপুরের ফৌজদারকে এই অপবাধে কর্ম্মচ্যুত ও তাহার সমুদায় সম্পত্তি সরকারে জব্দ করিলেন। পর দিন আরাঞ্জিব পুনরায় দেওয়ান আমে বসিলে প্রধান উজীর ও ওমরাওগণ তাঁহাকে বিনীত ভাবে বলিলেন, তাঁহারা বিলক্ষণ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, মোরাদ অপরাধ করিয়াছেন ও ঐ অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড হওয়াই আইন ও যুক্তি সঙ্গত। আরাঞ্জিব ঐ কথায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, হায়! এত দিনের পর মোরাদের ন্যায় ভাইকে হারাইলাম! আমি কি হতভাগ্য! অবশেষে আমাকে ভ্রাতৃহন্তা হইতে হইল! কিন্তু কি করা কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধ অবহেলা করা অসাধ্য, এই বলিয়া তিনি “মোরাদের প্রাণ দণ্ড হইবে” বলিয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন। দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবামাত্র দুই জন ঘাতকপুরুষ মোরাদকে সভা সমক্ষেই বধ করিল।